বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু

শামসুন্নাহার নিজামী

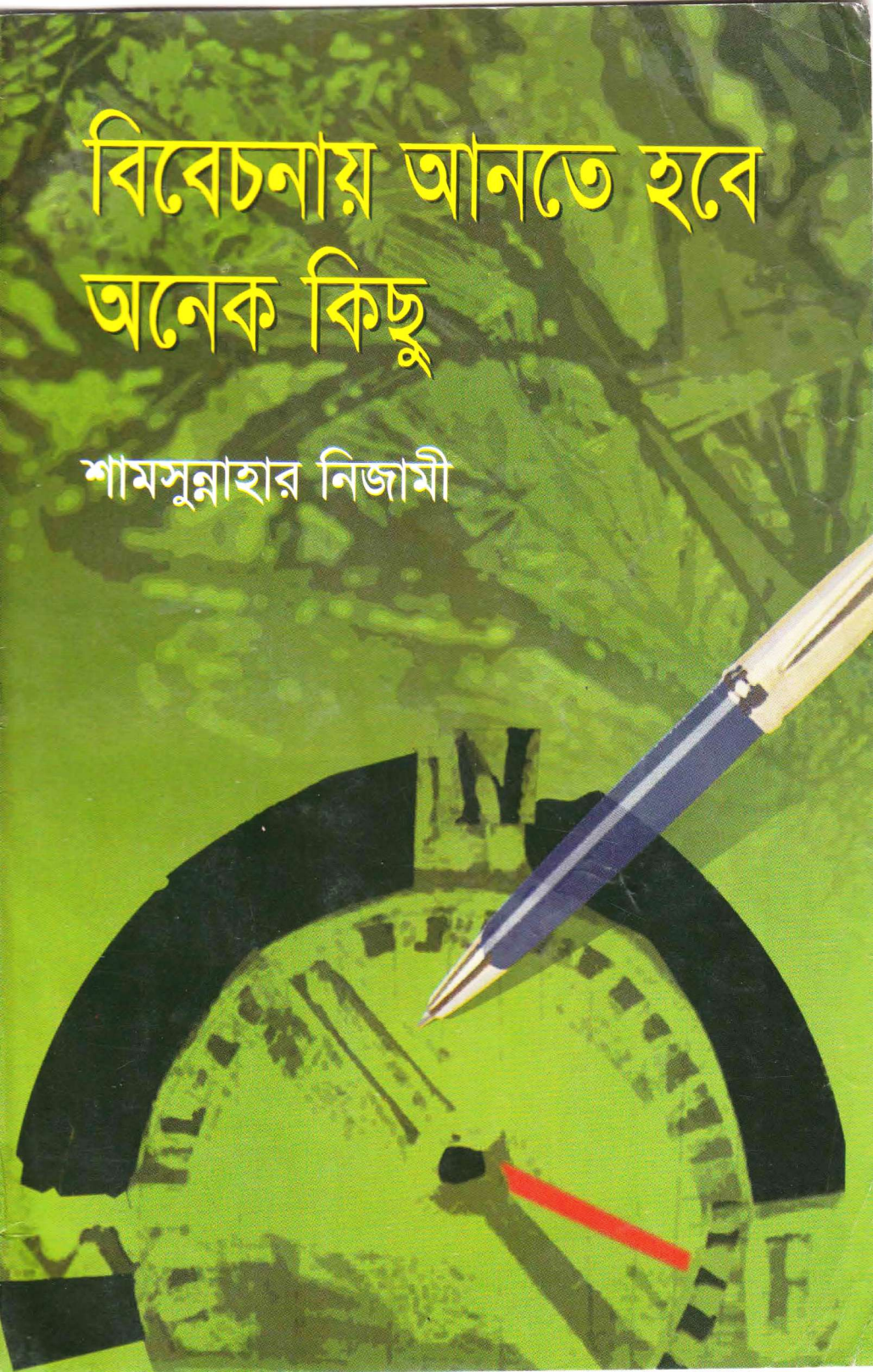

বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু

শামসুন্নাহার নিজামী

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১২

বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু ❖ শামসুন্নাহার নিজামী ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ ©: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ❖ প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ: পি এ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩, ওয়ারলেস রেল গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ বইটি বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি। বিচিত্র এ পৃথিবীতে কত ঘটনাই ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত। এ ঘটনাগুলো বিভিন্নভাবে মনকেও আন্দোলিত করে। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অনুভূতি। আর সেই অনুভূতিরই প্রকাশ বিভিন্ন সময়ের এ প্রবন্ধ। লেখার খুব বেশি অভিজ্ঞতা আমার নেই। পেশা হিসেবেও লেখাকে কখনো গ্রহণ করিনি। কাজের বহুবিধ ব্যস্ততার মাঝে কখনো হয়তো কিছু অনুভূতিকে ধরে রাখার জন্য কাগজ-কলম নিয়ে বসে তা লেখার চেষ্টা করি। কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে এই লেখাগুলো তা পাঠকের উপরই ছেড়ে দিলাম।

বিভিন্ন সময়ের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। এ অবস্থায় স্নেহের মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রস্তাব দিল সেগুলো তাকে দিতে। কামিয়াব প্রকাশন এটা প্রকাশ করবে। এরই ফলশ্রুতিতে এ প্রবন্ধগুলো আলোর মুখ দেখল। আমি কামিয়াব প্রকাশনকে এ খিদমতের জন্য দু'আ করি।

এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে সবাইকেই যেতে হবে। আমাকেও। বিভিন্ন সময়ের লেখাগুলো যদি আল্লাহর কোনো বান্দাহর চিন্তার সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে তবে আমি আশা করব আদালতে আখিরাতে তা আমার নাজাতের উসিলা হবে। প্রকাশনার ব্যাপারে যারা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহর আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

শামসুন্নাহর নিজামী
০৬.০৩.২০১২ ঈসায়ী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু	৭
বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু (২)	১৫
বদলাতে হবে নিজেকে	২১
একটি ছবি : কিছু উপলব্ধি	২৫
স্ববিরোধীদের অন্ধ বিরোধিতা	২৯
একটি গল্প-কিছু বাস্তবতা	৩৪
অথঃ সাংবাদিকতা সমাচার	৩৮
নারীদেরকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে	৪১
বেগম রোকেয়া– পর্দা এবং নারীমুক্তি	৪৪
একজন মা বলছি	৪৮
সাংবাদিকতা সমাচার	৫২
ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ	৫৫
মসজিদ তো ইবাদতেরই জায়গা	৫৮
আহা! আমার সোনার ছেলেরা!	৬২
গল্পে গল্পে সত্য কথা	৬৫
পবিত্র মাহে রামাদানে মা-বোনদের করণীয়	৬৯
সাম্প্রতিক পরিস্থিতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৭৪
আল্লাহ আমাদের ঈমানের নিয়ামত দান করেছেন	৭৭
জামায়াতের শীর্ষ নেতারা কেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে	৮১
প্রসঙ্গ : জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি	৮৮
ইসলামের মিরাসি আইন ও নারী অধিকার	৯২
মুসলিম নারীর দায়িত্ব	৯৬
সমসাময়িক বিষয় : একটি পর্যালোচনা	১০২
প্রসঙ্গ : রাজনীতি	১০৫
মন্ত্রিসভার রদবদল	১০৭

www.pathagar.com

বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু

জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এখন জেলে। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম এ রাজনৈতিক দল নিয়ে ঔৎসুক্যের শেষ নেই। অনেকেই দলটির এ অবস্থাকে 'খুবই নাজুক' অথবা দলটি 'কঠিন চ্যালেঞ্জে' আছে মনে করেন। মূলত জামায়াতে ইসলামীর সঠিক স্বরূপ না জানার কারণেই এ কথাগুলোর সৃষ্টি হয়। জামায়াতে ইসলামী গতানুগতিকভাবে কোনো রাজনৈতিক দল নয়; বরং জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন অতীতে নবী-রাসূলগণ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এ দুনিয়াতে মানুষের সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আখেরাতে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পথ প্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মানবতা মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ মডেল। তারা নিজেরা যেমন নিজেদের মনগড়া পথে চলেননি; আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলেছেন তেমনি মানুষকেও আল্লাহর পথে ডেকেছেন। সমস্ত নবী-রাসূল একই আহ্বান জানিয়েছেন, 'হে আমার জাতির জনগণ তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। কোনো গাইরুল্লাহর দাসত্ব করো না।' শেষ নবী মুহাম্মদ (স) ছিলেন মানবতার সর্বশেষ মডেল। তিনি এসেছিলেন এক অশান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে। সেই সমাজকে-সেই সমাজের মানুষকে তিনি আল্লাহর দেওয়া হেদায়াতের আলোকে আলোকিত করে একটি সুন্দর সমাজ– একদল উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল শেষ কিতাব 'আল কুরআনের' বদৌলতে। নবুওয়াতের পূর্বে দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁর কেটেছিল অত্যন্ত ভালো। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা– এগুলো ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ জন্যে সবাই তাঁকে 'আল আমীন', 'আস সাদিক' উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিও নবুওয়াতপূর্ব যুগে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সেই সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি। কিন্তু নবুওয়াত লাভের পর মাত্র ২৩ বছরে আল্লাহর দেওয়া হেদায়াতের বদৌলতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করেন। এ থেকে বুঝা যায়, মানুষের নিজের চেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয় বরং এর জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজন আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত। সেই হেদায়াত আমাদের কাছে অবিকৃত আছে– সেটা হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। রাসূল (স)-এর হাদীস, যতদিন আমরা এটাকে আঁকড়ে ধরে থাকব ততদিন পথভ্রষ্ট হব না। জামায়াতে ইসলামী সেই দল, যারা কুরআন এবং সুন্নাহর এ পথেই চলে। এ দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এ পথেই কেবল মানবতা ও মনুষ্যত্বের কল্যাণ সম্ভব। জামায়াত মনে করে, যেকোনো পরিস্থিতিতে বা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কোনো কর্মকৌশল নয় বরং শাশ্বত সেই কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হবে, যে কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ (স)। পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক, চ্যালেঞ্জ যত কঠিনই হোক, 'শর্টকাট' কোনো পথ নেই। কারণ এ হেদায়াত নির্দেশনা এসেছে সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি সমস্ত বিশ্ব জাহানের রব। যার কাছে অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সব পরিষ্কার। তিনি যেমন অতীতকে জানেন, তেমন বর্তমান দেখেন এবং ভবিষ্যতে কী হবে তাও জানেন। বান্দার সামনে যা আছে তাও তিনি জানেন আবার পেছনে যা আছে তাও জানেন। তিনি মানুষের শেখার জন্য, বুঝার জন্য কুরআন মাজীদে বিভিন্ন ঘটনাবলির বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন নবী-রাসূলের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সরাসরি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যা শুধু সুর করে তিলাওয়াতের জন্য নয়, নয় জ্ঞানার্জন করে নিজেকে পণ্ডিত হিসেবে জাহির করার জন্য বরং বাস্তব জীবনে ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে বাতিলের কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পূর্ণাঙ্গ দীনের অনুসরণ করার জন্য। কুরআনের ঘোষণা:

'তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনো তোমরা সে লোকদের অবস্থায় পড়নি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর বহু বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট এসেছে। তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা বাকারা : ২১৪)

'তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। যদি তোমরা (এখন ওহুদ যুদ্ধে) আঘাত প্রাপ্ত হও, তাহলে তারাও তো (বিরোধী পক্ষ) তেমনি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে (বদরের যুদ্ধে)। আর এ দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। আর এ

www.pathagar.com

সময় ও অবস্থাদি তোমাদের ওপর এ জন্যে আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা মুমিন। আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। তিনি এ পরীক্ষার মাধ্যমেই সাচ্চা মুমিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। তোমরা কি মনে করে নিয়েছ, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্যে সবরকারী।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯-১৪৩)

'যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছিল সেদিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছিল এবং তা এ জন্যে হয়েছিল, যাতে আল্লাহ দেখে নেন কে তোমাদের মধ্যে মুমিন এবং কে মুনাফিক।' (সূরা আলে ইমরান : ১৬৬-১৬৭)

'তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।' (সূরা তাওবাহ : ৯৬)

'মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বললেই ছাড় পেয়ে যাবে? এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা আনকাবুত : ২-৩)

'আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ হয়, কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী এবং কে কে সবরকারী এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করি।' (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ দেখান, আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত আছেন।' (সূরা তাগাবুন : ১১)

'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না, কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে

www.pathagar.com

সহজ। এটা এ জন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা হাদীদ : ২২-২৩)

আল কুরআনের মতো রাসূল (স)-এর বর্ণনায়ও (আল হাদীস) অনুরূপ কথা এসেছে : 'আবূ হোরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন নর-নারীর ওপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধনসম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (তিরমিযী)

'হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বিপদাপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ-মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশিমনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন।' (তিরমিযী)

'এবং (মালিক তার) মেষ পালনের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া (বাঘ) অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করেছো।' (বুখারী)

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী কারীম (স)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তার চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবাঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান না? আপনি কি আমাদের জন্যে দু'আ করেন না? তখন তিনি বললেন, (তোমার উপর আর কী বা দুঃখ-নির্যাতন এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোঁড়া এবং সে গর্তের মধ্যে তার দেহের অর্ধেক পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে তার মাথার উপর করাত দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাঁকে তাঁর দীন থেকে বিরত রাখতে পারত না। আবার কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশত আলাদা

www.pathagar.com

করে ফেলা হতো; কিন্তু এতেও তাঁকে তাঁর দীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যেকোনো উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে আর এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া (বাঘ) অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।' (বুখারী)

কুরআন-সুন্নাহর এ আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসই হচ্ছে বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যুলুমনির্যাতনের ইতিহাস। যারা বাতিলের সাথে Compromise করে অথবা Alternate কোনো পথ খোঁজে হয়তো বা আপাতত দৃষ্টিতে তারা সমস্যা এড়াতে পারে; কিন্তু এটা মোটেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পথ নয়।

জামায়াত নিছক ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতাও জামায়াত নেতৃবৃন্দের নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ধারা-১৫ এর ২ নং এ বলা হয়েছে, সদস্যগণের (রুকনদের) সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। অষ্টম অধ্যায়ে নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়। এ ধারা ৬৫-এর ১ নং এ বলা হয়েছে: জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যেকোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কিংবা নিযুক্তিকালে ব্যক্তির দীনী ইলম, আল্লাহভীতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসূল (স)-এর প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম. আমানতদারি, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রশান্তচিত্ততা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। ২ নং এ বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা ইহার জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত, গঠনতন্ত্রের এই ধারাসমূহ সংগঠনের সর্বত্র খুবই কঠোরভাবে Practice করা হয়। জামায়াতে ইসলামীতে কেউ নেতা হওয়ার জন্য যেমন আসে না তেমনিভাবে নেতৃত্ব আঁকড়েও থাকে না। জামায়াতের নেতাদেরকে নেতা না বলে দায়িত্বশীল বলার রেওয়াজ আছে। দায়িত্ব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ দায়িত্ব যেমন চেয়ে নেওয়া যায় না তেমনি এ দায়িত্ব থেকে পলায়ন করার সুযোগও নেই। আজকে জামায়াতে ইসলামীর যে সমস্ত নেতা জেলে

www.pathagar.com

আছেন, তারা কেউই ব্যক্তিগত কারণে জেলখানায় আবদ্ধ নন। ব্যক্তি জীবনে সৎ, যোগ্য এবং নীতিবান বলে তারা সমাজে পরিচিত। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আজ তারা জেল-যুলুমের মতো কষ্ট ভোগ করছেন। এদের কেউ কেউ মন্ত্রীও ছিলেন। মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সততা ও যোগ্যতার সাথে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। এর সাক্ষী যেমন মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তেমনি সাক্ষী দেশবাসী। দুরবিন দিয়ে খুঁজেও তাদের দুর্নীতি বের করতে কেউ পারেনি। তাহলে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রশ্ন কেন আসে। জামায়াতে ইসলামী কেউ দুনিয়াতে ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য করে না, করে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে। স্বহস্তে কষ্টার্জিত অর্থ বায়তুলমালে দিয়ে এ সংগঠনের জনশক্তি সংগঠনের Fund-কে সমৃদ্ধ করে। (ষষ্ঠ অধ্যায় : ধারা-৬০)। উল্লেখ্য, প্রত্যেক রুকন (সদস্য) নিজ নিজ মাসিক আয়ের কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ এয়ানত হিসেবে প্রদান করে। জামায়াতের জনশক্তি বিশ্বাস করে : 'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের জান এবং মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।' কাজেই সাধ্যমতো তারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর দীন কায়েমে অংশ নেয়।

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব কোনো নেতার নয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রুকনদের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে আমীর নির্বাচিত হন। কাজেই এখানে কোনো New Generation-এর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার বা ধরে রাখার প্রশ্ন অবান্তর।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে। যদি এ সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে তাহলে আরও দুই বছর ক্ষমতায় থাকবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (?) নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতার দাপটে তারা জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আটক রেখেছে। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেই কি তাকে আটক রাখা যায়? এটা তো সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত একজন মানুষ নিরপরাধ। এটাই আইনের কথা। দীর্ঘ সাত মাস আটকে রাখার পরও এখনো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা কোনো অভিযোগ গঠন করতে পারেনি। যেখানেই তারা তদন্ত করতে গেছে সেখানেই তারা গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। আর এ নেতৃবৃন্দের অনেকেই একাধিকবার তাদের এলাকা থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। দলটির আমীর দুইবার তার এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ৪ বার তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি দুইবার তিনি বিপুল ভোট

www.pathagar.com

পেয়েছেন, ষড়যন্ত্র করে তাকে হারানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো থানায় কোনো মামলা নেই। তার সততা, যোগ্যতার ব্যাপারে বিরোধী শিবিরেরও দ্বিমত নেই। শুধু আদর্শগত কারণে তারা এ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতার দাপটে অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর সর্ব পর্যায়ের জনশক্তি (নেতৃবৃন্দসহ) বিশ্বাস করে : 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর সবকিছু আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৯)

'বলুন : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই মৃত থেকে জীবিতদের আবির্ভাব ঘটাও। আর তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবিকা দান কর।' (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭)

অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সব ক্ষমতাই নগণ্য। যারা আল্লাহর পথে চলে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো মানবতাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডেই তারা জড়িত ছিলেন না। যদি থাকতেন তাহলে এ ৪০ বছরে এ দেশে তারা টিকতে পারতেন না। বরং চরিত্র মানুষের বদলায় না। ক্ষমতাসীন দলের সোনার ছেলেদের কর্মকাণ্ডে দেশের মানুষ আজ দিশাহারা। আজ যে চরিত্রের প্রকাশ তারা ঘটাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, অতীতেও এসব কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিল তারাই। জামায়াতের নেতৃবৃন্দের নামে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এত সহজ নয়। তারা এ দেশেরই মানুষ। এ দেশের নাগরিক। রাজনৈতিক মতবিরোধ কোনো দলের থাকতেই পারে। কিন্তু যে দিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে সেই মুহূর্ত থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জানমাল দিয়ে কাজ করাকে জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি ঈমানী দায়িত্ব মনে করে। আন্দোলন সংগ্রামের সময় অনেক দলেই দেখা যায় পয়সা নেই তো কর্মী নেই। কিন্তু সবাই জানে জামায়াত ব্যতিক্রম। গাটের পয়সা খরচ করে তারা হকের জন্য মাঠে-ময়দানে সব সময় সক্রিয়। সৎ নেতৃত্বের কথা বলে বুদ্ধিজীবীরা মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। জামায়াত এই সৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে জানে। যারাই জামায়াতকে

www.pathagar.com

কাছ থেকে দেখেছেন, তারাই একথা স্বীকার করবেন। কাজেই জামায়াত নেতৃবৃন্দের ভাবমূর্তি নষ্ট করা সহজ নয়। এটা মানুষের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত।

অতীতে যারা ইসলামী আন্দোলন করেছে (আমি আগেই বলেছি) তাদের উপরও বিভিন্ন মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী:

'দুনিয়ার এ জিন্দেগী একটা খেল তামাশার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের আবাস পরহেজগারদের জন্য উত্তম। তবে কি তোমরা বুঝ না? আমার জানা আছে যে, তাদের (কাফিরদের) উক্তি (হে নবী) আপনাকে অবশ্যই কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং যালিমরা তো আল্লাহর আদালতকেই অস্বীকার করে। আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। অতঃপর আমার সাহায্য এসে পৌছেছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পূর্বের নবীদের কাহিনী পৌছেছে। তা সত্ত্বেও যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা আপনার সহ্য করা কষ্টকর হয়, তাহলে আপনি পারলে ভূ-তলে কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি তালাশ করুন এবং তাদের নিকট কোনো মোজেজা আনুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।' (সূরা আন'আম : ১৩২-১৩৫)

জামায়াতে ইসলামী যারা করে তারা জেনে-বুঝেই করে। কোনো আশঙ্কা কোনো ভয় তাদেরকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পারে না। মৃত্যু ভয়ও তাদের থাকে না। তারা জানে : 'আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত।' এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (র) ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: 'আমি ক্ষমা কেন চাইব? এ জন্যে কি যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে পাঠিও না।' দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় অংশ নিল তাদের চিন্তায় কোনো বিকল্প পথ নেই। এটা সেই পথ, যা সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে। পরম নিশ্চিন্ততার সাথে এরা পথ চলে। জেল-যুলুম কোনো কিছুই তাদেরকে বিচলিত করে না। ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব মানুষের নয়, আল্লাহর। কাজেই তাঁর নির্দেশিত পথে চলাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার দাবি।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১১ মার্চ, ২০১১

www.pathagar.com

বিবেচনায় আনতে হবে অনেক কিছু (২)

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের মাধ্যমে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজ কোনো মনগড়া বা আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী নির্ধারণ করেনি। বরং কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কাজের কথা পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তৈরি করেছেন এ দায়িত্ব পালনের জন্য। যা কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি পাঠাব।' এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন; ফেরেশতাদেরকে দেননি। ফেরেশতারা আল্লাহর কর্মচারী। আল্লাহ যে হুকুম তাদের দেন এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতা ইখতিয়ার আল্লাহ তাদেরকে দেননি। কিন্তু মানুষকে এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (স) মানবতার Perfect Model যেহেতু এ কাজের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এ কাজ মানুষের জন্য ফরয। দুনিয়ার মানুষের সকল রকমের অশান্তি বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র পথ। মানুষকে যুলুম-নির্যাতন ও যাবতীয় শোষণ থেকে মুক্তিদানের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) কাজ করেছেন। মানুষ মানুষের দাস হবে না। সবাই একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। দাসত্ব বন্দেগী করবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা হূদ : ৮৪)

'আল্লাহই তোমাদের রব। সন্দেহ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তার-প্রভুত্বও তাঁরই হবে।' (সূরা আ'রাফ : ৫৪)

'তিনিই আল্লাহ- তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোনো রব নেই। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।' (সূরা আন'আম : ১০২)

'তাদেরকে সবকিছু ছেড়ে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করা এবং তারই আনুগত্য করে চলার আদেশ করা হয়েছে মাত্র।' (সূরা আল বাইয়্যিনাহ : ৫)

www.pathagar.com

নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন, তার মূল কথাই হলো: আইন রচনা, নির্দেশ দান ও বিধান প্রণয়নের কোনো অধিকার মানুষের নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

'আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ দানের ও আইন রচনার অধিকার নেই। তাঁর আদেশ এই যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী বা দাসত্ব কবুল করো না। বস্তুত এটাই সঠিক ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা।' (সূরা ইউসুফ : ৪০)

'লোকেরা জিজ্ঞাসা করে : কর্তৃত্বে আমাদেরও কোনো অংশ আছে কি? বল হে মুহাম্মদ (স) অধিকার ও কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

'আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা আইন রচনা করে না– হুকুম পরিচালনা করে না, মূলত তারাই যালিম।' (সূরা মায়িদা : ৪৫)

আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এ অধিকার কোনো মানুষের নেই এমনকি নবীদেরও নেই। নবী নিজেও একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন। 'আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করে চলি।' (সূরা আন'আম : ৫০)

নবীর অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহর হুকুম পালনও সম্ভব নয়।

'আমি যখনই কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, আল্লাহর অনুমতি অনুসারে তাঁর অনুসরণ করার জন্য তাকে পাঠিয়েছি।' (সূরা নিসা : ৬৩)

কুরআনের এ আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি– কোনো ব্যক্তি, বংশ, পরিবার, শ্রেণী বা দল, এমনকি রাষ্ট্রও প্রভুত্বের অধিকারী নয়।

আইন রচনা ও বিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। আল্লাহর দেওয়া আইনের কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকারও কারও নেই।

আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর মাধ্যমে যে বিধান দুনিয়ায় পেশ করেছেন তাই ইসলামী রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তিগত আইন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন:

'আমি আমার নবীদেকে সুস্পষ্ট বিধানসহ প্রেরণ করেছি। কিতাব ও 'মিযান' তাদেরকে আমি দান করেছি। এর সাহায্যে মানুষ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম

www.pathagar.com

করতে পারবে। আমি 'লৌহ'ও দিয়েছি। এতে বিরাট শক্তি ও মানবতার অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে।' (সূরা হাদীদ : ২৫)

এ আয়াতে 'মিযান' শব্দটিতে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। সমাজে এ অনুযায়ী সামাজিক সুবিচার কায়েমই এর লক্ষ্য, যা ছিল আম্বিয়ায়ে কেরামের একমাত্র কাজ।

'এদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা এবং রাজশক্তি দান করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো ও কল্যাণকর কাজ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।' (সূরা হাজ্জ : ৪১)

'তোমরা সবচেয়ে উত্তম জাতি, নিখিল মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

কুরআন মাজীদের এ আয়াতগুলো থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে জুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়া, দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে মুক্তি রক্ষা করাই নয় বরং কুরআন অনুযায়ী সামাজিক সুবিচারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পাপ কাজের সমস্ত উৎস বন্ধ করা এবং পুণ্য ও কল্যাণের সমস্ত সমস্ত পথ খুলে দেওয়া। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগকে এটি স্বীয় বিশিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারমূলক কর্মসূচি অনুযায়ী গঠন করে। অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনকে এর প্রভাবাধীন করে নেয় এবং এ ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ভূমিকায় এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলত: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল নয়- এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে এবং নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে এ দল পরিচালিত হয়। বিরোধী কোনো শক্তির পক্ষ থেকে কেউ আক্রমণ করল কি না তার মোটেও পরোয়া করে না জামায়াতে ইসলামী। অতীতে নবী-রাসূলগণও এ পরোয়া করেননি। বরং তাদের অবস্থা এমন ছিল, যেন মৌচাকে ঢিল মেরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত মৌমাছিকে আক্রমণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো। এ কাজ সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যারা এ উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে তারাই এ

www.pathagar.com

কাজের উপযুক্ত। এ আন্দোলনের কর্মী বা নেতা হলেই চলবে না বরং এ আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাদেরকে হতে হবে কুরআন সুন্নাহর অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং এর খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে কোনো বিশিষ্ট নাগরিক, প্রবীণ আলেম বা পণ্ডিত ব্যক্তির প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং আইন রচনার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। যারা এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করে তারা আল্লাহর প্রতিনিধি বা 'খলীফা'।

'তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও সেই অনুযায়ী সৎ কর্মশীল লোকদের নিকট আল্লাহ এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। তাদের পূর্ববর্তী লোকদের যেরূপ এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।' (সূরা নূর : ৫৫)

এ জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল। এ প্রতিনিধিত্ব কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বংশ বা গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট বা সুরক্ষিত নয়। নবী করীম (স) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'

ইসলামী সমাজে শ্রেণীবিভেদ, জন্মগত বা সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্যের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সব মানুষই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। অবশ্য ব্যক্তিগত যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে কারো শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতে পারে। রাসূল (স)-এর হাদীস:

'কারো উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। তা প্রতিপন্ন হতে পারে একমাত্র দীন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান, কর্ম ও তাকওয়ার কম-বেশির কারণেই। সব মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আরববাসীর অনারবদের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরববাসীর ওপর। তেমনি শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর এবং কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার হতে পারে একমাত্র তাকওয়ার কারণে।'

মক্কা বিজয়ের ফলে সমস্ত আরব দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে মহানবী (স) কুরাইরশদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের অন্ধকার যুগের গৌরব অহঙ্কার এবং বংশীয় আভিজাত্য দূর করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। হে মানুষ, তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম তৈরি মাটি থেকে। বংশীয় গৌরবের কোনো সুযোগ নেই। আরবদের ওপর অনারবদের এবং অনারবদের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ব্যক্তিই বেশি সম্মানিত।'

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হবে– 'তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত' (সূরা হুজুরাত : ১৩)। এ মূলনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে থাকে। (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র, অষ্টম অধ্যায় : ধারা ৬৫)

আমীর সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সকল মুসলমানই তার সমালোচনা করতে পারবে। এমনকি তার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে। প্রয়োজনে আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। (গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ধারা ১৭)

আমীর পরামর্শ করে কাজ করবেন। সে জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠন করবে। মজলিসে শূরার প্রতি জনগণের অবিচল আস্থা থাকতে হবে। (গঠনতন্ত্র : ধারা ১৮)

শূরার ফায়সালা সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু ইসলাম সংখ্যাধিক্যকে সত্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে না।

'পঙ্কিল-কদর্য ও পবিত্র এ দুটো জিনিস কখনো সমান হতে পারে না। পঙ্কিলের সংখ্যাধিক্য তোমাকে স্তম্ভিত করে দিলেও নয়।' (সূরা মায়িদা : ১০০)

এক ব্যক্তির কোনো রায় গোটা মজলিসে শূরার বিপরীত হলেও তা সত্য ও সঠিক হতে পারে। ইসলামে তার পূর্ণ অবকাশ আছে। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ মাফিক আমীর ফায়সালা করবেন। এ ব্যাপারে আমীরের তাকওয়া আল্লাহভীতি, আমানতদারি, দূরদৃষ্টি ইত্যাদির দিকে জনগণ খেয়াল রাখবেন। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে আমীরের পদচ্যুতির ব্যাপারে কোনো বাধা থাকবে না।

মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এর কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি আমরা মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর জীবনী এবং খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস থেকে পাই। আমাদেরকে সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশ, জাতি ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণ মঙ্গল চাইলে এগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। কোনো ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে এ বিরাট কাজ সম্ভব নয়। সর্বোপরি, ব্যক্তিজীবনে

www.pathagar.com

আদর্শের Perfect অনুসারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুরআনের এ শাশ্বত বাণী :

'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, আমার আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে: আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। মনে রেখো, তারাই শান্তি ভঙ্গকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর যখন তাদের বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা বলে, আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনবো? মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।' (সূরা বাকারা)

'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে।' (সূরা বাকারা)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা নিসা)

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (সূরা হাজ্জ : ১১)

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৪ মার্চ, ২০১১

www.pathagar.com

বদলাতে হবে নিজেকে

একটা বিজ্ঞাপনের কথা নিয়ে লেখাটা শুরু করছি। আমার মতো অনেকেই হয়ত প্রতিদিনই পথে চলার সময় বিজ্ঞাপনটি দেখেন। 'বদলে দাও বদলে যাও'। প্রথম আলোর বিজ্ঞাপন এটি। এর সঙ্গে আরও একটি বিজ্ঞাপন আছে 'আপনি শুরু করুন অন্যরাও করবে'। কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। বিজ্ঞাপনের ছবিগুলোতে দেখা যায় একজন মহিলা বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য পুরুষেরা বসে আছে। আবার কোনোটাতে একজন পানের পিক ফেলে পুরা জায়গাটা নোংরা করে ফেলেছে। অন্য একটিতে চারদিকে বাদামের খোসা ছড়ানো। একজন খোসাগুলো হাত দিয়ে তুলছেন।

আমরা অনেক ভালো কথা বলি। কিন্তু নিজেরা ভালো করি না। এই বিজ্ঞাপনগুলো সেই কথাটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন– যারা এই বিজ্ঞাপনগুলো দিচ্ছেন তারা কি এগুলো Practice করেন? হয়তো অনেকেই করেন না। করলে কী লাভ, না করলে কী ক্ষতি– লাভক্ষতির পরিমাণই বা কী এগুলোও হয়তো অনেকেই ভেবে থাকবেন। মাঝে মাঝে অনেকের অবস্থান নিয়েই ভাবি। যাদের অনেক অপকর্ম করার পরও যশ খ্যাতির কোনো কমতি নেই। দুনিয়াতে সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি এগুলোর জন্যে যদি ভালো মানুষ হওয়া শর্ত না হয় তবে অযথা কেন এত ভালো হতে যাব? 'দুনিয়াটা মস্ত বড়– খাও দাও ফুর্তি কর' এই মতাদর্শে বিশ্বাসীরা কেন নিজেকে বদলাবে? পোস্টার-বিজ্ঞাপন তো মানুষকে চমক লাগানোর জন্য, বাহবা পাওয়ার জন্য নিজেকে বদলানোর জন্য নয়।

কথাগুলো আমি বলছি নিরেট রূঢ় বাস্তবতা থেকে। পথে চলতে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিনে দিনে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ছিনতাইকারী দুর্বৃত্তের হাতে জান-মাল-ইজ্জত হারানোর আশঙ্কাও সর্বক্ষণ তাড়া করে ফেরে। মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারলে সেটা হয় বুদ্ধির পরিচয়। পরোপকার, অসহায়কে সাহায্য করার মতো নীতিকথায় কান দেওয়ার সময় কোথায় ব্যস্ত মানুষের। পথে কোনো পথচারী ছিনতাইকারী দ্বারা আক্রান্ত হলে কেউ এগিয়ে আসে না তাকে সাহায্য করার জন্য। থানা-পুলিশ! সেটা তো আরও জঘন্য দুর্নীতির আঁখড়া। এ অবস্থায় এ ধরনের পোস্টার? কে বদলাবে? কাকে বদলাতে হবে?

www.pathagar.com

মানুষের কথা বলছিলাম। পশুরা তো আর সাইনবোর্ড পড়তে পারে না। মানুষ সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত সুন্দর করে। আল্লাহর সৃষ্টির সমস্ত কিছুকে উপভোগ করার মতো একটি দেহ মানুষকে দিয়েছেন। যা আর কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। সব কিছু উপভোগ করে আল্লাহর তৈরি এ জমিনকে সুন্দরভাবে সাজাবে, পরিচালনা করবে এটাই আল্লাহ চান। এ অর্থেই মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। বরং দুনিয়াতে পাঠানোর সময় আল্লাহ প্রথম মানুষ আদম (আ) আর বিবি হাওয়া (আ)-কে বলে দিলেন, 'তোমরা দুনিয়াতে যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হেদায়াত আসতে থাকবে। যারা এ হেদায়েতের অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয়-চিন্তা থাকবে না।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই হেদায়াত পাঠিয়েছেন নবী রাসূলদের মাধ্যমে। দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে পাঠালেন নবী হিসেবে। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত (কিতাব বা সহীফার মাধ্যমে)। এরপর শেষ নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁরা সবাই কিতাব বা সহীফার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়াত লাভ করেছেন। আর সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁরাও দুনিয়ার মানুষকে সঠিক সত্য পথ দেখিয়েছেন। মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (স) আর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন। এরপর আর কোনো নবী আসবেন না। কোনো কিতাবও অবতীর্ণ হবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত আমাদেরকে এই কুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে। মেনে চলতে হবে শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর সব কথা এবং কাজ।

এ দুনিয়া যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের স্রষ্টাও তেমনি আল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, কিভাবে চললে এ দুনিয়ার তথা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ-মঙ্গল হবে। তাই কল্যাণ চাইলে তাঁর দেখানো পথেই চলা উচিত। কুরআনে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা, 'ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া 'আমিলুস সালিহাত।' অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং সেই অনুযায়ী নেক আমল করেছে।' অর্থাৎ যা বিশ্বাস করবে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে হবে। 'তোমরা কেন সে কথা বল যা তোমরা কর না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা করবে না।' (সূরা সফ: ২-৩)

www.pathagar.com

মানুষের জীবন সবকিছু মিলেই। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সবকিছুই মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। কোনো একটা দিক ও বিভাগকে বাদ দিয়ে জীবন চলে না। জীবনকে সুন্দর করতে হলে একটা আদর্শের অনুসরণও অপরিহার্য। মুসলমান হিসেবে আমাদের আদর্শ ইসলাম। Islam is a complete code of life। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাই এ আদর্শের অনুসরণ অপরিহার্য। শুধু নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের সময় মুসলমান আর রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিতে অন্য আদর্শের অনুসারী, সেটা হতে পারে না। মুহাম্মদ (স) যে সমাজে জন্মেছেন বড় হয়েছেন সে সমাজ আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সমাজ নামে পরিচিত ছিল। অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিল মানুষ। অন্যায়-অত্যাচার ছিল তাদের নিত্যকর্ম। শ্রমিক মজুর ছিল শোষিত, অধিকার বঞ্চিত। নারীদেরও দুর্গতির সীমা ছিল না। সেই সমাজে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মতো সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতা যদি চাইতেন কোনো একটা Sector-কে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে, তাহলে খুব সহজেই তিনি সফল হতেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সে পথে চালাননি। একটা আদর্শের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন চিন্তা-চেতনার আমূল পরিবর্তন। তাই তো তাঁর আহ্বান ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 'ইলাহ' নাই। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র মালিক-মনিব-প্রভু একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধি-নিষেধই মানতে হবে। আর এর ফল হয়েছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সেই খারাপ মানুষগুলো যেন জাদুর ছোঁয়ায় সোনার মানুষ হয়ে গেল। তারা দুনিয়ার কোনো লাভ লোভের কারণে নয় বরং মানুষের মাবুদ-ইলাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত অন্যায়-অপকর্ম তারা ছেড়ে দিল। যারা মিথ্যা বলত তারা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করল। যারা সুদ ঘুষ খেত তা তারা ছেড়ে দিল। যারা মদের মধ্যে ডুবে থাকত তারা মদ স্পর্শও করত না। যারা নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছু ভাবত না তারা অন্যের অধিকার রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হতো না। যে তার নিজের ভাইকে তার অধিকার দিতেও প্রস্তুত ছিল না সে তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য ধন-সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিত। এমনিভাবে মাত্র একটি বিশ্বাস গোটা মানবগোষ্ঠীকে বদলে সোনার মানুষে পরিণত করল। রাসূল (স)-এর নবুওয়াত পাওয়া থেকে শুরু করে মাত্র ২৩ বছর লেগেছিল কুরআন নাযিল সম্পূর্ণ হতে। এই ২৩ বছরে একটি জাতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। লোক দেখানো বদলানো নয়। সত্যিকার অর্থেই তারা ভালো মানুষ হয়ে গেল। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তি-ন্যায় বিচার। শ্রমিক তার অধিকার ফিরে পেল, নারী আর

www.pathagar.com

নির্যাতিত হলো না। ফিরে পেল প্রতিষ্ঠিত হলো তার সঠিক মর্যাদা। যে কথা ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা আছে। এই পরিবর্তন কোনো ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন ছিল না। রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পরও দীর্ঘ ত্রিশ বছর খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় পর্যন্ত ইসলাম তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনো যারা নিষ্ঠাবান মুসলমান তাদের চর্চায়ও এগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। এর পেছনে রয়েছে শুধু বিশ্বাস। ৩টি কথা– ১. তৌহিদ, ২. রিসালাত, ৩. আখিরাত। এই তিনটি কথার ওপর সঠিক বিশ্বাসই এতটা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস ক্রমিক নাম্বার অনুযায়ী তিন নম্বরে এলেও এটাই প্রেরণার মূল উৎস। দুনিয়ার জীবন একমাত্র জীবন নয়। সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ উপলব্ধি করতে হবে। মৃত্যুর পর সব কিছু শেষ হয়ে যাবে না। এ দুনিয়ার যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ সেখানে হবে। ভালো কাজ করে গেলে পাওয়া যাবে অফুরন্ত পুরস্কার, অনন্ত শান্তি, যার নাম জান্নাত। আর খারাপ কাজ করলে ভাগ্যে জুটবে অসহনীয় শাস্তি। যার নাম জাহান্নাম। যেখান থেকে পালাবার বা পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই অনন্ত জীবনের প্রস্তুতির জায়গা দুনিয়া। হাদীসের ভাষায় 'দুনিয়া আখিরাতের কৃষিক্ষেত।' অলস হতভাগা ফাঁকিবাজ কৃষক যদি চাষবাস ঠিকমতো না করে তবে তার ভাগ্যে যেমন সারা বছর খাবার জোটে না তেমনি হতভাগা মানুষ যদি দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম না মেনে নিজের খেয়ালখুশিমতো চলে, তার ভাগ্যেও তেমনি জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই জোটে না। তাই বিজ্ঞাপনের সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই 'বদলে যাও-বদলে দাও'।

অনেক কষ্টে অর্জিত এ স্বাধীন বাংলাদেশ। বহু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর খপ্পর থেকে মুক্ত করে চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে আমাদের। এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবোই। সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়বই। কাজেই বদলাতে তো হবেই। আসুন নিজে আগে বদলাই এবং বদলাই সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে।

দৈনিক সংগ্রাম : ১ ডিসেম্বর, ২০০৯

www.pathagar.com

একটি ছবি : কিছু উপলব্ধি

প্রথম আলোর সম্পাদক হাত জোড় করে মাফ চাইলেন বায়তুল মোকাররমের খতীবের কাছে। পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে এ ছবি। বায়তুল মোকাররমের সম্মানিত খতীব ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। ক্ষমা একটা মহৎ গুণ। আল্লাহ নিজে ক্ষমা করেন। বান্দাহ ক্ষমা করলে তিনি খুশি হন। কিন্তু এ ক্ষমা কিসের জন্য? মুসলমান নামধারী ব্যক্তিবর্গ যারা ইসলাম নিজেরা তো মানেনই না বরং সময় সুযোগ পেলেই দাড়ি-টুপি-আল্লাহ রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, তারাই বেকায়দায় পড়লে ক্ষমা চান। জনরোষের ভয়ে হাত জোড় করে মাফ চাইতে তাদের বিবেকে বাধে না। আসলে ইসলাম এদের কাছে এ রকমই। জন্মের সময় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে নাম মুসলমানের রাখা হয়েছে, কারণ জন্মেছে মুসলমান মা-বাবার ঘরেই। বিয়ের সময় মোল্লা বিয়ে পড়ায় ইসলামী কায়দায়। মরে গেলে জানাযা করা হয়। আর মাঝে মাঝে খেয়াল-খুশিমাফিক যখন খুশি একটু-আধটু নামায রোযা করা এই আরকি। এটাই ইসলাম এদের কাছে। আর দুনিয়ার বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতায় এরা লিপ্ত। সারা দুনিয়ার কথা বাদ দিয়ে শুধু বাংলাদেশের কথার মধ্যেই আমি লেখা সীমাবদ্ধ রাখব। এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আইন করে নিষিদ্ধ করার দাবি করা হচ্ছে। গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের এখানে কেন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে? এসব দাবিই একটি চিহ্নিত মহলের। ইসলামকে মৌলবাদ আখ্যা দিয়ে নানাভাবে এদেরকে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এসবের ধারাবাহিকতায় এসেছে আলপিনের কার্টুন বা ম্যাগাজিন ২০০০-এর ব্যঙ্গ রচনা। এটি কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। কাজেই শুধু এ ব্যাপারে মাফ চাইলেই কি বিষয়টা নিষ্পত্তি হয়ে গেল? একটা প্রবাদ আছে 'ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সালাম' বা 'গরজে গোয়াল ঢেলা বয়।' এই গরজে পড়েই মাফ চাইতে হলো সম্পাদককে।

জাতি আজ এক মহা সংকটে পতিত হয়েছে। কথিত দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীসহ অনেকেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবদিক সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। চারিদিকে দাবি উঠেছে সৎ নেতার/স্বচ্ছ রাজনীতির। এই

www.pathagar.com

বিপর্যয় বিশৃঙ্খলায় একমাত্র ইসলাম/ ইসলামী রাজনীতিই সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। কিন্তু এটা বোঝার জন্য প্রয়োজন ইসলামের মূল উৎস কুরআন হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতনতা। এটারই প্রচণ্ড অভাব আজ আমাদের সমাজে। যারা কুরআন হাদীস জানে তাদের আধুনিক রাষ্ট্র চালানোর যথেষ্ট জ্ঞান নেই। আবার যারা রাষ্ট্র সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাদের ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও নেই। কাজেই এক শ্রেণীর কুরআন হাদীস জানলেওয়ালারা আছেন মিলাদ, কুরআনখানি আর কাজিগিরি নিয়ে। আর দুনিয়া চালাচ্ছে কুরআন-হাদীস শিক্ষা বিবর্জিত লোকেরা, যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই– নেই পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি। তারা দুনিয়ার কাজ-কর্মে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠা এদের জন্যে অসম্ভব। কারণ দুনিয়াই যাদের লক্ষ্য, তারা দুনিয়া তো বানাতে চাইবেই। এর জন্য ন্যায়নীতির বুলি নেহায়েতই ধোঁকা। এদের কাছে 'দুনিয়াটা মস্তবড়- খাও দাও ফূর্তি কর'– এটাই মূল মন্ত্র। এরই ফলশ্রুতিতে আজ আমাদের দেশের এ বিপর্যয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকেও। এ দুনিয়াতে মানুষের পরিচয় মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। অত্যন্ত সুন্দর করে আল্লাহ এ দুনিয়া বানিয়েছেন। সুন্দর এ দুনিয়া সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য তাই তিনি মানুষকে তার প্রতিনিধি বানিয়েছেন। দুনিয়া পরিচালনার জন্য মানুষকে তিনি অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। বরং দুনিয়ায় প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে নবী করে পাঠিয়েছেন। যাতে করে সে পথ নির্দেশিকা পেতে পারে মহান স্রষ্টার কাছ থেকে। আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআলা কিতাব বা সহীফা আকারে দুনিয়ার মানুষের জন্য পথ নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সব বিষয়েই এসব কিতাবে নির্দেশনা রয়েছে। এটাই ইসলাম, যা মানুষের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং নামায, রোযা ও হজ্জ, যাকাত যা ধর্ম হিসেবে পরিচিত তা একটি আংশিক ও খণ্ডিত অংশ, যাকে মূল কাজের ট্রেনিং হিসেবে দেওয়া হয়েছে। মূল কাজ হচ্ছে সমাজ পরিচালনা। রাষ্ট্র পরিচালনা। সোজা কথায় দেশ চালানো। এই নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের ট্রেনিং নিয়েই মানুষ সততার সাথে দেশ চালাতে পারে। সুশীলসমাজ যেসব কথা বলে সেগুলো বাস্তবে বাস্তবায়িত করতে হলে একজন খাঁটি মুসলমান ঈমানদার হতে হবে। যে পরকালের জবাবদিহির ভয়ে শত

www.pathagar.com

প্রলোভনের কাছে মাথানত করবে না। সন্তান-সন্ততির মায়া-মহব্বতে দেশের-দশের ক্ষতি করবে না। যাদের সামনে রাসূল (স)-এর এ আদর্শ আছে 'আমার আদরের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।' বস্তুত যারা জানোয়ারের মতো যেখানেই সবুজ ঘাস পায় সেখানেই মুখ লাগায় তাদের দিয়ে দেশ-দশের তথা জাতি বা সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে সূরা 'আত্তীনে' একথা আল্লাহ সুন্দরভাবে বলেছেন। 'আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর করে তৈরি করেছি। পরে তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে।' কাজেই ঈমান আনা ও সেই অনুযায়ী সৎ কাজ করা ছাড়া মানুষের পক্ষে মানবতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পশুত্ব বর্জন করে মনুষ্যত্ব অর্জন। যে কথা দিয়ে আজকের এই লেখা শুরু করেছিলাম সেই কথায় ফিরে আসি। মাঝখানে কিছু কথা বলে নিয়েছি প্রকৃত বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে। যারা এই বাংলাদেশকে একটি সমাজতান্ত্রিক বা সেক্যুলার দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তাদের সে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ইসলামের লেবাস কেন? সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতা একটি ভিন্ন মতবাদ। যার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে তাদের সেন্টিমেন্ট রক্ষার জন্য ইসলামের লেবাস পরাতো রীতিমতো মুনাফিকী। আজ যারা ক্ষমতা চাইছেন তারা বাংলাদেশকে ইসলামের দেশ হিসেবে দেখতে চান না। এটা তাদের কথা কাজে সবসময়ই তারা প্রকাশ করেছেন? অথচ আল্লাহর রাসূল (স)-এর মূল কাজই ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা করা। যারা এটি চান না বা এর বিরোধিতা করেন তাদের ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। এরা যদি দাউদ হায়দারের মতো কর্মকাণ্ড করে বসে তাতে অবাক হওয়ার বেশি কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। সোনার পাথর বাটি হয় না। সত্য প্রকাশের সৎ সাহস থাকা দরকার। যদি কেউ ইসলামকে ঠিক মনে না করে তবে সাহসের সাথে সত্য কথা বলার হিম্মত তার থাকতে হবে। তারা এগিয়ে চলুক, কতদূর যেতে পারে যাক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা আমার দীনকে অস্বীকার করে তারা আমার আসমান ও জমিনের মধ্য থেকে বের হয়ে যাক।' মানুষের সে সাধ্য নেই। তারপরও তারা বিদ্রোহ করে।

আজ রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেকেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের আবদার(!) করছে। এর অর্থ কী? আল্লাহ কুরআন মাজীদে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অস্বীকার করবে?' ধর্মভিত্তিক

www.pathagar.com

রাজনীতি বন্ধ করার অর্থই হচ্ছে রাজনীতিতে কোনো নীতিনৈতিকতার বাঁধন না থাকা। আর এটা না থাকলে সমাজে কখনো ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই রাসূল (স) সংগ্রাম সাধনা করেছেন। যাবতীয় বিপদ মুসিবত মোকাবিলা করে কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে মানুষের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিযোগিতায় আজ গোটা বিশ্ব তৎপর। প্রতি বছর Transparency International রিপোর্ট করে কোন দেশ দুর্নীতির কত নম্বরে আছে। কিভাবে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে? যদি ইসলামকে মসজিদের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়?

তাই বলে এই ইস্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। ভাঙচুর, জ্বালাও, পোড়াও এর মাধ্যমে কোনো কল্যাণ নেই। বিষয়টি জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে। আর এজন্য দরকার কুরআন হাদীসের ব্যাপক চর্চা এবং বাস্তবে এর অনুশীলন।

দৈনিক সংগ্রাম : ৭ ডিসেম্বর, ২০০৭

www.pathagar.com

স্ববিরোধীদের অন্ধ বিরোধিতা

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিয়ে লেখালেখি আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু কোথায় যে প্যাঁচ লেগে আছে বুঝতে পারছি না। একদিকে আমরা নীতি-নৈতিকতা চাই, সৎ মানুষও চাই, আবার ধর্মকেও বাদ দিতে হবে। আবার বলা হয়, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার; রাজনীতিতে এর ব্যবহার চলবে না। আবার ভালো রাজনীতিও চাই। এ যেন 'সোনার পাথর বাটি' অবস্থা।

প্রশ্ন তোলা হয়, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিয়ে। জামায়াতে ইসলামীর '৭১-এর ভূমিকা নিয়ে। অনেক জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে নাকি একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুটপাটে সহযোগিতা করার অভিযোগ আছে। গত ৩৬ বছরেও নাকি সেসব অভিযোগ নিয়ে যথাযথ তদন্ত হয়নি। তাদের ভাষায়, তদন্ত হলে নাকি বেরিয়ে আসত তারা কী কী অপকর্ম করেছে। কেন তদন্ত হলো না? কোথায় বাধা ছিল? এই ৩৬ বছরে কি জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় ছিল? এই সময় যারা অভিযোগ করছে তারা অথবা তাদের সহযোগীরাই তো দেশ চালিয়েছে। তবে কেন তদন্ত হলো না? আসলে তদন্ত করার কিছু নেই। যে ঘটনা ঘটেইনি, যারা অপরাধ করেইনি, তার বা তাদের কেমন করে তদন্ত হবে? কী তদন্ত হবে? অভিযোগের শীর্ষ রয়েছে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম। তিনি তার পৈতৃক বাড়ি মগবাজারের নিজস্ব মসজিদের খতিব। পাকিস্তান আমল থেকেই যেখানে তার বসবাস। অভিযোগকারীদের ভাই-বন্ধু অনেকেই হয়ত সে মসজিদে নামাযও পড়েন। কথিত অপরাধে অপরাধী হলে কি তিনি সেখানে টিকতে পারতেন? জনাব আব্দুল খালেক মজুমদারকে ধরা হলো শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে। নিম্ন আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং বেকসুর খালাস পান। তিনি এরপর থেকে বাংলাদেশেই বসবাস করছেন। সামান্যতম কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হলেও কি তার পক্ষে বাংলাদেশে বসবাস সম্ভব হতো? আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ আমরা মিডিয়ার কথা-বার্তায় দেখি। 'ওয়ার ক্রাইম ফাইল' নামে চ্যানেল ফোর যে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছে এটা সত্য হলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। বাধা কোথায়? মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী মহিউদ্দীনকেও তো ফিরিয়ে আনা হলো। এগুলো সবই তথাকথিত রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল

www.pathagar.com

করার জন্য ইস্যু জিইয়ে রাখা।

১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ হয়েছে তখন জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় ছিল না। কাজেই কোনো যুক্তিতেই জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী বলা যাবে না। সে সময় যুদ্ধ করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। তাদেরই প্রয়োজনে তারা রাজাকার, আল বদর তৈরি করেছিল। বিবেচনায় সে সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, তখন Existing পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান 'Election' এ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন তখন পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষমতায় তিনি অধিষ্ঠিত হতেন, এই ছিল তার ইচ্ছা। পরবর্তীতে ঘটনা-প্রবাহ বর্তমান স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব এনে দিয়েছে। রাজনৈতিক সচেতন সবার জানা থাকার কথা যে, পাকিস্তানিদের অন্যায়, শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী বরাবরই সোচ্চার ছিল। এ জন্যে বহুবার তৎকালীন পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কারাবরণ করতে হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ পর্যন্ত করা হয়েছে। তারপরও কি বলা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানিদের অন্যায় কাজের দোসর ছিল? একটা কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছিল। কাজেই ইসলামের কারণেই জামায়াতে ইসলামী সে সময়ে বিভিন্নভাবে নৈতিক সমর্থন দিয়েছে। বাস্তবতা হলো যেদিন যে মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সে সময় থেকেই জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। মূলত কুরআন আমাদের এ শিক্ষাই দেয়। এ জমিন আল্লাহর। আল্লাহর এ জমিনে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে এসেছেন আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে তার বাস্তব পথ দেখাতে। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ঠিক তেমনিভাবে কায়েম করতে চায় যেমনভাবে রাসূল (স) করেছিলেন। আমরা এখন বাংলাদেশের বাসিন্দা, এই ভূখণ্ডে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমাদের। এই ভূখণ্ডকে ভালোবাসা, এই ভূখণ্ড স্বাধীন রাখা আমাদের দায়িত্ব। এসব ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। কাজেই যে মুহূর্তে বাংলাদেশ হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে জামায়াতে ইসলামী আর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নয়- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। দুর্মুখেরা বলে, জামায়াত নাকি বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানাতে চায়, কিন্তু কেন? পাকিস্তান আমাদের কে? আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। এ দেশেই আমাদের

www.pathagar.com

জন্ম হয়েছে। কাজেই এ দেশেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব– এটাই তো স্বাভাবিক। এর বাস্তব প্রমাণও জামায়াত রেখেছে মাঠে-ময়দানে। প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জামায়াত মাঠে-ময়দানে কাজ করেছে। সততা এবং যোগ্যতার সাথে তারা কাজ করেছে।

জামায়াতের জঙ্গি কানেকশন বিরোধীদের এক উদ্ভট আবিষ্কার শীর্ষ জঙ্গি নেতা, যাদের ফাঁসি হলো, তারা কি একবারও জামায়াতের সঙ্গে তাদের কানেকশনের কথা বলেছে? আজ পর্যন্ত যারা যেভাবেই ধরা পড়েছে তারা কি কেউ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। বলা হয়, অতীতে কেউ হয় জামায়াত বা ছাত্রশিবিরে নাম লেখিয়েছিল। কিন্তু কেন তারা চলে গেল। জামায়াত বা শিবিরের কাজকর্ম তাদের পছন্দ হয়নি বলেই তো তারা এ দল ছেড়ে চলে গেল। পছন্দ হলে তো থেকেই যেত। এতে কি এটা প্রমাণ হয় না যে, জামায়াতের কার্যক্রমে কোথাও জঙ্গিবাদ বা সশস্ত্র সংগ্রামের দীক্ষা নেই? আল্লাহর আইন আর সৎলোকের শাসনের কথা জঙ্গিরাও বলে, এটা কি সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ হতে পারে? তারা ইসলামের নামে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই এসব কথা বলে।

একটা দেশে সব ধর্মের লোক থাকবে। যার যার ধর্মের অনুশাসন মেনে চলবে। ধর্মই তাকে সহিষ্ণুতা সদাচরণ শেখাবে। এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে। কেউ কারও উপর হামলা করবে না বা অপমানজনক আচরণ করবে না। এ জন্যেই তো খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামলে নিজামী সাহেব ব্লাসফেমি বিল পেশ করেছিলেন। এটার পেছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। দোষেরও কিছু ছিল না।

আগেই বলেছি ইসলাম শুধু ধর্মমাত্র নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সমাজে-রাষ্ট্রে ইনসাফ ও হক কায়েমের জন্যেই ইসলাম এসেছে। এখানে অন্য কোনো ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার করার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

না কুরআন-হাদীসে আছে না আছে কুরআনের সার্থক অনুসারী মুহাম্মদ (স)-এর আমলে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা যেমন জেনে-বুঝে করেছে তেমনি এর প্রয়োগও হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। আজও যারা নামায পড়ে রোযা রাখে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে। হজ্জ করার জন্য লাখ লাখ লোক কাবা ঘরে সমবেত হয়। টাকা-পয়সা খরচ করে, শারীরিক কষ্ট সহ্য করে, দীর্ঘ সফর করে- এখানে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রাধান্যই লক্ষণীয়। ট্যাক্স আদায় করতে

www.pathagar.com

আইনি আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু যাকাত আদায় করতে কোনো কর্মচারী লাগে না। বরং কোন কোনায় কার কতটুকু সঞ্চিত সম্পদ আছে হিসাব করে ঈমানদারগণ যাকাত দেন একমাত্র আল্লাহর ভয়েই। তেমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহর হাক্কুল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে হাক্কুল ইবাদ প্রণিধানযোগ্য। একজন মানুষ মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তার উপর কোনো অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না। তাকে নির্বিঘ্নে তার ধর্মীয় অনুশাসন মানতে দেওয়া হবে– সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এটা কুরআনেরই নির্দেশ, রাসূল (স)-এর Practice এবং পরবর্তী মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয়। ইসলামের স্বর্ণ যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে আমরা দেখতে পেয়েছি এর সুফল। মানুষ কতটা শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা পেতে পারে ইসলামী সমাজে। যা আর কোনো সমাজে কল্পনাও করতে পারবে না। হযরত ওমর (রা)-এর বর্ণনা, 'ফোরাতের কুলে যদি একটা কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে ওমরকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।' কী অনুভূতি! কী সুন্দর উক্তি! তাই তো আমরা দেখি, খলিফা হওয়ার পর প্রজা সাধারণের সার্বিক অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্যে তিনি রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেন। খুঁজে ফিরতেন দুঃখীর দুঃখ। দূর করার চেষ্টা করতেন সে দুঃখ। এদের একটাই পরিচয় ছিল। তারা প্রজা- সেই দেশেরই বাসিন্দা। যেখানে শত্রু-মিত্র বা মুসলিম-অমুসলিমের কোনো পার্থক্য ছিল না। এটাই ছিল ইসলামের প্রকৃত রূপ। ইতিহাসে ইসলামের এই যুগের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। যা অন্য কোনো সমাজে কল্পনাও করতে পারে না। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে যা কখনো সম্ভব নয়। ইউরোপীয় সমাজে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার ফলে যে নৈতিক দেউলিয়াপনার শিকার হয়েছে তার কিছু প্রমাণ এখন মিলছে তাদের সামাজিক চিত্রে। তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আমি ওদিকের আলোচনায় যেতে চাই না। শুধু দুঃখ পাই যে, তথাকথিত মুসলিম নামধারীগণ যখনই ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। কুরআন-হাদীস তারা পড়েন না। অথচ ইসলামের সমালোচনায় তারা সোচ্চার। ইসলাম তাদের কাছে বিয়ে-শাদি, মিলাদ-জানাযার বাইরের কোনো বস্তু নয়। মরে গেলে মাওলানা সাহেব ডেকে খতম পড়িয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ। অথচ সমাজতন্ত্রের নাড়ি-নক্ষত্র তাদের জানা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হওয়ার পরও তার প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন যে, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে জঙ্গিবাদের উত্থান হবে।

www.pathagar.com

কথাটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ, এখনো আমাদের দেশে কুরআন-হাদীস পড়া এবং বাস্তবে মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী অনেক লোক আছে। যখন তাদেরকে বৈধভাবে ইসলামের রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না তখন তারা কী করবে? প্রবহমান একটা ধারাকে বাধাগ্রস্ত করলে প্লাবন সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করলেও তেমনি জঙ্গিবাদের উত্থান হবে। প্রশ্ন করা হয়েছে, এতদিন ধর্মীয় রাজনীতি চালু থাকা সত্ত্বেও জঙ্গিবাদের উত্থান হলো কেন? হয়েছে এ জন্যে যে, ধর্মীয় রাজনীতির তথা ইসলামের সঠিক শিক্ষা না থাকায় কিছু অতি উৎসাহী অর্ধশিক্ষিত অভাবগ্রস্ত যুবককে টাকার বিনিময়ে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছিল, তাই তারা ছিল অপরিণামদর্শী। ইসলামের শত্রুরা তাদেরকে ব্যবহার করেছিল ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার জন্য। ইসলামের প্রকৃত কাজকে খতম করার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, প্রকৃত আলেম-ওলামাসহ ইসলামী দলগুলো এ ষড়যন্ত্র টের পেয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার ফলে এদের দলবলসহ গ্রেফতার এবং পরিণতিতে ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আসলে ইসলাম যে কত কল্যাণকর তা বোঝার সুযোগ আমাদের দেশের মানুষের হয়নি। একটা ঘড়ির যেমন একটি খণ্ডিত অংশ পুরা ঘড়ির Purpose serve করতে পারে না, পারে সঠিক সময় দিতে তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের শুধু খণ্ডিত কিছু Practic-ও পারে না সমাজে প্রকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করতে।

ইসলামের নামে বিভিন্ন দল আছে। কথাটা ঠিক। কিন্তু মাপকাঠিও তো আমাদের কাছে আছে। কুরআন ও সুন্নাহ-এর মাপকাঠি। কারো কথায় প্রভাবিত হয়ে নয় বরং আন্তরিকতা এবং প্রকৃত দেশপ্রেম নিয়ে- দেশের কল্যাণ চিন্তায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে প্রকৃত কল্যাণকামী দলটিকে। আজ বাংলাদেশের রাজনীতিকদের এতো দুর্গতি হতো না যদি দেশপ্রেম আমাদের সত্যিকারেই থাকত। আমি দার্শনিক লেখক বার্নাড শ'র উক্তি 'দেশপ্রেম হলো স্কাউন্ড্রেলদের শেষ আশ্রয়।' আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলছি, দেশপ্রেম ঈমানেরই অংশ। যে যে দেশে জন্মেছে সে দেশের কল্যাণ চিন্তা তাকেই করতে হবে। ধর্ম শেষ আশ্রয় নয়। বরং ইসলামকে ধর্ম বললে এটাই প্রথম অবলম্বন। যা না জানলে হোঁচট খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দৈনিক সংগ্রাম : ১১ আগস্ট, ২০০৭

www.pathagar.com

একটি গল্প-কিছু বাস্তবতা

'Radiant Reading' Book Two-তে একটা গল্প আছে। গল্পের নাম Daniel and the Lions. গল্পটা Book of Daniel থেকে নেওয়া। গল্পটা এ রকম : অনেকদিন আগে ব্যবিলনে একজন খুব ভালো লোক বাস করতো। তার নাম ছিল ডেনিয়েল। যখন সে খুব ছোট ছিল তখন জুদা শহর থেকে তাকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয়। ব্যাবিলনে সে ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। সব মানুষই তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। কারণ সে খুব বুদ্ধিমান এবং খুবই ভালো মানুষ ছিল এবং সে একজন সত্যিকার খোদাভক্ত মানুষ ছিল।

রাজা ডারিয়াস যখন সে দেশের রাজা, তখন তিনি একশত বিশ জন রাজকুমারকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এদেরকে দেখাশুনার জন্য তিনি তিন জনকে প্রধান হিসেবে নিযুক্তি দেন। ডেনিয়েল এই প্রধান তিনজনের একজন ছিলেন। কারণ রাজা জানতেন যে, ডেনিয়েল বুদ্ধিমান এবং খুব ভালো এবং সবাই বলত যে, রাজার চিন্তা ছিল ডেনিয়েলকে গোটা রাজ্যেরই প্রধান করা হবে।

অন্যান্য রাজকুমারগণ ডেনিয়েলের দোষ খুঁজে বেড়াত। কিন্তু ডেনিয়েলের কোনো দোষই পেত না। কারণ তিনি তার কাজে অত্যন্ত দক্ষ, আন্তরিক এবং বিশ্বাসী ছিলেন। কেউই তার কাজে কোনো দোষ আবিষ্কার করতে পারত না। তখন তারা পরামর্শ করল যে, আমরা ডেনিয়েলের বিরুদ্ধে কোনো দোষই খুঁজে পাচ্ছি না। সে খুবই খোদাভক্ত। আমরা তার খোদার বিরুদ্ধেই কিছু করি।

তখন সবাই মিলে রাজার কাছে গেল এবং বলল, আমরা সব গভর্নরগণ মিলে আপনার কাছে এসেছি একটি আইন তৈরি করার জন্য। আইনটা হলো, ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কেউ, যেকোনো খোদার ইবাদত করবে তাকে সিংহের গর্তে দেওয়া হবে। হে রাজা! আপনি এই আইনে সই করে দেন। যাতে সবাই জানতে এবং বুঝতে পারে যে এই আইন লঙ্ঘন করা যাবে না।

সবাই বলাতে রাজা ডারিয়াস সেটাতে সই করলেন। ডেনিয়েল যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন তিনি তার বাসায় গেলেন। তার রুমের জানালাটি জেরুসালেমের দিকে ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জেরুসালেম সেই শহর,

www.pathagar.com

যেখানে তার নিজের জনগণ এবং তার খোদা আছেন। তিনি জানালাটি খুলে দিলেন। সেখানে তিনি খোলা জানালার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তার খোদার ইবাদত করলেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সব মানুষ এটা দেখল। অন্যান্য সময়ের মতোই তিনি দিনে তিনবার এ রকম করলেন। এ ব্যাপারে কোনো ভয়ই তাকে স্পর্শ করল না।

যেসব লোকেরা তাতে হিংসা করতো এবং তার দোষ খুঁজে বেড়াত তারা ডেনিয়েলের ইবাদত দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে গেল। তারা রাজাকে তার নতুন সই করা আইনের কথা মনে করিয়ে দিল। যেখানে বলা হয়েছে, যে কেউ ত্রিশ দিনের মধ্যে কোনো খোদার ইবাদত করবে তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে। তখন রাজা বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। আইনের কোনো পরিবর্তন হবে না। তারা তখন বলল, ডেনিয়েল যাকে জুদা থেকে বন্দী হিসেবে আনা হয়েছিল সে আপনার জারি করা আইনের প্রতি কোনো সম্মান না দেখিয়ে দিনে তিনবার তার খোদার ইবাদত করে। রাজা ডারিয়াস একথা শোনার পর খুবই মর্মাহত হলেন, এমন একটা আইনে সই করার জন্য। সারাদিন তিনি চিন্তা করলেন যে, কেমন করে ডেনিয়েলকে এর থেকে বাঁচানো যায়। কিন্তু রাজকুমাররা সবাই তাকে বলল যে, এটা জনগণের আইন। জনগণ এ আইন বদলাবে না।

অবশেষে রাজা নিরুপায় হয়ে ডেনিয়েলকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ডেনিয়েল সিংহের গর্তে যাওয়ার আগে রাজা ডারিয়াস তাকে বললেন, যে খোদার ইবাদত তুমি সব সময় কর সেই খোদাই তোমাকে রক্ষা করবেন। ডেনিয়েল গর্তে ঢোকার পর লোকজন একটা বড় পাথর এনে গর্তে চাপা দিল এবং রাজা ডারিয়াস নিজে গর্তের মুখ সিল করে দিলেন। এরপর অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজা তার রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। রাতে তিনি খাবার খেতে পারলেন না এমনকি ঘুমাতেও পারলেন না। পরদিন তিনি খুব সকালে উঠলেন এবং দ্রুত সিংহের গর্তের কাছে গেলেন। অত্যন্ত কষ্টে এবং ভয়ের সাথে তিনি জোরে জোরে ডেনিয়েলকে ডাকতে থাকলেন এবং বললেন, যে খোদার ইবাদত তুমি সব সময় করেছ সেই খোদাকি তোমাকে রক্ষা করতে পেরেছেন? তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ডেনিয়েলের গলার স্বর শুনতে পেলেন। সে বলছে, হে রাজা! আমার খোদা ফেরেশতা পাঠিয়ে সিংহের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ আমার

www.pathagar.com

খোদা জানেন, আমি কারও কোনো ক্ষতি করিনি বা কোনো অন্যায় কাজ কখনো করিনি। তখন রাজা অত্যন্ত আনন্দের সাথে হুকুম দিলেন ডেনিয়েলকে সিংহের গর্তের বাইরে নিয়ে আসার জন্যে। তাকে গর্তের বাইরে আনার পর দেখা গেল যে, তার একটা চুলও পর্যন্ত সিংহ স্পর্শ করেনি। কারণ সে তার খোদার উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিল।

এরপর রাজা ডারিয়াস তার রাজ্যের সব প্রজাদের জন্য আর একটি আইন জারি করলেন। সেটি ছিল এই যে, তার রাজ্যের সব প্রজাগণ ডেনিয়েলের খোদার ইবাদত করবে। তিনি সদা জাগ্রত, চিরন্তন এবং তার ইবাদত করলে এ সাম্রাজ্য কখনো ধ্বংস হবে না। কারণ তিনি এত শক্তিশালী যে, ডেনিয়েলকে সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

এটি একটি গল্প। তাও মুসলমানদের নয়। কিন্তু এ থেকে কি আমাদের জাতির কিছুই শেখার নেই? হয়ত বা রাজা ডারিয়াসের মতো মমত্ববোধ আমাদের শাসকদের নেই। হয়তো বা ডেনিয়েলের মতো সিংহের হাত থেকে বাঁচার ঘটনাও বর্তমান যুগে ঘটবে না। কিন্তু বাস্তবতা কি অস্বীকার করা যায়?

কিছু বামপন্থি দল ইলেকশন কমিশনে এসে জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন না দেওয়ার সুপারিশ করছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের জোর দাবি জানাচ্ছে। কেন? কারণ জামায়াতে ইসলামী একটি সত্যপন্থি দল। এ দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র আছে। এরা গঠনতন্ত্র মেনে চলে। এ দলের নেতা-কর্মীরা সৎ। দুর্নীতির দায়ে এদেরকে আটকানো যায় না। এরা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে। সর্বোপরি, গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আদর্শের অনুসরণে এরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এদের রয়েছে। আল্লাহর কাছে সব কাজের জবাবদিহিতার অনুভূতির কারণেই আল্লাহর দেওয়া নির্দেশাবলির কঠোর অনুসরণ জামায়াতের সর্বপর্যায়ের নেতা কর্মীকে করতে হয়। So Called রাজনীতির জন্যে রাজনীতি এ দলের লক্ষ্য নয়। বরং দুনিয়ার কল্যাণের জন্য এ দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আইনের সার্বিক বাস্তবায়নই-এ দলের লক্ষ্য। এটা শুধু কাগজি কথা নয়। বরং বাস্তবে এদেশের জনগণ এর প্রমাণ পেয়েছে। যারা বিরোধিতা করছে, তাদেরও না জানার কথা নয়। এরপরও তারা বিরোধিতা করছে।

আমরা মুসলমান। আল্লাহকে আমরা অস্বীকার করি না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নাম। ইসলাম শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে যা কিছু আল্লাহ বলেছেন এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) যা কিছু করেছেন তা সবই ইসলাম। এর মধ্যে যেমন আছে অর্থনীতি, সমাজনীতি তেমনি আছে রাজনীতিও। কোনো একটা বাদ দিলে ইসলাম সম্পূর্ণ হলো না। যারা রাজনীতি থেকে ধর্ম বাদ দিতে চান তাদের ভাবা দরকার এরপরে তারা কোন্ পরিচয়ে দুনিয়াতে পরিচিত হবেন? দুনিয়াতে সব কাজেরই জবাবদিহিতা থাকতে হয়। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার যদি অভাব থাকে তাহলে মানুষ কত দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে তা আমাদের সবার সামনেই আছে। আজ দেশ-আমার বাংলাদেশ চরম সংকটে পতিত। রাজনৈতিক সংকটের সাথে সাথে 'সিডরের' আক্রমণ একেবারে মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো। এমতাবস্থায় সবারই সুস্থভাবে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করার দরকার। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া কিছুতে কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই আমি এটা বিশ্বাস করি, জামায়াতে ইসলামীকে আল্লাহ হেফাযত করবেন। শুধু প্রয়োজন এর সর্বস্তরের জনশক্তির আরও দৃঢ় ঈমান এবং সেই অনুযায়ী আমলে সালেহর। কখনও অন্যায় করা যাবে না। কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখছেন, আল্লাহর কাছেই রয়েছে এসব কাজের সর্বোত্তম পুরস্কার। এ কাজ করতে যেয়ে যেমন ডেনিয়েল সিংহের গুহাকে ভয় পায়নি তেমনি জামায়াতে ইসলামীর কর্মী বাহিনীও কোনো যুলুম ও নির্যাতনকেও ভয় পায় না, পাবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা : ৭ ডিসেম্বর, ২০০৭

www.pathagar.com

অথঃ সাংবাদিকতা সমাচার

একটা প্রবাদ আছে, 'মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়'। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কুৎসা গাইতে গাইতে যখন কথা খুঁজে আর পাওয়া যায় না তখন শুরু হয় ব্যক্তির ওপর হামলা। হ্যাঁ, বলছিলাম একটি দৈনিকের প্রকাশিত নিজস্ব প্রতিবেদকের একটি খবরের কথা। 'চট্টগ্রামে স্কুলের প্রশ্নপত্র: মাওলানা নিজামীর দেশপ্রেম'। এ হেডিং-এ খবরটি পরিবেশন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রটি অষ্টম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের। প্রশ্নটি এরূপ: 'নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। মাওলানা নিজামী সাহেব রিয়াজউদ্দীন বাজারের আজমির ক্লথ স্টোরে গিয়ে বললেন, আমাকে একটি শাড়ি কাপড় দিন। দোকানদার দোকান থেকে দুটি শাড়ি কাপড় এনে বললেন, হুজুর এ দুটো খুব ভালো ইন্ডিয়ান কাপড়, নিজামী সাহেব বললেন, আমি ইন্ডিয়ান কাপড় চাই না। আমাকে ভালো দেশি কাপড় দিন। দোকানদার ভালো দুটি দেশি কাপড় দিলেন এবং বললেন, হুজুর আপনার মতো যদি সবার দেশপ্রেম থাকত, তাহলে আমরা অনেক উন্নতি করতে পারতাম।' এরপর ক, খ, গ, ঘ চারটি প্রশ্ন।

জামায়াতে ইসলামীকে খাটো করার জন্যই এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিবেদনটি পড়ে আমার মনে হয়েছে জামায়াতের কেউ কি এ ধরনের প্রশ্ন করবে? আমি জামায়াতে ইসলামীকে যতটুকু জানি, তাতে এ সংগঠনের কোনো পর্যায়ের কেউই এ ধরনের প্রশ্ন করবে না। যারা জামায়াতকে খাটো করতে চায় এটা তাদেরই কাজ। এ প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এ প্রশ্নপত্র দেখে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অভিভাবকেরা প্রথম আলোর চট্টগ্রাম কার্যালয়ে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শাস্তি দাবি করেন। শিক্ষক মোঃ ওয়াহিদুল হক নূরী আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, 'আমার নামও নিজামী ছিল। বাবা তা পরিবর্তন করে নূরী রেখেছেন। আমার পরিবারের কয়েকজনের নাম নিজামী, ওই কারণে আমি প্রশ্নপত্রে মাওলানা নিজামী নাম ব্যবহার করেছি। এই কথাগুলো একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকর অন্যদিকে তেমনই পরস্পর বিরোধী। শিক্ষক মোঃ ওয়াহিদুল হক বললেন, তার নাম নিজামী ছিল, বাবা তা পরিবর্তন করে নূরী রেখেছেন। তার অর্থ তিনি নিজামী নাম অত্যন্ত অপছন্দ করেন। হয়তোবা (নিশ্চয়ই) তিনি

www.pathagar.com

প্রচণ্ডভাবে জামায়াতবিদ্বেষী। জামায়াতের আমীরের নামের সাথে নিজামী থাকার কারণেই তিনি তার পুত্রের নাম পরিবর্তন করে নূরী রেখেছেন। এখনও শিক্ষক সাহেব তার পিতা প্রদত্ত নামই ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনিও জামায়াতবিদ্বেষী। মাঝখানে একটা প্রশ্ন করার অবকাশ রয়ে যায়, তার নাম নিজামী রেখেছিল কে? নাম তো পিতামাতাই রাখেন। শিক্ষক সাহেবের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তার পরিবারের অনেকের নামই নিজামী। এ কারণেই তিনি প্রশ্নপত্রে নিজামী নাম ব্যবহার করেছেন। তাহলে নিজামী কি তার পারিবারিক খেতাব?

আমি শুনেছি চট্টগ্রামের একটি বিশেষ এলাকার লোক খেতাব হিসেবে নিজামী লেখে। এর মধ্যে বহু আলেম-ওলামাও রয়েছেন। তারা এখন কী করবেন? আর পত্রিকার প্রতিবেদকই বা কী করে নিশ্চিত হলেন যে, এটা জামায়াতের আমীরের নাম। এটা কি তবে ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রোশ থেকে পত্রিকায় প্রকাশ করলো?

যাই হোক, একজন ব্যক্তিকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তার নাম ব্যবহার করা আবার পত্রিকায় বড় হেডিংয়ে প্রকাশ করা কোন্ ধরনের গণতন্ত্র তা আমার জানা নেই। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই আছে। মাওলানা নিজামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে এমন কোনো অপরাধ করেননি যে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা যায়। তিনি সমাজের একজন অত্যন্ত সম্মানিত আলেমে দীন। যাঁর সুনাম সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। একজন সফল রাজনীতিবিদ হিসেবেও যার পরিচয় কারও অজানা নয়। বিশেষ করে তিনি যে দলের আমীর সে দলের অসংখ্য বইপুস্তক রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর বিশাল কর্মীবাহিনী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তারা এদেশে জন্মলগ্ন থেকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। এদের দেশপ্রেম প্রচারের জন্য কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিসহ সমস্ত দেশবাসীরই জানা। কাজেই এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে জনগণের হাসির খোরাক যোগান ছাড়া আর কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না।

অন্য একটি পত্রিকায় এসেছে, পুরো প্রশ্নপত্রটি করা হয়েছে জামায়াত ও শিবিরের দলীয় সিলেবাসের আলোকে। এখানে হেডিং করা হয়েছে 'চট্টগ্রাম স্কুল শিক্ষকের

www.pathagar.com

কাণ্ড- পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নিজামী ও ইসলামী ব্যাংকের ভূয়সী প্রশংসা।' পত্রিকার পুরো রিপোর্ট তুলে দিয়ে আমি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। কিন্তু কিছু কথা না বললেই নয়। সুদ ঘুষ এগুলো কি ভালো? আমাদের দেশে সুদি ব্যাংক আছে। কিন্তু সুদ হারাম এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। ইসলামী ব্যাংক সুদবিহীন ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করেছে। দেশের মুসলমান তথা ইসলামপ্রিয় জনগণ মনে করে এটা তাদের জন্য একটা নেয়ামত। সুদ থেকে তারা বাঁচতে পারছে। অনুরূপভাবে ঘুষের কারণে সাধারণ জনগণের নাজেহালের অবস্থাও কারও অজানা নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ হেদায়াত আল কুরআনে যা হালাল করা হয়েছে তা আমাদের হালাল হিসেবে জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে, আর যা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম হিসেবেই মানতে হবে এবং পরিত্যাগ করতে হবে। যদি সেটা আমাদের নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তাহলেও। কিন্তু এটাকে জামায়াত-শিবিরের সিলেবাসের কথা বলে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই তা কি আমরা ভেবে দেখেছি?

'নেই কাজ তো খই ভাজ'– আমার মনে হয়, এসব সাংবাদিক ভাইদের একটা কিছু তো করতে হবে। তাই তারা কাজের কাজ না করে অকাজ করে বেড়ান– এ সংবাদগুলো এটারই নমুনা।

দৈনিক সংগ্রাম: ২ নভেম্বর, ২০০৯

www.pathagar.com

নারীদেরকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে

'নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সম্মেলনে' বক্তারা বলেছেন, 'পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে নারীকে বাধাগ্রস্ত করে। সমাজ এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্র, কোথাও নারীর জন্য সাংবাদিকতা পেশাকে বিকশিত করার সুযোগ নেই। এ জন্য নারী সাংবাদিককে প্রতি মুহূর্তে নিজের দক্ষতা যোগ্যতা প্রমাণ করে অবস্থান তৈরির লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে।

১৬.০৫.২০০৪ বোরবার 'বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের প্রথম সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। নাসিমুন আরা মিনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম, কলামিস্ট এবিএম মুসা, অন্যান্য সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, সিতারা মুসা প্রমুখ।

খবরটিতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যদিও বিষয়টি অনেক পুরানো তবুও নতুন করে ভাববার আছে। নারী সাংবাদিক কেন্দ্রে যেখানে নারীরা পুরুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন সেখানে পুরুষ বক্তা। পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশ যদি বদলাতে হয় তবে হতে হবে নারীতান্ত্রিক দেশ। তখন আবার পুরুষ ভাইয়েরা বন্ধুরা লড়াইয়ে নামবেন না তো? কিন্তু লড়াই করবেন কী করে। Already তো পুরুষ বন্ধুরা নারীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পুরুষ তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। আমি জানি না 'তাহারা বুঝিয়া বলেন না না বুঝিয়াই বলেন।' যদি বুঝে-শুনে বলেন, তবে এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ আসে। কেননা বুঝে কেউ আপন পায়ে কুড়াল মারে না। যদি মারে তবে বুঝতে হবে অন্য কোনো মতলব আছে।

এটা ঠিক, শুধু আমাদের দেশেই নয় বরং গোটা বিশ্বেই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। নারীরা শারীরিক দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে দুর্বল। বিশ্বজুড়েই তাই সবলের অত্যাচার দুর্বলের ওপর। কিন্তু যতই সংগ্রাম করুক, নারীতো আর পুরুষ হতে পারবে না। দুনিয়াটাকে পারবে না বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের নারীস্থান বানাতে! এছাড়া আমরা দেখতে পাই নারীজাতি অর্থাৎ মেয়েরা সব সময়ই ছেলে বা ভাইয়ের পক্ষ নেয়। পারিবারিক জীবনে যখন দাম্পত্য কলহ হয় তখন খুব কম মা-বোনকেই পুত্রবধূ বা ভাবীর পক্ষ নিতে দেখা যায়। অধিকাংশ মায়েরই

www.pathagar.com

অভিযোগ থাকে, আমার সোনার টুকরা ছেলেকে বৌটা নষ্ট করল। অথবা আহারে! আমার ভাইটা এত ভালো ছিল ভাবীর কারণেই দূরে সরে গিয়েছে।

আসলে তান্ত্রিক ফর্মুলা দিয়ে দুনিয়া চলে না। দুনিয়াটা নারী-পুরুষের সম্মিলিত বাসস্থান। শুধু নারী দিয়েও দুনিয়া চলে না আবার চলে না শুধু পুরুষ দিয়েও। কাজেই লড়াই কেন? হাতে হাত মিলিয়ে চলা যায় না? হওয়া যায় না একে-অপরের পরিপূরক? বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মানুষের মালিক, প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মিলেমিশে সুন্দর সন্ত্রাসহীন, পক্ষপাতহীন, বিবাদ-বিসংবাদমুক্ত সমাজ গড়ারই আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্র কালামে পাক-এ। 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোক পরস্পর বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা তাওবা: ৭১)

মূলত শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মূলকথা হলো নারী-পুরুষকে মুমিন হতে হবে। সম্মেলনে বক্তারা নারীদের সাংবাদিকতা চর্চার ভয়াবহ প্রতিকূলতার বর্ণনা করে বলেন, সবকিছুতেই না।' কেন না করা হতো? নারীদের মান-সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য করেই না বলা হতো। এখনো সে অবস্থার উন্নতি হয়নি। হ্যাঁ বলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। নারীদের শিক্ষা বেড়েছে, প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়েছে। কিন্তু তুলনামূলক হারে বেড়েছে ধর্ষণ-যৌন হয়রানি। সাংবাদিকতায় কেন, কোনো পেশাতেই বাধা নেই। নারীরা সবই করতে পারে; কিন্তু ইসলামের দেওয়া গণ্ডির মধ্যে থেকেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা একা একা ভ্রমণ করেছে। কোথাও সম্ভ্রমহানি হয়নি। এখনো হজ্জে বা ওমরায় গেলে দেখা যায়, মক্কা-মদীনা কোথাও নারীদের চলা-ফেরায় সমস্যা নেই। ধর্ষণ, হয়রানির ঘটনা সেখানে ঘটে না। অথচ আমেরিকার মতো সুসভ্য দেশে শত শত এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। মানুষ পশুত্বের কোন স্তরে নামলে বন্দীদের যৌন হয়রানি করতে পারে– ইরাকের আল গারিব কারাগার তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ অবস্থাকে সামনে রেখেই কুরআন মাজীদে সূরা ত্বীনে এসেছে, 'আমরা মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। পরে আমরা তাকে উল্টা ফিরিয়ে সর্বনিম্নে পৌঁছে দিয়েছি। সে লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে। 'ঈমানের অভাবই মানুষকে পশু বানায়। বর্তমানে ঈমানের সংজ্ঞা মুসলমানদের কাছেও বড় অস্পষ্ট। ঈমান আনলে শুধু নামায, রোযা করলেই হয় না বরং সামগ্রিক জীবনে মানুষের জন্যে কল্যাণকর হওয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবি। সূরা মাউনে বলা হয়েছে, 'তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে দীনকে অস্বীকার করে? এরা তো সেই লোক, যে ইয়াতিমকে ধাক্কা

www.pathagar.com

দেয়, মিসকিনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।' অর্থাৎ ঈমান এমন একটা বীজ, যা থেকে উৎপন্ন হয় সুন্দর বৃক্ষ। যা কল্যাণ করতে পারে সমগ্র বিশ্ব মানবতার। আর যে সমাজের মানুষ এভাবে ঈমান এনেছে আর সে অনুযায়ী তার চরিত্রকে সংশোধন করে নিয়েছে সেখানে কেন নারীদেরকে আতঙ্কিত থাকতে হবে? সাংবাদিকতায়ই বা কেন নারীরা এগিয়ে আসতে বাধাগ্রস্ত হবে? সেমিনারে বক্তারা বলেন, নারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে– অযোগ্যতা নিয়ে তো আর অধিকার আদায় করা যায় না। তবে লড়াই নয়; পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে এলে চলার পথ আরও সুন্দর ও সহজ হবে।

দৈনিক সংগ্রাম: ২০ মে, ২০০৩

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া- পর্দা এবং নারীমুক্তি

নারীমুক্তির অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়া চিরস্মরণীয়। বেগম রোকেয়ার ছবিটি যেটা সাধারণ্যে প্রচার করা হয় তা অত্যন্ত শালীন সুন্দর। একটি সুন্দর রুচিবোধের পরিচায়ক। কিন্তু যারা তাকে অনুসরণ করে নারীমুক্তি আন্দোলন করছে তারা বেগম রোকেয়াকে অন্যভাবে চিত্রিত করতে চাইছেন। তিনি যে সমাজে জন্মেছিলেন সে সমাজে পড়ালেখা করে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এতটা সহজ ছিল না। তিনি নিজের প্রতিভাবলে যোগ্যতায় নিজেকে শুধু বিকশিতই করেননি বরং প্রতিষ্ঠিত করেছেন নারীমুক্তির দূত হিসেবে। নারীকে পুরুষের ভোগের উপকরণ হিসেনে নয় বরং স্বাধীন সত্তায় তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ তিনি দেখিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন, শিক্ষা ছাড়া এটা সম্ভব নয়, তাই তিনি নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্য ফরয।' একথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছেন।

আসলে বেগম রোকেয়া সত্যকে বুঝেছিলেন আর এই বোঝার প্রতিফলনও পাওয়া যায় তার লেখনীতে। 'বোরকা' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন, 'তাহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলে। বলি, উন্নতি জিনিসটা কী? তা কি কেবল বোরকার বাইরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী কি ডুমুরনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।' তিনি বলেছেন, আমার তো বিশ্বাস অবরোধের সঙ্গে উন্নতির কোনো বিরোধ নাই।' বোরকাকে বেগম রোকেয়া অবরোধ বললেও আসলে তো এটা অবরোধ নয়। বরং এটা নারীর মর্যাদার প্রতীক। তিনি বোরকার পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'রেলওয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোনো ক্ষতি নাই।... রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিংবা বোরকার দরকার হয়।' তিনি বলেছেন, 'সকল সভ্য জাতিরই কোনো না কোনো রূপ অবরোধ প্রথা আছে।' তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, 'আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই। শিক্ষার অভাবে হইয়াছে।'

www.pathagar.com

মূলত পর্দা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পর্দা শুধু নারীর জন্য নয়। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। Structural difference-এর জন্য সীমানার পার্থক্য রয়েছে মাত্র। একটা সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, পবিত্র করার জন্য পর্দা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সভ্যতার জন্য তো বটেই। পোশাক মানুষকে সুন্দর করে। আদিম যুগে মানুষ পোশাক পরিধান করত না। পোশাক আধুনিকতারই আবিষ্কার। এই পোশাক সুন্দর হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কুরআনে পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব পরিষ্কার করে বলেছেন। বেগম রোকেয়ার এ ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল বলেই মনে হয়। পর্দা করা মানে এ নয় যে, ড্রামের মধ্যে মেয়েদেরকে ঢুকতে হবে। অথবা তাকে দেখতে একটা চলমান বস্তা মনে হবে। অশ্লীলতা রোধই পর্দার মূল লক্ষ্য। তাই বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।... ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম করিতে হইবে।... আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়ে আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।... বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা হইয়া থাকে। ইহাকে কিছুটা সুদর্শন করিতে হইবে।' পর্দা করে মেয়েরা সব কাজই করতে পারে। কারণ কাজ তো মানুষ করে হাত, পা, চোখ ইত্যাদি দিয়ে এবং চিন্তা করে মস্তিষ্ক দিয়ে। কাজেই অসুবিধা কোথায়?

কুরআনের কথাও তিনি গুরুত্ব দিয়েই বলেছেন, 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি: সভানেত্রীর অভিভাষণ'-এ তিনি বলেছেন, 'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুরআন শিক্ষা করা সর্বাধিক প্রয়োজন।... আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামির পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামি শিক্ষা হইতে বহু দূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কুরআনে পাওয়া যায়। আসলে তার মতো একজন জ্ঞানী মহিলার পক্ষে এ চরম সত্যটি না বোঝার কথা নয়। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন কুরআনিক শিক্ষার অভাবে আজ আমাদের এই নৈতিক দেওলিয়াপনা।

তথাকথিত নারীবাদীরা নারীমুক্তির কথা বলে বিভিন্নভাবে ইসলামকে দোষারোপ করে। কিন্তু নিজের চেহারা তারা আয়নায় দেখেন না। নারীকে তারা দেখতে চায় নয়ন ভরে। উপভোগ করতে চায়। নারী তাদের কাছে কেবল ভোগের বস্তু। আধুনিকতার নামে, প্রগতিশীলতার নামে নারীকে তারা ভোগ করতে চায়। এ জন্যেই কুরআনের শিক্ষা তাদের কাছে অসহ্য। পর্দা তাদের কাছে বোঝা এবং অবরোধ। প্রগতিশীল নারীবাদী লেখক হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, বাংলাদেশে প্রগতিশীলতার যে বিস্তার ঘটছে, তা প্রগতির জন্যে উদ্বেগজনক এবং নারীর

www.pathagar.com

জন্যে বিশেষভাবেই ভীতিকর। চারপাশে এখন কালো বোরকার ভৌতিক প্রচ্ছায়া দেখা যাচ্ছে। নারীদের এখন বেরোতে হয় আগের থেকে অনেক সাবধানে। নারী এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে নিজের শরীর ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়।... বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরকা পরে যে ছাত্রীরা আসে, তারা... বোরকা পরা বিবাহিত ছাত্রীরা কেউ বিয়ের আগে বোরকা পরত না। বিয়ে তাদের তুলে দেয় মধ্যযুগের হাতে। এতে তারা সবাই খুব পীড়িত বোধ করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা বাধ্য হয় মধ্যযুগকে মেনে নিতে। কিছু কিছু মেয়ের জন্য এটা এত পীড়াদায়ক যে তারা আক্রান্ত হয় মানসিক রোগে।

আধুনিক তরুণীদের মুখের উপর বোরকা চাপিয়ে তাকে কেমন বিকৃত করে দেওয়া হয়, তার কিছু অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। তার মধ্যে একটি কখনো ভুলবো না। কয়েক বছর আগে জাতীয় উদ্যানে বিভাগীয় বনভোজনে একটি ঝোপের মাঝে দুটি অত্যন্ত রূপসী আকর্ষণীয় প্রাণবন্তু তরুণী আমাকে ঘিরে ধরে। তারা জিজ্ঞেস করে, আমাদের চিনলেন স্যার? আমি তাদের চিনতে পারিনি। তখন তারা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, যে দু'জনকে আপনি ক্লাসে বোরকা পরা দেখেছেন, যাদের মুখ কখনো দেখেননি, আমরা সে দু'জন। আমি অত্যন্ত আহত বোধ করি এ জন্য যে, এমন সুন্দর প্রাণবন্ত দুটি তরুণী বোরকা চাপা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে নিষ্প্রাণ।... বনভোজনে এ তরুণী দুটি ছিল সবচেয়ে প্রাণবন্ত। তারা উদ্যানের নিসর্গের স্তরে স্তরে সেদিন প্রাণসঞ্চার করেছিল।'

এ রকম প্রাণ সঞ্চারইতো করাতে চান নারীবাদী পুরুষেরা। বোরকা তাদের সহ্য হবে কেন? নারীরা তো ভোগের জন্যই। হুমায়ুন আজাদের এই নিজের স্বপ্নই তো মৌলবাদের নামে পরিবেশন করেছেন তার সমস্ত সাহিত্যে। যা পড়তে বলতেও ঘৃণায় গা... রি রি করে ওঠে। বোরকাপরা মেয়ে দু'টির অনন্য রূপ তিনি বোরকার কারণে উপভোগ করতে পারছেন না এটা কি কম যন্ত্রণা? এ সুন্দরের (?) পথ ধরেই তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে ধর্ষণের সেঞ্চুরি। হয়েছে সুন্দরী মডেল কন্যা তিন্নি হত্যাসহ অসংখ্য খুন, ধর্ষণ আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। রাসূল (স) বলেছেন, 'তোমার লজ্জা নেই তো যা খুশি কর।' আসলে নির্লজ্জদের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। এ নির্লজ্জ টাউট বাটপারদের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই পর্দা বা বোরকার শুধু দরকার নয়, বরং তা অপরিহার্য অত্যাবশ্যক। আমি একদিন এক মেয়েকে দেখলাম বোরকা পরা। তাকে উৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন সে বোরকা পরেছে? সে বলল, 'আপা আমি

www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশ মানার জন্যে বোরকা পরিনি, পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে বোরকা পরেছি। 'নারীভোগী, লোলুপ এসব প্রগতির প্রবক্তা তথাকথিত নারীবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করেছে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরীনও তার বিভিন্ন বইয়ে। পর্দা নারীর জন্যে অবরোধ নয় বরং মুক্তির গ্যারান্টি। একটা সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ গড়ার পূর্বশর্ত। ধর্মের ঢোল নাকি বাতাসে বাজে। তাই অশ্লীলতার সূতিকাগৃহ এফডিসিতেও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। সিনেমা শিল্পী- যারা অশ্লীলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তারাও দাবি তোলে অশ্লীলতা মুক্ত চলচ্চিত্রের। কাজেই আবারও আমি সুধীজনকে ভেবে দেখতে বলি, নারীমুক্তির অগ্রপথিক বেগম রোকেয়ার কথাগুলো। ফিরে আসতে বলি কুরআনের পথে। যে পথ শান্তির, কল্যাণের। পুরুষতন্ত্র-নারীতন্ত্রের ধুয়া তুলে কেবল অশান্তিই বাড়ানো যাবে। কোনো সমাধানে আশা যাবে না।

www.pathagar.com

একজন মা বলছি

আমি একজন মা। স্বাভাবিকভাবেই আমি দুনিয়ার অন্যান্য মায়ের মতো সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ চাই। সন্তান সমস্ত অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকুক এটা আমার সবসময়ের প্রার্থনা। সন্তানের কোনো ভালো খবর শুনলে খুশিতে বুক ভরে যায়। চোখে আনন্দাশ্রু বইতে থাকে। তেমনই কোনো দুঃসংবাদ শুনলে মন কষ্টে জর্জরিত হয়। দুঃখ-বেদনায় চোখে অশ্রু প্লাবিত হয়। এটা কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়। সব মাকেই আল্লাহ এ অনুভূতি দিয়েছেন। তা না হলে সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে প্রসব, লালন-পালন ইত্যাদি পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে মা যে কষ্ট করেন এটা দুনিয়ার সব মানুষই জানে। এর স্বীকৃতিও আল্লাহ তাআলা কুরআনে দিয়েছেন– 'তারা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তোমাদের লালন-পালন করেন।' এরপরও দেখেন, মা কখনো এ কষ্টকে কষ্ট হিসেবে মনে করেন না। বরং সন্তানের জন্য কষ্ট করতে আনন্দ অনুভব করেন। সন্তান না থাকলে সন্তানহীনা একজন মহিলা যে কষ্ট অনুভব করেন তা অবর্ণনীয়।

এই মা কখনো সন্তানের খারাপ চায় না। আমিও চাই না। আর চাই না বলেই আমার ছেলেরা ছাত্রশিবির করুক এটা আমি অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে কামনা করি। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, ছাত্রশিবিরই বর্তমান সমাজের নৈতিক, চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে আমার ছেলেদেরকে বাঁচাতে পারবে।

আমরা সবাই জানি বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা। টেলিভিশনে প্রতিনিয়ত যা দেখানো হয় তাতে যৌন সুড়সুড়ি ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। প্রেম-ভালোবাসা, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশায় ভরপুর। পোশাক-পরিচ্ছদের কথা নাই বা বললাম। মোবাইল টেলিফোন এটাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে ইত্তেফাক পত্রিকায় বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। মোবাইল টেলিফোনের এহেন ভূমিকার ব্যাপারে বিভিন্ন কোম্পানি Package-এর মাধ্যমে ন্যূনতম খরচে মোবাইল রাতভর ব্যবহারে offer দিয়ে আরও সুযোগ করে দিয়েছে। বিভিন্ন নগ্ন ছবির মাধ্যমে Massage করে যত খারাপ হওয়া যায় সবটাই তারা করছে। ইন্টারনেটের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরপর মাদকদ্রব্য তো একেবারে

www.pathagar.com

হাতের নাগালে। পয়সারও অভাব নেই। বর্তমান রাজনীতিতে ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি হিসেবে ছাত্রসমাজকে ব্যবহারের জন্য টাকা পয়সা তাদের জন্য সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। অস্ত্রও পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। এত কিছুর পর বলুন, একজন মা হিসেবে কী করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়? প্রতিনিয়ত বুক আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে, না জানি কখন কোন দুঃসংবাদ আসে।

দুনিয়ার এসব অন্যায় থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটাই মাত্র পথ আছে, সেটা হলো আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান থেকে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। ইসলাম ৩টি মৌলিক বিশ্বাসের কথা বলেছে– ১. তৌহিদ, ২. রিসালাত, ৩. আখিরাত। তৌহিদ অর্থ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। না দেখা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশিত পথে চলা। তিনি যা হুকুম করেছেন তা করা, যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। রিসালাতের অর্থ আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা। নবী-রাসূলগণ সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত মানুষ। তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে, মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে। যুগে যুগে তাই নবী-রাসূলগণ এসেছেন মানবজাতিকে সঠিক পথে চালানোর জন্য। শেষ নবী মুহাম্মদ (স) সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। মানবতা মনুষ্যত্বের একমাত্র আদর্শ। তাকেই অনুসরণ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো-এ দুনিয়ার জীবন একমাত্র জীবন নয়। এ জীবনের পর আর একটি জীবন রয়েছে। সেখানে দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব-নিকাশ হবে। হিসাব-নিকাশে নেকির পাল্লা ভারী হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে আর বদির পাল্লা ভারী হলে জাহান্নামে যেতে হবে। সেখান থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।

এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস একজন মানুষকে দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় অন্যায় খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেরা কী করে না করে, বাবা-মা-শিক্ষক অনেকেই সেটা টের পান না। তখন যদি তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান সক্রিয় থাকে তাহলে তারা অন্যায় পথ থেকে ফিরে থাকতে পারে। আর এই ঈমানকে সক্রিয় করার কাজটাই করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। তারা সাধারণ ছাত্রকে আল্লাহর পথে আসার জন্য আহ্বান জানায়। কুরআন হাদীস পড়তে দেয়। নিয়মিত নামায পড়ার প্রশিক্ষণ দেয়। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় হারাম কাজ বর্জন করার তাগিদ দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী ছাত্রশিবিরের চরিত্র গঠনের এই কাজগুলোর প্রচার হয় না। করার কেউ নেই। বরং উল্টোটাই প্রচার হয়। শিবির সন্ত্রাসী, রগ

www.pathagar.com

কাটার দল ইত্যাদি। গত বৃহস্পতিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) Daily Star এ প্রথম পাতায় শিবির এর একটি কার্টুন ছাপা হয়েছে। রগ কাটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আসলে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শুধু মিথ্যাচারই নয় বরং এটা একটা বড় ষড়যন্ত্র। আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ যদি নৈতিক চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তাহলে বিদেশি আধিপত্যবাদী ইসলামবিরোধী শক্তি আমাদেরকে ব্যবহার করতে পারবে না। আর নৈতিক চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। তাই আধিপত্যবাদী শক্তি আমাদের এদেশী কিছু স্বার্থান্বেষী দোসরদের মাধ্যমে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচারে নেমেছে। দুর্ভাগ্যবশত মিডিয়া তাদের হাতে। কাজেই খুব সহজেই Negative প্রচারণা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আর একটা প্রবাদ আছে First impression last long এ ধারণা পাল্টানো কঠিন। এছাড়াও গোয়েবলসের একটা থিওরি আছে যে, মিথ্যা কথা একশ' বার বলে মানুষ এটাকে সত্য মনে করবে।

শিবিরকে শুধু শিবির বলা হয় না। বলা হয় জামায়াত-শিবির। এই জামায়াত বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এদেশে কাজ করছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে একমাত্র পরীক্ষিত বিশ্বাসযোগ্য দল। বিরোধিতার জন্যে বিরোধিতা ভিন্ন কথা। কিন্তু এ দলের সঙ্গে চলা কেউই এটা অস্বীকার করতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী এমপি হয়েও এরা কোনো দুর্নীতি করেনি এটা খুব বেশি অতীতের কথা নয়। '৭১ এর কথা বলা হয়। মানুষের স্বভাব কখনো বদলায় না। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা এবং অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িত হওয়া এক কথা নয়। যারা এখন কোনো অন্যায় অপকর্ম করে না তারা অতীতেও করেনি। বিরোধী পত্রিকাগুলো যারা সারাক্ষণই শিবিরের বিরোধিতায় ব্যস্ত, তাদেরই একটি পত্রিকা একবার একটা ফিচার ছেপেছিল, 'ক্রসফায়ার থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে ছাত্রশিবিরে যোগ দাও।' কোনো ক্ষমতাসীন দলই প্রমাণ করতে পারেনি ছাত্রশিবিরের ছেলেরা চরিত্রহীন-নৈতিকাবিরোধী কাজ করে। মিথ্যা, প্রপাগান্ডা করা যায় কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বানানো যায় না। আজ Daily Star যে কার্টুন ছেপেছে ছাত্রশিবিরের কর্মী সমর্থক এখন দেখার পর এ পত্রিকার আর কোনো কথা কি সত্য বলে বিশ্বাস করবে? প্রকারান্তরে তারা নিজেরাই তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন। রাসূল (স)-কে যারা পাগল জাদুকর বলত তাদের পরিণতি কী হয়েছে? আর রাসূল (স)-এর মিশন কোথায় উঠেছে। কুরআনের শাশ্বত ঘোষণা: 'সত্য এসেছে সত্য বিজয়ী হবেই'। একটা পত্রিকায় দেখলাম, 'শিবিরের বিয়ে রাজনীতি'। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের গ্রামগুলোতে নাকি

www.pathagar.com

শিবিরের ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি বানিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে। সত্যি কি না জানি না। কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে বলতেই হয়, বাবা-মা তার মেয়ে কোথায় বিয়ে দেন। যদি ছেলে লম্পট বদমায়েশ হয় তাহলে কি মেয়ে বিয়ে দেয়? নিশ্চয়ই তারা শিবিরের ছেলেদের চরিত্রবান ভালো ছেলে হিসেবে জানে তাই জামাই বানিয়েছেন।

আমরা সৎ যোগ্য নেতৃত্বের কথা বলি। স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার কথা বলি। কিন্তু সততা যোগ্যতা আকাশ থেকে নাযিল হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সেই চরম নৈতিকতা বিবর্জিত মানবগোষ্ঠীকে মানবতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করিয়েছেন আজও সেটাই আমাদের এ দুর্দশা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করে লাভ নেই। এরা সিরাতুম মুস্তাকীমের পথ ধরে ঠিকই পৌঁছে যাবে জান্নাতে। কিন্তু দেশের জনগণের এ দুর্দশা কী করে ঘুচবে? যারা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার Sole Agent সেজেছেন তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, নিজের বিবেক বন্ধক রেখে নয়, বরং সত্যিকার কল্যাণ মঙ্গলের কথা চিন্তা করুন। মা হিসেবে আমার আবেদন আমার সন্তানদেরকে আর ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রকৃত সত্য থেকে দূরে রাখবেন না। তাদেরকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়ে মায়ের বুক খালি করবেন না। আমরা মুসলমান মায়েরা কোনো নেশাগ্রস্ত দুশ্চরিত্র সন্তান চাই না। আমরা চাই সৎ খোদাভীরু ঈমানদার সন্তান। সেই সৎ মানুষ গড়ার কারখানা ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে আল্লাহর ওয়াস্তে অপপ্রচার বন্ধ করে ছাত্রসমাজকে তথা গোটা জাতিকে সঠিক পথনির্দেশিকা পাওয়ার পথ পরিষ্কার করুন।

তথ্যসূত্র: দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা সমাচার

সব দলেরই কাউন্সিল হয়েছে, হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীরও সর্বোচ্চ বডি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অনুমোদনক্রমে সঠিক সময়ে দলের গঠনতন্ত্র জমা দেওয়া হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে এ দলটির ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চার ঐতিহ্য রয়েছে শুরু থেকেই। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি তিন বছর পরপর এ দলটির আমীর নির্বাচন হন দলের সদস্যদের (রুকন) গোপন ভোটে।

এখানে কেউই প্রার্থী থাকেন না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যদি কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেতৃত্বের বা কোনো পদের খায়েস বা ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি নেতৃত্বের জন্যে সবচেয়ে বেশি অনুপযুক্ত বিবেচিত হন। এখানে কোনো লবিং বা ক্যানভাসের সুযোগ নেই। কেউই ভোট চাইতে পারবেন না। কে কাকে ভোট দিল সেটা অন্য কেউ জানতেও পারবে না। নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যক্তির প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, আমানতদারি, সততা ইত্যাদি গুণাবলি দেখে প্রত্যেক সদস্য তার পছন্দমতো ব্যক্তিকে ভোট দেবেন। এ প্রক্রিয়া যেমন দলের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল 'আমীর' নির্বাচনের ব্যাপারে প্রযোজ্য তেমনই প্রযোজ্য মজলিসে শূরা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, একশ্রেণীর সংবাদপত্র প্রায়ই কিছু বানোয়াট খবর প্রচার করে। যার কোনো ভিত্তি নেই। আমীর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে বেশ কয়েকটি পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করেছে, কে কার চেয়ে এগিয়ে। কাকে জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণ গ্রহণ করবে, কাকে প্রত্যাখ্যান করবে ইত্যাদি মুখরোচক সব খবর। আমাদের দেশে সাধারণ জনগণ সবকিছুর ব্যাপারে এত খোঁজ-খবর রাখে না। সব পত্রিকা পড়ে খবরের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করার মতো সময় সুযোগ বা সঙ্গতিও সবার নেই। হয়ত একটা পত্রিকা পড়ে সেটা থেকেই ধারণা নেয়। এক্ষেত্রে এসব বানোয়াট খবর ছেপে মানুষকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ইলেকশনে বাস্তবে কে কাকে ভোট দিল, কে কয়টা ভোট পেল এটা জানার কোনো সুযোগই নেই। নির্বাচন কমিশনার অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খলভাবে সারা দেশের সদস্যদের কাছ থেকে গোপন ব্যালটে ভোট সংগ্রহ করে গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

এমনকি ফলাফল ঘোষণার সময় কে কত ভোট পেয়েছে এটাও কাউকে জানানো হয় না। শুধু নির্বাচিতের নাম ঘোষণা করা হয়। এ Practice জামায়াতে ইসলামীর নতুন নয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জন্মলগ্ন থেকেই এ দলটি এ Practice করে আসছে। রাজনৈতিক সচেতন মানুষ (পত্রিকার রিপোর্টারগণ তো বটেই) সবাই এটা জানেন। তারপরও কেন এ ধরনের মিথ্যাচার এটা আমার বুঝে আসে না। ফলাফল প্রকাশ হলেই তো মিথ্যা সংবাদের অসারতা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। হচ্ছেও তাই। তারপরও প্রতি টার্মের নির্বাচনের সময়ই সংবাদপত্রগুলো মুখরোচক বানোয়াট খবর পরিবেশন করতে ভুল করে না। যাই হোক, আমীর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এবার সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগের প্রসঙ্গ। এখানেও আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা পিছিয়ে নেই। পত্রিকায় ছবি দেখে রসালো সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে নানা কায়দায়। সেক্রেটারি জেনারেল পদের জন্য দৌড়ঝাঁপ লবিং-এর নাকি শেষ নেই। অথচ জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের Motivation-ই শুরু থেকে ভিন্নতর। যখন কেউ জামায়াতের সদস্য হিসেবে শপথ নেন তখন কালেমায়ে শাহাদাতের সাথে তাকে কুরআনের এই আয়াতটিও উচ্চারণ করতে হয়, 'ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। 'আমার নামায আমার সমস্ত সৎ কর্ম আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।'

এ কথার বাস্তব প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে গড়ে তোলা হয় আল্লাহর সৈনিক তথা রাসূল (স)-এর সার্থক অনুসারী হিসেবে। তাদেরকে ব্যক্তি, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতার বাস্তব সাক্ষ্য দিতে হয়। কোথাও শরীআতের হালাল-হারামের সীমা লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয়, এমনকি সদস্যপদ বাতিলও করা হয়। আমনতদারি রক্ষার ক্ষেত্রে দুনিয়ার কারও কাছে জবাবদিহির পরিবর্তে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি শাণিত করা হয় এবং এ অনুপ্রেরণার উৎস সরাসরি কুরআন ও হাদীস। জামায়াতের প্রতি সদস্য তো বটেই কর্মীদেরও প্রত্যেক দিন কুরআন-হাদীস পড়তে হয়। করতে হয় কুরআন হাদীসের আলোকে আত্মসমালোচনা।

এভাবেই সমাজে যোগ্য সৎ খোদাভীরু দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এই পরিচয় ক'জন জানে? ক'জনই বা জানে জামায়াতে Fund, যাকে জামায়াতের পরিভাষায় বায়তুলমাল বলা হয় এর উৎস

www.pathagar.com

কী? জামায়াতের বায়তুলমাল গঠিত হয় সদস্য, কর্মী সমর্থকদের নিজস্ব হালাল উপায়ে উপার্জনের টাকায়। প্রত্যেক সদস্যকে তার উপার্জনের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) বায়তুলমালে মাসিক ইয়ানত হিসেবে দিতে হয়। কর্মী-সুধীগণও তাদের সম্পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাধ্য অনুযায়ী দান করেন। কুরআনের ঘোষণা, 'আল্লাহ মুমিনের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।' জান্নাত পাওয়ার জন্যই মূলত এ অর্থ দেওয়া হয়। আর জামায়াতে ইসলামী এর প্রতিটি পয়সা আমানত মনে করে সঠিকভাবে খরচ করে। কেউ এটা আত্মসাৎ করে না। প্রতিটি পাই পয়সা হিসাব রেখে খরচ করা হয় এবং প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে জবাবদিহিতা। আসলে জামায়াতে ইসলামী কী এটা না জেনে অনেকেই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়।

আজকে দেশ গড়ার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সৎ যোগ্য মানুষের। অনেকেই রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আশা করেন। তার জন্যেও দরকার সৎ রাজনীতিবিদ। এই সৎ মানুষ জামায়াতে ইসলামীতে আছে। যার পরিচয় মানুষ পেয়েছে জোট সরকারের আমলে দুইজন জামায়াত নেতার মাধ্যমে ৩টি মন্ত্রণালয়ে। 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।' কথাটি মিথ্যা প্রমাণ করে জামায়াতের দুইজন মন্ত্রী সফলতার সাথে সৎ এবং যোগ্য মন্ত্রী হিসেবে Full term মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। কেউ তাদের দুর্নীতির ব্যাপারে আঙুল তুলতে পারেনি। এতে এ দুই মন্ত্রীর ব্যক্তি হিসেবে যতটা সফলতা তার চেয়ে বেশি সফলতার দলের।

জামায়াতে ইসলামীর এটা কৃতিত্ব যে, এমন নেতা তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা জীবনের একটা বিরাট অংশ অন্যায় না করার অনুশীলন করল তারা অন্যায় করার যোগ্যতাই (?) হারিয়ে ফেলে। এদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি, তাদের উচিত দেশের কল্যাণের চিন্তা করা। অন্ধ বিরোধিতা পরিত্যাগ করে যারা সত্যিকারের ভালো, সৎ ও যোগ্য তাদের মূল্যায়ন করা। মিথ্যার আড়ালে, অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্য থেকে জনগণকে দূরে রাখা হয়ত সম্ভব হবে; কিন্তু দেশ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩, নভেম্বর, ২০০৯

www.pathagar.com

ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ

'নিঃসন্দেহের যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে শীঘ্রই রহমান তাদের জন্য অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।' কুরআনের এ আয়াতটি দিয়েই শুরু করছি। এটি সূরা মারইয়ামের ৯৬ নং আয়াত। সূরা মারইয়াম একটি মক্কী সূরা। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, হিজরতের আগে এ সূরা নাযিল হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল চরম নির্যাতনের একটা সময়। তাদের মক্কার পথে-ঘাটে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছিল। নির্যাতন, যুলুম, নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছিল। অপবাদ মিথ্যা দোষারোপ করা হচ্ছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সান্ত্বনার বাণী এসেছে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে শীঘ্রই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য সবার অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। কারণ যারা সৎ কাজ করে এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী তারা জনপ্রিয় হবেই। মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেই। সমগ্র দুনিয়াবাসী তাদের পথে ফুল বিছিয়ে দেবে। পাপ, অন্যায়, অশ্লীলতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপ ইত্যাদির ভিত্তিতে যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা মানুষের মাথা সাময়িকভাবে নত করাতে পারে; কিন্তু হৃদয় জয় করতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা সত্য, ন্যায়নীতি, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা সহকারে সত্য ও সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়, দুনিয়াবাসী প্রথম প্রথম তাদের প্রতি যতই বিরূপ থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়। অবিশ্বস্ত ও পাপাচারীদের মিথ্যা বেশিক্ষণ তাদের পথ রোধ করে রাখতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার। যুদ্ধাপরাধ তথা মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের বিচার শুরু হয়েছে, যেকোনো অপরাধের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু সে বিচার যদি হয় মিথ্যা, বানোয়াট, বিচারের নামে প্রহসন, যদি হয় প্রতিপক্ষ দলনের হাতিয়ার তাহলে সেটা নিজেই মানবতাবিরোধী। জামায়াতে ইসলামীর পাঁচ শীর্ষ নেতাকে আটক রাখা হয়েছে কারাগারে। বলা হচ্ছে, তারা যুদ্ধাপরাধী। '৭১ সালে তারা মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ অর্থাৎ খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ জঘন্যতম অপরাধ করেছে এবং এই অপরাধ প্রমাণের জন্য দীর্ঘ ৪০ বছর পর কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করে বানোয়াট সাক্ষী সাবুদ জোগাড়

www.pathagar.com

করে 'সেফ হোম' নামের কথিত টর্চার সেলে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ মানসিক নিপীড়ন চালিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে সত্যিই তারা অপরাধী। অথচ এরা কারা? এরা সৎ, যোগ্য, নামাযী, মুত্তাকী ও পরহেজগার। এলাকায় একাধিকবার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৪০ বছরেও যাদের নামে কোথাও কোনো মামলা মোকদ্দমা হয়নি। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সবচেয়ে দক্ষ, যোগ্য সৎ মন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেমন এ কথার সাক্ষী তেমনি সাক্ষী দেশবাসী।

জামায়াতে ইসলামীর যেসব নেতা কারাগারে আটক থেকে যুলুম-নির্যাতন ভোগ করছেন এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। ইসলামী আন্দোলনের এ পথে যুলুম নির্যাতন আছে জেনেই তারা ইসলামী আন্দোলন করছেন। এ পথে চলতে গেলে কায়েমি স্বার্থবাদী দল, যালিম শাসকদের পক্ষ থেকে অপবাদ নির্যাতন, যুলুম নিপীড়ন আসা স্বাভাবিক ব্যাপার। বরং এটা না হলেই সন্দেহ থেকে যায় যে, আন্দোলন সঠিক পথে আছে কি না?

শেষ নবী মুহাম্মদ (স) আমাদের সমস্ত মুসলমানের জন্য আদর্শ। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে না। শেষ কিতাব কুরআন আমাদের জন্য একমাত্র হেদায়াতের বই। এতে যা কিছু নির্দেশনা এসেছে, তা আমাদের মেনে চলতে হবে। এটাই ঈমানের দাবি। আপাত জৌলুস ক্ষমতার অহংকার মানুষকে হয়তো বিভ্রান্ত করতে পারে। আল্লাহর ঘোষণা, 'এদের যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন অস্বীকারকারীরা ঈমানদারদের বলে, বলো, আমাদের দু'দলের মধ্যে কে ভালো অবস্থায় আছে এবং কার মজলিসগুলো বেশি জাঁকালো?' অথচ এর আগে আমি এমন কতক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা এদের চাইতে বেশি সাজসরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক শানশওকতের দিক দিয়েও ছিল এদের চেয়ে বেশি অগ্রসর।' (সূরা মারইয়াম)

দুনিয়ার শান-শওকত বা ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে যারা আজ নিরপরাধ মানুষের উপর যুলুম-নির্যাতন করছে তারা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পাকড়াও হবে। হয়তো এ দুনিয়াতে দুনিয়াবাসী দেখবে তাদের করুণ পরিণতি অথবা আখিরাতের কঠিন আজাব তাদের ঘেরাও করবে। আল্লাহর ঘোষণা, 'বস্তুত হে মুহাম্মদ! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এ জন্যে নাযিল করেছি, যাতে তুমি মুত্তাকীদের সুখবর দিতে এ হঠকারীদের ভয় দেখাতে পার। এদের আগে আমি কত

www.pathagar.com

জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ কি কোথাও তাদের নাম-নিশানা দেখতে পাও অথবা শুনতে পাও তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ?' (সূরা মারইয়াম)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুত্তাকীদের সুসংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ময়দানে কাজের নির্দেশও দিয়েছেন, 'হে আবৃত শয্যা গ্রহণকারী। ওঠ, আর সাবধান কর ও তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্বের ঘোষণা কর।' (সূরা আল মুদ্দাসির)

এ নির্দেশনা মেনে বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ যারা করবে তাদের জন্য রয়েছে অপবাদ, মিথ্যাচার, যুলুম নির্যাতন। কিন্তু এসব কিছু মর্দে মুমিন খাঁটি ঈমানদারদের সত্য প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত রাখতে পারে না। যারা টিকে থাকে এবং সবর এখতিয়ার পর্যন্ত আল্লাহ তাদের বিজয় দান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জন্যেও ঠিক অপেক্ষা করছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে-ময়দানে টিকে থাকতে হবে। এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। শহীদী জযবা তৈরি হতে হবে। শহীদের মর্যাদা কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী শুধু বিশ্বাসই নয় বরং শহীদী মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। সর্বোপরি, যারা ঈমানের দাবি অনুযায়ী দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে, তারাই হবে সৌভাগ্যবান। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আমীন।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা: ৩ জুন, ২০০৯

www.pathagar.com

মসজিদ তো ইবাদতেরই জায়গা

একটি দৈনিকে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে যার হেডিং 'গভীর রাতে মসজিদে কী করে?' সহজ জবাব মসজিদে নাযায পড়ে, কুরআন পড়ে, যাকে আমরা ইবাদ-বন্দেগী বলি। আজও কেউ মসজিদে কোনো অসামাজিক কাজ করতে সাহস পায় না বা যায় না। যারা মসজিদে যায় না তাদেরই প্রশ্ন হতে পারে মসজিদে কী করে?

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে এবং এ ঘটনার জন্য শিবিরকে আক্রমণের লক্ষ্য বানানো হয়েছে। যার বিবরণ ঐ সম্পাদকীয়তেই লেখা হয়েছে। সম্প্রতি সিলেট শহরে শিবগঞ্জ এলাকায় সেনপাড়ার জামে মসজিদে একটি ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের অর্ধ শতাধিক নেতা-কর্মী রাত দশটায় মুতাওয়াল্লি ও ইমামকে না জানিয়ে অতর্কিতে মসজিদে অবস্থান নেয়। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হয়ে গেলে মুতাওয়াল্লি ছুটে আসেন। তখন তারা বলে, এটা তাদের প্রশিক্ষণের একটি অংশ এবং এভাবে তারা বিভিন্ন মসজিদে রাত কাটিয়ে থাকে। তাদের চলে যেতে বলা হলে মুতাওয়াল্লি ও এলাকার কিছু লোকের সঙ্গে তারা দুর্ব্যবহারও করে। পরে পুলিশ এসে তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৬০ বলে জানায়। তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছোট শিশু, তেমনি স্থানীয় এক কলেজের মাস্টার্স-এর দুই ছাত্রও। যারা নাকি রয়েছে দলনেতাদের মধ্যে। বিস্ময়কর ব্যাপার, পুলিশ ঐ দুই দলনেতাকে আটক করে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে তারা একটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলে এবং এরপর পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। পুলিশের চাপের মুখে জঙ্গি সংগঠনের নেতা কর্মীরা মসজিদ ছেড়ে তখন এলাকার একটি বাসায় অবস্থান নেয় এবং তাদের হাতে একটি করে ব্যাগ ছিল।' (জনকণ্ঠ, ১৪ই জুন, সোমবার)

অত্যন্ত পরিষ্কার রিপোর্ট। ছাত্রশিবিরের ছেলেরা মসজিদে এ ধরনের প্রোগ্রাম করে। যার নাম 'শববেদারি'। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যে রাতের বেলায় নীরবে নিভৃতে তারা মশগুল হয় আল্লাহর যিকির-আজগারে। তাদের এ প্রোগ্রামে থাকে কুরআন-হাদীসের ওপর আলোচনা, নামায ইত্যাদি। সারাদিন মুসলমানেরা দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটায়। আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়ার

www.pathagar.com

সুযোগ এ সময়ে খুব কমই হয়। তাই বেছে নিতে হয়, রাতের নীরবতাকে। যখন সমস্ত মানুষ ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে তখন ঈমানদারগণ ধরনা দেয় তার প্রিয়তমের দরবারে। সংগ্রহ করে নেয় চলার পথের পাথেয়। যে পাথেয়কে তারা পুঁজি করে পথ চলে। এদেরকে ইতিহাসে চিত্রিত করা হয়েছে, 'দিনের ঘোড়সওয়ার আর রাতের দরবেশ হিসেবে।' যাদের রাত কাটে জায়নামাযে। ইতিহাস সাক্ষী যখন এই সমস্ত মর্দে মুজাহিদ ময়দানে আসে তখন কেউ তাদের বিরুদ্ধে টিকতে পারে না। এ রকম মানুষই তৈরি করেছিলেন রাসূল (স)। যাঁরা সাহাবায়ে কেরাম নামে পরিচিত। তাঁরা দেশের পর দেশ জয় করেছিলেন তলোয়ারের জোরে নয় বরং নৈতিকতার জোরে। ইসলামী ছাত্রশিবির এ রকম মানুষ গড়ারই একটি সংগঠন। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে যারা নিজের জীবনকে গড়ার জন্য সংগ্রাম করছে প্রতিনিয়ত। পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর শিশু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সবাই এ দলে শামিল। 'শববেদারি' তাদের প্রোগ্রামের একটি অংশ। মাঝে মধ্যে তারা তাদের কর্মীদেরকে একত্রিত করে মসজিদে এ ধরনের প্রোগ্রাম করে। তাদের হাতে একটি ব্যাগে থাকে তাদের রাত কাটানোর প্রয়োজনীয় সামান। হয়তবা চাদর-বালিশ বা লুঙ্গি-পাবি সঙ্গে কুরআন-হাদীসও। মসজিদে তারা গিয়েছিল মসজিদের মুতাওয়াল্লি তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা আশ্রয় নিয়েছে একটি বাড়িতে। হয়তবা বাড়ির মালিক এতে খুশিই হয়েছেন যে, এতগুলো তরতাজা তরুণ সারারাত তার বাড়িতে ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটালে তারা অবশ্য আল্লাহর রহমত পাবে।

হয়তবা এসব তরুণেরা একটু ভুল করেছিল। মসজিদের মুতাওয়াল্লির কাছে অগ্রিম পারমিশন হয়তো তারা নেয়নি অথবা নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চাপের মুখে মুতাওয়াল্লি তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এখনও অনেক মসজিদ আছে, যার কমিটিতে আছে প্রভাবশালী বেনামাযী। যারা নামায পড়তে মসজিদে যায় না। মসজিদের সঙ্গে যাদের সম্পর্কও নেই অথচ তারাই মসজিদের কর্তা। আমি বলতে চাই না যে, তারা আওয়ামী লীগ করে। কিন্তু বেনামাযী যে এতে কোনো সন্দেহ নেই। একদিন এক মহিলা কমিশনার খুব আফসোস করে মসজিদ কমিটির এ সমস্যার কথা বলছিলেন। যাই হোক, এ গ্রুপের কাছে যদি কোনো অস্ত্র-শস্ত্র থাকত তবে পুলিশ ধরল না কেন? আর অস্ত্রসহ কি কেউ কারও বাড়িতে জায়গা দেয়? যদি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ কেউ নিতে চায় তবে মসজিদ কেন? আরও অনেক জায়গা আছে। আজ পর্যন্ত মসজিদে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ এর কোনো উদাহরণ কি বাংলাদেশে আছে? পত্রিকাটিতে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, 'মালয়েশিয়াতে তো মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এখানে সুযোগ পেলেই মসজিদ, মাদরাসায় ধর্মের নামে উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক আলোচনা করা হয়।' কোন দেশে কী হলো এটা দেখে লাভ কী? ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এখানে যেমন নামায রোযা আছে। তেমনই আছে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে সবকিছুই আছে। এখানে শুধু নামায-রোযার কথা বলা হয়নি। যারা কুরআন পড়েন না তারা এগুলো মানবেন কোথা থেকে?

ধর্মহীন অসৎ লোকের হাতে রাজনীতি পড়লে যে দুরবস্থা হওয়া উচিত তা গোটা বিশ্ব দেখছে। মহাকবি ইকবাল এ অবস্থাকে সামনে রেখেই বলেছেন, 'রাজনীতি থেকে ধর্ম বাদ দিলে বাকি থাকে শুধু চেংগিজী। 'গোটা বিশ্ব চায় সৎ চরিত্রবান নেতা। ধর্মীয় নেতা নয় বরং রাষ্ট্রীয় নেতা। সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে সততার অভাবেই আজ জাতির এ দুরবস্থা। সেই সৎ মানুষ এমনিতেই তৈরি হয় না। খোদাভীতি যার মধ্যে নেই- নেই যার জবাবদিহিতার অনুভূতি, সে দুনিয়ার লোভ লালসার মোকাবেলায় সৎ থাকতে পারে না। জাহান্নামের আযাবের ভয় জান্নাত লাভের আশা যাকে উদ্বেলিত করে না, সে কখনো দুনিয়ার হাজারো অন্যায় প্রলোভন থেকে বাঁচতে পারে না। করতে পারে না ইনসাফ কায়েম। গড়তে পারে না সুন্দর সুস্থ সমাজ। তাই তো কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী রাসূল (স) গড়ে তুলেছিলেন একদল মানুষ, যারা ছিল আল্লাহর প্রেমে পাগল আখিরাতের আযাবের ভয়ে ভীত। জান্নাত পাওয়ার ব্যাপারে আশান্বিত। দুনিয়ার জীবনে তারা কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করে দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করেননি। বরং আখিরাতে পুরস্কারের আশায় দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাই বলে তারা শয়তানের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নেননি। বরং সত্য প্রতিষ্ঠায় তারা ছিলেন অনমনীয়-আপসহীন। রাসূলে কারীম (স) কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী এ ধরনের মানুষই গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাদের কার্যাবলি-গুণাবলি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এসব লোক তারাই যারা বলে, হে খোদা! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহখাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। এরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং এরা রাতের শেষভাগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করতে থাকে। (সূরা আলে ইমরান : ১৬-১৭)

www.pathagar.com

'যারা তাদের রবের সামনে সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে, যারা দু'আ করে এই বলে যে, হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এই আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে।' (সূরা ফোরকান : ৬৪-৬৫)

'হে আবৃত শয়নকারী! রাত্রিকালে নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে থাক। কিন্তু কম, অর্ধেক রাত্র কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করে নাও, অথবা তার চেয়ে কিছু বৃদ্ধি কর। আর কুরআন থেমে থেমে পড়।' (সূরা মুযযাম্মিল : ১-৪)

আল কুরআনের এ নির্দেশকে রাসূল (স) বাস্তবায়িত করেছেন তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে। যে সম্পর্কে সূরা মুযযাম্মিলের শেষ রুকূতে বলা হয়েছে:

'হে নবী! তোমার রব জানেন যে তুমি কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় কখনো অর্ধেক রাত্র আবার কখনো প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমার সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক এভাবে রাত্রি জেগে ইবাদত করে। তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ জানেন। (সূরা মুযযাম্মিল : ২০)

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং হেদায়াত অত্যন্ত পরিষ্কার। আজ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এ বিশ্বে এমন একদল মানুষই প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই এ ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির। রাতের আরামকে হারাম করে তাকওয়ার পুঁজি সংগ্রহের জন্য তারা ছুটে যায় মসজিদে। এদেরকে ওখান থেকে বিতাড়িত করলে জঙ্গি বা অপশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করলে চরিত্র গঠনের এ মহান কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এর ফলে জাতি যে চরিত্রের দুর্ভিক্ষে ভুগছে সেই দুর্ভিক্ষ দূর করার কাজটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তরুণ সমাজ আজ হতাশাগ্রস্ত মাদকাসক্ত বিপথগামী। তাদেরকে ফেরানোর কোনো পেরেশানি আমাদের নেই। কিন্তু মসজিদ থেকে বিতাড়নের কৌশল আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেশবাসীর কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে এবং এর সুফল ভোগ করতে হলে প্রয়োজন সৎ, যোগ্য, আমানতদার নাগরিক। নইলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ১৭ জুন, ২০০৪।

www.pathagar.com

আহা! আমার সোনার ছেলেরা!

প্রায় সব পত্রিকাতেই ছবিসহ ছাপা হয়েছে 'স্বামীর অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করায় লাশ হতে হলো নাদিয়াকে।' নাদিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা মেয়ে। বাসাবোর বাসিন্দা। স্বামী রেজাউল ওরফে রেজা শিকদার। বিয়ের পর নাদিয়া বুঝতে পারেন স্বামী রেজা শিকদার একজন চরিত্রহীন লোক। একাধিক বিয়ে এবং নারীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল তার অভ্যাস। নাদিয়ার আগে দুই সহোদর বোনকে সে একত্রে বিয়ে করে। তার সন্তানও আছে। সবকিছু মেনে নিয়েই স্বামীকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছিলেন নাদিয়া। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। পথের কাঁটা চিরতরে দূর করতে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে পাষণ্ড স্বামী।

সারাদিন নাদিয়াকে তার স্বামী বেধড়ক পিটিয়েছে। হাজারিবাগের ভাড়া বাসায় নাদিয়াকে আটকে রেখে হাত-পা-মুখ বেঁধে পেটানো হয়। অন্তঃসত্ত্বা নাদিয়া অনাহারে সারাদিন এ অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাকে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জ্ঞান ফেরে না। পরে গভীর রাতে মুখে বালিশ চেপে ধরে তাকে হত্যা করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে নাদিয়ার শাশুড়ি ও দেবরের সামনে। গাড়ির চালক রবিউল জানায়, সে বাইরে ছিল। রোববার বেলা ১১টার দিকে রেজা ফোন করে তাকে একটা রিকশা নিয়ে আসতে বলে। রবিউল রিকশা নিয়ে এসে দেখে গৃহবধূ নাদিয়া মেঝেতে পড়ে আছে। রেজা তাকে (নাদিয়া) নিয়ে হাসপাতালে যেতে বলে। কিন্তু রেজার মা ও ছোট ভাই ঐ রিকশায় করে পালিয়ে যায়। পরে রেজার কথামতো গাড়ি নিয়ে এলে অচেতন নাদিয়াকে গাড়িতে তুলে নেয়। রেজা শিকদারও গাড়িতে ওঠে। রবিউল ড্রাইভার জানায় স্কয়ার হাসপাতালে রওনা দিলেও রাস্তায় রেজা নেমে যায় এবং ব্যাংক থেকে টাকা তোলার কথা বলে একটি বাসে ওঠে। রেজার এই আচরণে রবিউলের সন্দেহ হলে সে বাসের পিছু নেয়। এক সময় মতিঝিল পৌঁছলে রবিউল গাড়ি নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। এ সময় অনুপায় হয়ে রেজা তাকে জানায় যে, নাদিয়া বেঁচে নেই। তখন নিহত স্ত্রীকে রেজা অসুস্থ সাজিয়ে সিটের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসিয়ে রাখে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রেজা আবার গাড়িতে ওঠে। এই সময় রেজা ড্রাইভারকে গাড়ি চালিয়ে মাওয়া যেতে বলে। মাওয়া যাওয়ার

www.pathagar.com

পর তাকে বরিশাল যেতে বলে। রবিউল এতে অসম্মতি জানায়। কোনো উপায় না পেয়ে রবিউল ঢাকার দিকে রওনা হয়। একাধিকবার রেজা নিহত স্ত্রীর লাশ গুম করার চেষ্টা করে। কিন্তু চালকের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। নাদিয়ার ভাই সুমন নাদিয়াকে মোবাইলে না পেয়ে রেজার সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু রেজা তার সাথে বোন সম্পর্কে একেক সময় একেক কথা বলতে থাকে। এতে তার সন্দেহ হয়। পরে চালকের সহযোগিতায় কৌশলে রাত আটটায় শাহবাগে গাড়িটি আটক করা হয়। পুলিশকে রেজাউল এসব তথ্য জানিয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কে এই রেজাউল? পুলিশ জানায়, সে একটি লম্পট প্রকৃতির বিয়ে পাগল মানুষ। তার একাধিক স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। পুলিশ তার গাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন মহিলার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট পেয়েছে। রেজাউলের বাড়ি গৌরনদী। গৌরনদীর নানা অপকর্মের হোতা এই যুবলীগ নেতা। সে তার নিজের জন্মদাতা বাবার খুনি। বাবার কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল সকাল ১০টায় গৌরনদী উপজেলায় টরকী বন্দরের ফিরোজ ম্যানসনে বসে তার বাবা উপজেলার বার্থী ইউপি'র সাবেক চেয়ারম্যান শিকদার হাবিবুর রহমান ওরফে হাবলু শিকদারকে ছুরিকাঘাতে খুন করে। বাবাকে হত্যা করে সে আত্মগোপন করে। তার সৎ মা নিনা রহমান বাদি হয়ে বাবা হত্যার অভিযোগে রেজাউলের বিরুদ্ধে গৌরনদী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। ঐ মামলায় আদালত থেকে জামিন নিয়ে এলাকায় ফিরে মামলার বাদি নিনা রহমানকে ভয় দেখিয়ে মামলাটি প্রত্যাহার করে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পত্রিকায় রিপোর্ট করেছে যে, সে তার বাপের প্রথম স্ত্রীর ৪র্থ সন্তান। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল বেপরোয়া। এসএসসি পাসের পর সে গৌরনদী কলেজে ভর্তি হয়। তার বিরুদ্ধে একের পর এক নারী কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশিত হতে থাকলেও প্রভাবশালী ছাত্রনেতা হওয়ার কারণে কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। সে নিজেকে যুবলীগের বড় নেতা বলে দাবি করে। ২০০৮ সালের উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে রেজাউল গৌরনদী উপজেলার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়।

পত্রিকার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নাদিয়ার হত্যাকারীর অবস্থান সম্পর্কে যা জানা গেল, তা আমাদের ক্ষমতাসীন দলের একজন কর্মীর; এদের হাতে নারী তথা মানুষের মান-ইজ্জত কতটা নিরাপদ? যে তার নিজ জন্মদাতা বাবাকে হত্যা

www.pathagar.com

করতে পারে, স্ত্রীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে লাশ গুম করার জন্য নির্বিকারে ঘুরে বেড়াতে পারে, সমাজ এবং জাতি তার কাছে কী আশা করতে পারে? হয়তবা দেখা যাবে, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য হওয়ার কারণে জামিনে অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে আবার এ সমাজেই দৌরাত্ম্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। পিতাকে খুন করে যখন এত বছর নির্বিঘ্নে থাকতে পারল তখন স্ত্রী হত্যা তো আরও মামুলি ব্যাপার। আরও এরকম অনেক খুনি আমাদের সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষমতার দাপটে। এরা জনপ্রতিনিধি। বিভিন্ন অকেশনে এদের নামে বড় বড় ব্যানারে 'সমাজ সেবী, জনদরদি, সৎ ইত্যাদি বিশেষণ সম্বলিত প্রচারণা চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে, সমাজের নিরীহ মানুষগুলো জেলে পচে মরছে। সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান মানুষগুলোর চরিত্র হননের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিচারের নামে সাজানো মামলা দিয়ে তাদের হয়রানি তো হচ্ছেই, তথাপি দেশের জনগণের কাড়ি কাড়ি টাকা এ খাতগুলোতে উড়ানো হচ্ছে। নারী প্রধানমন্ত্রী এবং প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নারী হওয়ার পরেও নিজেদের সোনার ছেলেদের হাতে কত নাদিয়া অসহায়ভাবে জীবন হারাচ্ছে, কতজন ইজ্জত হারাচ্ছে, এটা কি তারা দেখছেন? এখানে একটাই বিবেচ্য বিষয়, তা হলো কোন্ দল করে। ক্ষমতাসীন দলের হলে সাত খুন মাফ। নারী অধিকারের কথা বলতে গেলে মুখে ফেনা উঠে যায়। এই কি নারী অধিকারের নমুনা। এরা কোন্ নীতি দিয়ে নারীদের রক্ষা করতে চায়? জনগণ তা জানতে চায়।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৮ এপ্রিল, ২০১১

www.pathagar.com

গল্পে গল্পে সত্য কথা

গল্প দিয়েই শুরু করি। কারণ, গল্পের জবাবে গল্পই ভালো জমে। একজন লোকের শখ হলো ডাক্তারি শেখার। খুঁজে পেল সে একজন পশু ডাক্তারকে। সে তার সঙ্গে থাকল ডাক্তারি শেখার জন্য। একদিন সেই পশু ডাক্তার একটি গরুর চিকিৎসার জন্য গেল। দেখা গেল, গরুটির গলার কাছে মস্ত ফোলা। কিছু খেতে পারে না। তখন ডাক্তার গরুটিকে শুইয়ে একটা ইট নিচে রেখে আরেকটি ইট দিয়ে গরুটির গলায় বাড়ি দিল। ভেতরে একটি বড় বেল ছিল যা আস্ত খেতে যেয়ে গরুর গলায় আটকে এই অবস্থা হয়েছিল। বাড়ির কারণে বেল ভেঙে গেল। গরুটিও সুস্থ হয়ে গেল। সঙ্গে থাকা লোকটি ভাবল বাহ! বেশ মজাতো। আমিতো ডাক্তারি শিখে গেছি। খুশি মনে সে চলে গেল। সবাই জানল সে ডাক্তারি শিখে এসেছে। এর মধ্যে একজন রোগী এলো তার গলা ফোলা। লোকটি তাকে শুইয়ে গরুর মতো করে দিল বাড়ি। রোগী গেল মরে। আসলেই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

সম্প্রতি একটি পত্রিকায় বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা পড়েই আমি গল্পটা লিখলাম। সাংবাদিক সাহেব তার লেখায় দু'টি গল্পের অবতারণা করেছেন। গল্প দু'টি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে। একাত্তরের যুদ্ধ-অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ এখন পাওয়া যাবে কি না এ প্রসঙ্গে কথা বলতে যেয়ে তিনি গল্প দু'টি বলেছেন। আমিও তাই গল্প দিয়েই বোঝাতে চাইলাম যে, গরুর গলায় বেল আটকে যাওয়ার চিকিৎসা মানুষের গলা ফোলা রোগে চলে না।

মানুষের স্বভাব পাল্টায় না। খারাপ মানুষ যেমন হঠাৎ করে ভালো হতে পারে না তেমনি ভালো মানুষও অকস্মাৎ খারাপ হয় না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে যেসব চরিত্রের প্রকাশ ঘটাচ্ছে জাতি বুঝতে পেরেছে তারা কী চিজ! খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, টেন্ডারবাজি, হামলা-মামলা দেদারসে তারা করছে। করছে সরকারি ছত্রছায়ায়। দলন-নিপীড়ন যা দরকার সবই তারা নির্বিঘ্নেই করছে। বিরোধী দল বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর কোনো প্রোগ্রাম যাতে না করতে পারে এ জন্য দলীয় ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়ে, অকারণে গ্রেফতার করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় তারা রাজত্ব চালাচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশপ্রহরায় দলীয় প্রোগ্রাম, মিছিল-মিটিং করাচ্ছে। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ কী জিনিস? যুদ্ধাপরাধের কথায় আসা যাক। এখন তো আবার ভাষা পাল্টে হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধ। যাই হোক। অতীত বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই দেখেনি। '৭১-র কথা বলছিলাম। কিন্তু বর্তমান তো সবার সামনে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মদদে তাদের সোনার ছেলেদের কর্মকাণ্ড সবাই দেখছে। নারী ধর্ষণের কথা বলা হয়। কারা এ কুকর্মের হোতা। আনন্দ মোহন কলেজের শতবার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানে যা ঘটে গেল এরপরও কি বলার অপেক্ষা রাখে? এখানে কোন্ গোলাম আযম-নিজামী গিয়েছিলেন? ছাত্রলীগের ছেলেরা তথাকথিত স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোকেরাই তো এ কাণ্ড ঘটাল? পরদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো নির্যাতিত মেয়েরা লজ্জায় ডাক্তারের কাছে পর্যন্ত যেতে পারছে না। ইডেন কলেজের যে লজ্জাজনক ঘটনা তাদের নিজেদের কথাতেই এসেছে তাতে নেতা-মন্ত্রীরা কেউই বাদ যায় না। ভর্তি বাণিজ্যের পাশাপাশি মেয়েদের রীতিমতো দেহ ব্যবসায় involve করা। ছিঃ! এ লজ্জা রাখার জায়গা কোথায়? তাও আবার স্বার্থে টান পড়ায় দুই গ্রুপের গোলমাল-সংঘাতের কারণে ফাঁস হলো বলেই না সবাই জানল। এভাবে দুনিয়াতে মানুষ নিজেরা যে চরিত্রের, অন্যকেও সে রকমই ভাবে। প্রসঙ্গত আর একটা গল্প বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। একদিন একটা লোক খুব ভোরে পুকুরে গোসল করছে। পাশ দিয়ে একজন চোর যাচ্ছে। চোর ভাবছে বেটা সারারাত চুরি করে এখন গোসল করতে এসেছে। এরপর একজন দরবেশ পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সে ভাবছে। আহা বেচারা! সারারাত নামায পড়ে লোকটা সকালে গোসল করে ক্লান্তি দূর করছে। আসলে মানুষ যে যে রকম অন্যকে সে রকমই ভাবে। জামায়াতে ইসলামী যারা করে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এ দল করে। জামায়াতে ইসলামীর তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচি পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যাবে এ দলের পরিচয়। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টির জন্য এ দলের কর্মীদেরকে নিয়মিত কুরআন-হাদীস পড়তে হয়। মানুষকে দেখানোর জন্য নয় বরং আদালতে আখিরাতে, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির জন্য, জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্যেই এরা এ দল করে। কাজেই তারা কখনো কোনো মানবতাবিরোধী কাজ করে না, অতীতেও করেনি। '৭১-এ এ দল ক্ষমতায় ছিল না। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা আর মানবতাবিরোধী কাজ করা এক কথা নয়। গত জোট সরকারের আমলে জামায়াতের ২ জন মন্ত্রী ৩টি মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন। সেখানেও তারা এ মন্ত্রণালয়গুলো দুর্নীতিমুক্তভাবে চালিয়েছেন।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ বর্তমান মহাজোট সরকার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো দুর্নীতি বের করতে পারেনি। এ রকম চ্যালেঞ্জ আর কোনো রাজনৈতিক দল গ্রহণ করতে পারবে? অধিকাংশ দলের মন্ত্রী এমপিরাই কোনো না কোনো অন্যায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা ভালো। কারণ তাদেরকে এভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। নবী-রাসূলের অনুসরণে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ সংগঠনে মানুষকে খাঁটি সৎ হিসেবে গড়ে তোলা হয়। আজকে সুধীমহলে সৎ যোগ্য নেতৃত্বের কথা বলা হয়। জামায়াতে ইসলামীই সেই সৎ যোগ্য দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির সংগঠন। নিজেরা লুটে-পুটে খাওয়ার রাস্তা তৈরির জন্য এমন একটা সংগঠনকে বিতর্কিত করলে দেশের ক্ষতিই হবে– লাভ হবে না।

যাক, আগাচৌ সাহেবের গল্পের দিকে ফিরে আসা যাক। যারা কোনো অন্যায় করেনি তাদের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় দোষ স্বীকার তথা নিজেদের পছন্দমতো কথা বলানো যাবে না। হ্যাঁ, হতে পারে তাদের উপর নেমে আসবে ক্ষমতাসীন দলের অকথ্য জুলুম নির্যাতন। ফাঁসির কাষ্ঠেও ঝোলানো হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে পরিষ্কার ঘোষণা, 'আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক পাচ্ছে।' আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাসূল (স) নিজেও শহীদ হওয়ার বাসনা পোষণ করেছেন। যারা শহীদ তাদেরকে বিনা হিসেবে বেহেশতে দেওয়া হবে। এ বাংলাদেশের জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমের মাধ্যমে দেশের মানুষের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য জামায়াতে ইসলামের নেতাকর্মীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। যারা তাদের এ কাজে বাধা দেবে তারা আল্লাহর এবং তার রাসূলের শত্রু। তারা দেশের আপামর জনগণের শত্রু। কাজেই এই মানুষদের সাইকোলজিক্যালি উইক করা সম্ভব নয়। শাহাদতের তামান্না পোষণ করে মহান প্রভুর সন্তোষ লাভ করার জন্য এরা উন্মুখ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য জামায়াতের ইসলামীর মুষ্টিমেয় নেতাকর্মী হাতিয়ার মাত্র। আল্লাহ তাঁর দীন কায়েম করবেনই কাফেরদের জন্য তা যতই অসহনীয় হোক। কাজেই আজ ৩৯ বছর পরে, যেমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব নয়, তেমনিভাবে সত্য পথের এ অকুতোভয় সৈনিকদের মনোবল ভেঙে দেওয়াও সম্ভব নয়। দেশে আজ ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। পথে বেরোলে চারপাশ থেকে অভাবী লোক ভিক্ষার জন্য ঘিরে ধরে। প্রতিনিয়ত ইভটিজিং বা প্রেমের বলি

www.pathagar.com

হচ্ছে অগণিত কিশোরী যুবতী। নীতিনৈতিকতা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। দলীয় অন্তঃকোন্দলে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক বিদ্যাপীঠ। এ সময়ে দরকার দেশ গড়ার জন্য নিবেদিতপ্রাণ কিছু মানুষ। বিদেশের মাটিতে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দেশের কোনো কল্যাণ করা যাবে না। দেশের কল্যাণ চাইলে তৃণমূলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিমান, নৌ ইত্যাদিতে নাকি সতর্ক প্রহরা বসানো হয়েছে, যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। আসলে পালিয়ে কেন জোর করেও দেশের বাইরে এদেরকে পাঠানো যাবে না। কেন এরা বিদেশে পালাবে? দেশের জনগণ তো এদের ভালোবাসে। এরা তো জনগণের কল্যাণের জন্যেই কাজ করে। একটি স্মৃতি মনে পড়ে। জামায়াতে ইসলামীর আমীর যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তার মিন্টু রোডের বাসার সামনে সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন সকাল থেকেই শুরু হতো। যা আর কোনো মন্ত্রীর বাসার সামনে দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দেখা করত, কথা বলত। তিনিও ধৈর্য্যের সাথে সবার কথা শুনতেন এবং সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করতেন। তার নির্বাচনী এলাকা একবার ঘুরে আসলে বোঝা যাবে তার জনপ্রিয়তা। এই যাদের অবস্থা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাদের এতো সখ্যতা তারা কেন অভিযুক্ত হবেন? দেশের জনগণের অর্থ ব্যয় করে মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করে কেন দেশে এ গৃহবিবাদ সৃষ্টির অপচেষ্টা? সাধারণ মানুষ এর জবাব চায়।

www.pathagar.com

পবিত্র মাহে রামাদানে মা-বোনদের করণীয়

বছর ঘুরে আবার এল মাহে রামাদান। এল রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের ডালি নিয়ে। বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের ভাষায় 'এক মহাপবিত্র ও বরকতের মাস আমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করেছে। এই রহমত ও বরকতের ছায়াতলে থেকে আমাদের করণীয় কী তা ঠিক করে নিতে হবে। কারণ, আমরা যদি সঠিক দায়িত্ব পালন করতে না পারি তাহলে কাঙ্ক্ষিত রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। করণীয় আলোচনার আগে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

গত কয়েকদিন আগের ঘটনা। সপ্তম শ্রেণীর একটি ছেলে বাবা-মা-পরিবারের সামনে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটি মাদকাসক্ত ছিল। ঘটনার বিবরণে এসেছে কিছুদিন আগেও মাদকাসক্ত হওয়ার আগে ছেলেটি অত্যন্ত বিনয়ী ছিল। কারো সামনে মুখ উঁচু করে কথা পর্যন্ত বলত না। স্কুলে যাওয়ার পথে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলের সাথে তার পরিচয় হয়। তারা তাকে যেখানে নিয়ে যায় সেখান থেকেই ধীরে ধীরে সে মাদকাসক্ত হয়। পরে তাকে তার চাহিদা মোতাবেক প্রতিদিন ৩০০ টাকা করে দেওয়া হতো। অবস্থা বেগতিক দেখে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। আটকে রাখা হয় তাকে। একপর্যায়ে সবাইকে মারধর করে উত্তেজিত হয়ে সে ভাঙা কাচের টুকরা দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এর কিছুদিন আগে এক মা মাদকাসক্ত ছেলের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে নিজের ছেলেকে হত্যা করে। এমনিতর হাজারো ঘটনা ঘটছে আমাদের সমাজে। দেখা যাক, মাহে রামাদানে আমরা এর কোনো প্রতিকার খুঁজে পেতে পারি কি না।

একটি পরিবার সমাজের প্রাথমিক শিক্ষাগার। পরিবার থেকে যে শিক্ষা মানুষ পায় সে সমাজে তেমনই ভূমিকা রাখে। বলা হয়ে থাকে Broken family-র সন্তানেরা কখনো সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে না। ছিন্নমূল শিশুরা সমাজের বোঝা। কারণ ঘর-বাড়ি না থাকার কারণে চরিত্র গঠন সঠিকভাবে হয় না। এমনকি বিভিন্ন অসৎ চক্রের কবলে পড়ে তারা শীর্ষ সন্ত্রাসী পর্যন্ত হয়েছে এমন উদাহরণও আছে।

www.pathagar.com

যাদের কথা বলছি এরা সবাই মুসলমান। প্রতি বছরই রহমতের ছায়া বিস্তার করে আসে মাহে রামাদান। ঘরে ঘরে পালিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা। মাহে রামাদান শেষে পালিত হয় আড়ম্বরে ঈদ উৎসবও। আসে নতুন জামা-কাপড়। বিতরণ করা হয় যাকাতের শাড়ি, লুঙ্গি। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় না।

মানুষের সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেমন শুধু আনুষ্ঠানিকতা যথেষ্ট নয় তেমনি আইনও যথেষ্ট নয়। এ জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের পাশাপাশি নৈতিকতার অধ্যায়টি স্থান পেয়েছে। মানুষের মনগড়া আইন-কানুন ও মতবাদ যেমন মানুষের সঠিক চাহিদাকে সামনে রেখে জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তেমনই ব্যর্থ হয়েছে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে। নিছক আইনের ভয়ে নয় বরং মনের তাগিদে আইন মানার জন্য মন মানসিকতা তৈরির কোনো কৌশল মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় রেখে পৈশাচিকতামুক্ত সমাজ গড়ার কোনো ফর্মুলা আবিষ্কার হয়নি আজো।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি সৎ সুন্দর সমাজ গঠনের জন্যও সহায়ক। মানুষকেও পৈশাচিকতামুক্ত রাখার ব্যাপারে অব্যর্থ। কিন্তু সেগুলো যদি শুধু আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয় তাহলে কখনোই এ সুন্দর বিধানের কাঙ্ক্ষিত ফল আমরা পেতে পারি না।

আল্লাহপ্রদত্ত এই স্বাভাবিক জীবন বিধানের বাস্তবায়ন ও কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা কেবল কিতাব নাযিল করেননি, বরং বাস্তব নমুনা তুলে ধরার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। যাতে মানুষ বাস্তব চোখে দেখে এর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের মন-মগজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম মেনে চলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম পাঁচটি বিষয়কে বুনিয়াদ বা ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর প্রথমটি হচ্ছে ঈমান। মানুষকে যদি পশু থেকে আলাদা করতে হয়, পাশবিকতা ও পৈশাচিকতার দৌরাত্ম্য থেকে মানুষের সমাজকে মুক্ত করতে হয় তাহলে মানুষের মনমগজে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলির ধারণা, আল্লাহর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, শক্তির ধারণাই মানুষকে পশু প্রবৃত্তি দমন করে মানবতা

www.pathagar.com

মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে আখিরাতের ধারণা, দুনিয়ার গোপন ও প্রকাশ্য সব কার্যক্রম ফাঁস হওয়ার আশঙ্কাই মানুষ প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের আলোচনাই মানুষের motivation-এর জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখে। এই দুটির পরিপূরক বাকি চারটি মৌলিক ইবাদত যথা– নামায, যাকাত, সাওম এবং হজ্জ। নামায প্রতিদিনের কর্মসূচি। দিনে পাঁচবার একযোগে ঈমানদারগণ এতে অংশগ্রহণ করেন, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানকে সক্রিয় করে এই ইবাদত। বাস্তব ময়দানে সমস্ত কাজে-কর্মে আল্লাহ ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করে থাকে নামায।

যাকাতের মাধ্যমে সম্পদশালী মানুষ বছরে একবার তাদের সম্পদ থেকে আল্লাহর নির্দেশে গরিবদের জন্য তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়। এটা করুণা নয়। গরিবদের পাওনা আদায়ের মানসিকতা নিয়েই ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে যাকাতের অর্থ জমা দিতে হবে। কোনো প্রতিদান বা সুনাম-সুখ্যাতির প্রবণতা ছাড়াই আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের ট্রেনিং এটা।

সম্পদশালী লোকগণ জীবনে একবার হজ্জ করতে গিয়েও অনুরূপ প্রশিক্ষণ লাভ করে। সাধারণত সম্পদ মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে বিধায় তাদের জন্য অতিরিক্ত দুটি কোর্স দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন কোর্স হলো নামায আর রোযা। আত্মগঠনের জন্য, আত্মসংযমের শক্তি অর্জনের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর আইন মানার মন-মানসিকতা তৈরির জন্য এবং এ জন্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য যে তাকওয়ার দরকার রোযার মাধ্যমে আল্লাহ সেই তাকওয়া সৃষ্টি করতে চান।

মূলত মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার প্রথম এবং প্রধান দিকই হলো ঈমান বিল গায়েবের বাস্তব প্রশিক্ষণ, যা আর কোনো ইবাদতের মাধ্যমে এত কার্যকর হয় না। একজন রোযাদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানাহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা পরিহার করছে, নির্জনে নিরালায় সুযোগ পেয়েও পায়ে ঠেলে দিচ্ছে কিসের জন্য? একমাত্র আল্লাহর দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব নয়– এ জন্যই। আজকে না হলেও আখিরাতে এটা ফাঁস হবে এ উপলব্ধিই এর প্রধান কারণ।

আজকে আমাদের সমাজের মানুষ যাদেরকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হলে আল্লাহপ্রদত্ত এ ফরয ইবাদতগুলোর বাস্তব প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আর এ প্রশিক্ষণের প্রথম এবং প্রধান জায়গা হলো ঘর। নারীরাই হচ্ছে এ ঘরের

www.pathagar.com

রানী। প্রধান পরিচালিকা। ঘরকে সন্তানসহ পরিবারের সবার জন্য প্রশিক্ষণাগারে পরিণত করতে হবে। যদিও মানবচরিত্র গঠনে ২টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক. Genetical (বংশগত) দুই. Environmental (পরিবেশগত)। বাবা-মার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানরা Inheri উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। কাজেই সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বেই সুন্দর নৈতিক চরিত্রবান সন্তানের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সন্তান জন্মগ্রহণের পর পরিবেশকে অনুকূল রাখতে হবে। আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী বাসার পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব মাতা-পিতার। যেহেতু বাবা বেশিরভাগ সময় বাইরে কাটান এবং সন্তান মায়ের সঙ্গেই থাকে তাই মাকে শিক্ষিত হতে হবে। যে আলোচনাগুলো করেছি সে বিষয়গুলো ভালোভাবে মাকে বুঝতে হবে এবং আচার-আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সন্তানের মনে যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আচার-আচরণে যেন এর প্রতিফলন ঘটে সে বিষয়ে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। যেমন– খাওয়া-দাওয়ায় হালাল-হারাম মেনে চলা, কাউকে দেখলে সালাম দেওয়া, পারিবারিক পর্দার পরিবেশ সৃষ্টি করা। একটু বড় হলে নামাযে অভ্যস্ত হওয়া। সবাই একসঙ্গে ইফতার করা। ছোট অবস্থায় বা অসুস্থ হলেও রোযার সম্মান রক্ষা করে কারও সামনে না খাওয়া। ঝগড়া-ঝাটি না করা। ক্ষমা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু রোযার মাসে নয় বরং সারা বছরই এগুলো Practice করাতে হবে। কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখেন, কাজেই মানুষের ভয়ে বা বাবা-মার অগোচরেও কোনো অন্যায় কাজ করা যাবে না। এগুলো যদি বাচ্চাদের মনে গেঁথে দেওয়া যায় তাহলে সন্তানরা এভাবে অসৎ সংসর্গে পড়ে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

এ জন্য রমযান মাসকে বেছে নেওয়া যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বাচ্চাদের স্কুল যদি পরিকল্পিতভাবে এ সময় বন্ধ রাখেন তাহলে মায়েরা সারাদিনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামকে সাজাতে পারেন নিজের মনের মতো করে। স্কুলে বা বাইরে যাওয়ার ঝামেলা না থাকলে দিনে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া যায়। কুরআন নাযিলের মাস রমযানে কুরআন তিলাওয়াত এবং বোঝার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি সহজ হয়। রাতে সম্ভব হলে খতম তারাবিতে অংশ নেওয়া যায়।

রমযানের শেষে আসে ঈদ। আমাদের দেশে কেনাকাটার একটা Culture আছে। কে কত latest ফ্যাশনের ড্রেস কিনতে পারে– চলে তার প্রতিযোগিতা। ছোটদের ক্ষুদ্র মনে এ ব্যাপারেও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ঈদে নতুন জামা পরার

www.pathagar.com

আনন্দ আছে। পরা ভালো, কিন্তু অনেক ভাগ্যবিড়ম্বিত মানব সন্তান আছে, যারা প্রয়োজনীয় কাপড়ও পায় না। ক্ষুধায় ন্যূনতম খাবারও জোটে না তাদের। তাদের সাথে Share করতে শেখাতে হবে। যা যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম শেখায়। যাকাত ছাড়াও দান-সদকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে অভাবীদের সঙ্গে Share করতে হবে। এভাবেই মায়েরা, বড়বোনেরা গোটা রমযান মাসের সময়কে সাজাতে পারেন। আজকের শিশুই আগামী দিনের কর্ণধার। যদি সুস্থ সমাজ গড়তে হয় তবে পরিবারকে সুন্দর এবং আদর্শ বানাতে হবে। তাই বলে পিতা বা ভাইয়ের কোনো ভূমিকা নেই তা নয়। মনে রাখতে হবে, সবার সম্মিলিত চেষ্টায়ই কেবল গড়ে উঠতে পারে সুন্দর পরিবার, সুন্দর সমাজ তথা সুন্দর পৃথিবী। আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের দু'আ ও মুনাজাতের একটি বিশেষ ভাষা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সূরা ফোরআনের শেষ রুকূতে। আসুন আমরা সেই দু'আর মর্ম উপলব্ধি করে সেই ভাষায় দু'আ করতে অভ্যস্ত হই: 'হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের/স্বামীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও ও আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের জন্য আদর্শস্বরূপ বানাও।' (সূরা ফোরকান : ৭৪)

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কাকের গোশত নাকি কাকে খায় না। প্রবাদটি জানা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অবস্থাদৃষ্টে প্রবাদটি আর সঠিক মনে হচ্ছে না। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলছিলাম। রাজনীতিবিদদের এখন মহা দুর্দিন। কে কতটা পাপ করেছেন, তা বিচারেই প্রমাণ হবে। কিন্তু বদনাম ঘিরে ধরেছে সবাইকে। এ অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করছে। এমনকি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানও অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অনির্বাচিত সরকার বেশি দিন দেশ চালাতে পারে না। জনজীবনও এখন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। তৈল, নুন, আটাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এখন আকাশচুম্বী। স্বল্প আয়ের তো বটেই সব পর্যায়ের মানুষেরই এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। কিন্তু অনেকটাই নির্বাক তারা। কারণ, দেশে এখন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান। এ যেন সেই গল্পের মতো 'কাঁদতে কেহ পারবে না আর যতই মরুক শোকে।' এমতাবস্থায় দেশপ্রেমের ন্যূনতম দাবি দেশের কল্যাণের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো। রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই মতপার্থক্যকে কখনই দেশের দুর্দিনে বড় করে দেখা উচিত নয়। দেশ যখন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে।

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যে প্রচার প্রোগাগাণ্ডা চলছে, সে সম্পর্কেই আমি বলতে চাচ্ছি। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ দেশে একটি পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। দেশের সূচনালগ্ন থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ দলের সর্বস্তরের জনশক্তি সার্বিকভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে আসছে। নিন্দুকেরা যত কথাই বলুক না কেন, তারা নিজেরাও জানে- জনগণতো জানেই জামায়াতে ইসলামীর নীতি-পন্থা, কাজ-কর্ম নিয়ে নেতিবাচক প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। এদের নিঃস্বার্থ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের সম্পর্কে সকলেই জানে। এরা টাকার বিনিময়ে কাজ করে না বরং এরা আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। এর বহু প্রমাণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময়ে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে সততা এবং স্বচ্ছতার যে প্রমাণ এই দলের নেতা-কর্মীরা দিয়েছে তাও জনগণের অজানা নেই। এককথায় বলা যায়, দেশের উন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য যা দরকার তা এ দলের

www.pathagar.com

নেতা-কর্মীরা করে যাচ্ছেন। তবে কেন এত বিরোধিতা? টিভি চ্যানেলগুলোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো (সব নয়) পত্রিকার পাতাগুলোতে যেভাবে প্রচার প্রচারণা চালানো হয় তাতে মনে হয় যে, দেশের কল্যাণ নয় বরং একটি বিশেষ দলের বিরোধিতা করার জন্য এরা কোমর বেঁধে নেমেছে। গ্রামে একটা খারাপ প্রবাদ আছে 'সতীনের পাতে ছাই ঢেলে খাব।' অর্থাৎ নিজে ছাই খেলাম তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সতীনের সঙ্গে হিংসা করা তো হলো। আজ বাংলাদেশের এ চরম দুর্দিনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেখানে দলমত নির্বিশেষে এক হয়ে দেশকে বাঁচানোর কথা সেখানে কেন এ ধরনের কর্মকাণ্ড? এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রামের হাটে অনেক পকেটমার থাকে। এদের আবার ছোটখাট একটা দল থাকে। কোনো পকেটমার যদি ধরা পড়ে তখন পুরা দল এসে হৈ চৈ শুরু করে। পারলে নিজেরাই পকেটমারকে লোক দেখানো মারধর করে। আর এই ফাঁকে পকেটমার সটকে পড়ার সুযোগ পায়।

আমি জানি না, যারা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করছে তারা কাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এদেশে কাজ করে চলেছে। আপন ভালো পাগলেও বোঝে। আমরা কি পাগলের চেয়েও অধম? দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সৎ নিষ্ঠাবান যোগ্য নাগরিক তৈরির জন্য জামায়াতে ইসলামীর যে কার্যক্রম তা একবারও দেখার চেষ্টা এরা করেন না। মানুষ হিসেবে মানবীয় কার্যক্রমে ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। কিন্তু যারা বা যে দল সচেতনভাবে দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে কাজ করে তাদেরকে একটু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে যেমন অনেক Confusion দূর হয় তেমনি দেশ ও জাতি তাদের কাছ থেকে উপকৃত হয়।

সেদিন একটা চ্যানেলে আলোচনা শুনছিলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক বক্তা পরিষ্কার বললেন যে, যদি বাংলাদেশে আবার ইসলাম কায়েম করতে হয় তবে কেন আমরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছি। অর্থাৎ তারা পরিষ্কারভাবে বলতে চান যে, ইসলামের জন্যই তারা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ বাংলাদেশের তথা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের জনগণ কিন্তু অন্য কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। ইসলামের নামে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল সত্য। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকবৃন্দ সেখানে ইসলাম কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ তারা করেছে। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী ছিল, তাই পূর্বপাকিস্তান ছিল সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত। দুই পাকিস্তানের ভাষা ছিল ভিন্ন। স্বভাবতই মাতৃভাষার মূল্য মানুষের কাছে তুলনাহীন এটা একটা আবেগ অনুভূতির বিষয়। পাকিস্তানের তৎকালীন

www.pathagar.com

শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পূর্বপাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের যাবতীয় স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছিল প্রতিবাদমুখর। এর জন্য বারবার নেতৃবৃন্দকে জেল-যুলুমের শিকার হতে হয়েছে। এমনকি এক পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ পর্যন্ত করা হয়েছে। এটা ইতিহাস সচেতন সবারই জানার কথা। অত্যাচার যুলুমের পরিণাম কখনই ভালো হয় না। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগণও পূর্বপাকিস্তানকে ধরে রাখতে পারেননি। পরিণামে বাংলাদেশ নামে পৃথক একটি রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে। জামায়াতে ইসলামী কখনই পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ছিল না। কাজেই শাসকদের অন্যায়-অবিচারের দায়ভার জামায়াতের উপর আসে না। যে মুহূর্তে বাংলাদেশ অস্তিত্ব লাভ করেছে সেই মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিজেদের স্বাধীনতা মনে করেছে এবং এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শুধু তাই নয়, যখন অন্যান্য দলের অনেক রাজনীতিবিদের সততা, দক্ষতা ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে তখনো জামায়াতে ইসলামী তার সততা ও দেশপ্রেম বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সমস্ত বিশ্বে শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই এ দলের লক্ষ্য। যারা যে দেশের নাগরিক তারা সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। যেহেতু কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক আল্লাহর জমিনে প্রতিনিধিত্বের জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাই এ কাজ সবার জন্য অবশ্য করণীয় এবং এ কাজের জবাবদিহিতাও আল্লাহর কাছে করতে হবে। অসৎ অপকর্মের কথা দুনিয়ার কেউ না জানলেও আল্লাহ সব জানেন, এমনকি অন্তরের অন্তঃস্তলে কোনো খারাপ ইচ্ছা লুকিয়ে রাখলেও আল্লাহ জানেন– এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী বাহিনীকে গড়ে তোলা হয়। এরপরেও মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে তাওবা এস্তেগফারের সুযোগ তো আছেই। এছাড়া দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। কাজেই নিজে সৎ থাকার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনও ঈমানদারের কর্তব্য।

আমাদের এদেশ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। আমরা মুসলিম। ইসলামের জন্য এদেশের মানুষ জীবন দিতে পারে। কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে শহীদ হওয়ার ইতিহাস কারো ভোলার কথা নয়। কাজেই ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু এদেশের তৌহিদী জনতা মেনে নেবে না। একথা স্মরণ রাখলেই দেশকে বিভাজন থেকে, যাবতীয় ফেতনা থেকে মুক্ত করা যাবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ৭ ডিসেম্বর, ২০০৭

www.pathagar.com

আল্লাহ আমাদের ঈমানের নিয়ামত দান করেছেন

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটি বলতে চাই। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই অদ্ভুত। তার সকল কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারটি এমন নয়। মুমিনের জীবনে আনন্দের কোনো বিষয় ঘটলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। মুমিনের জীবনে কোনো দুঃখের বিষয় ঘটলে সে সবর অবলম্বন করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।'

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের ঈমানের নিয়ামত দান করেছেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। সর্বোপরি, কুরআন এবং সুন্নাহর নিয়ামত আমাদের কাছে আছে। কাজেই আমরা ভালো আছি। কেন ভালো থাকব না, যখন একথা জানা যে, আমাদের সবাইকে এ দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে– মাত্র দু'দিনের এ দুনিয়া! পরীক্ষার জন্য আল্লাহ মানুষকে এখানে পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা রকম বাধা-বিপত্তি, যুলুম নির্যাতন আসতে পারে, এসেছেও যুগে যুগে। মনুষ্যত্বের মডেল শেষ নবী (স)সহ অতীতের সমস্ত নবী-রাসূলগণই জাহেলী সমাজে নির্যাতন ভোগ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণও ভোগ করেছেন যুলুম নির্যাতন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা কুরআন সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন, তারাও রেহাই পায়নি। যেমন রেহাই পাচ্ছে না বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ সর্ব পর্যায়ের নেতাকর্মীগণ। তাদের যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে। যখন এ সংজ্ঞায় কুলাচ্ছে না তখন বলা হচ্ছে, এরা মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী। বলা হচ্ছে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধ তারা করেছে। অথচ স্বাধীনতার ৪০ বছরেও এদের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো জায়গায় মামলা হয়নি। উপরন্তু এদের ঈমানদারি, সততা, শুদ্ধতা শুধু এলাকাবাসী নয় বরং সমগ্র দেশবাসী জানে।

গত জোট সরকারের আমলে জামায়াতের দুইজন মন্ত্রী ৩টি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ৩টি মন্ত্রণালয়ে আওয়ামী লীগ সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজেও কোনো দুর্নীতি আবিষ্কার করতে পারেনি। অনেক মিথ্যাই এরা বানিয়েছে, কিন্তু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মিথ্যা তারা বানাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ১০

www.pathagar.com

ট্রাক অস্ত্র মামলা এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি বানিয়েছে।

বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধী দল। যুদ্ধাপরাধী কাকে বলে? যুদ্ধচলাকালীন সময়ে যারা খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধ করেছে তারা যুদ্ধাপরাধী। গোটা বিশ্ব জানে, জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি কখনো এ ধরনের অপরাধ করে না। হ্যাঁ, যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ অসৎপরায়ণ হয় তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত; কিন্তু জামায়াতে ইসলামী সেই সংগঠন, যে সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করে সত্যিকার খোদাভীরু ঈমানদার মানুষে পরিণত করার চেষ্টা চালানো হয়। কাজেই সমষ্টিগতভাবে জামায়াতে ইসলামীকে কখনো ওই দোষে দুষ্ট বলা যাবে না। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যও থাকে দেশের কল্যাণের জন্যই, দেশকে ভালোবাসার কারণেই। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বছরে মাঠে ময়দানে সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশকে তারা ভালোবাসে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর যদি কোনো অপরাধ থেকে থাকে তা হলো, এ দল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে বাস করতে পারবে। মানুষের মনগড়া আইনে কখনো কোনো সমাজে শান্তি-কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একমাত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সুখী-সমৃদ্ধ কল্যাণরাষ্ট্র গঠন সম্ভব। আর এ অপরাধে (?) .... শুধু এ অপরাধেই জামায়াত নেতৃবৃন্দের ওপর এ যুলুম নির্যাতন।

জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, এত সহজেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমরা এখনো সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? তাদের ওপর বহু নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট এসেছে। তাদের অত্যাচারে নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত করা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত রাসূল ও তাঁর অনুসারীগণ আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।' (সূরা বাকারা : ২১৪)

আজ আমরা যারা নির্যাতিতদের পরিবারবর্গ,... আমরাও মানুষ, আর মানুষ হিসেবে আপনজনদের প্রতি মায়া মহব্বত থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ঈমানদার। আর ঈমানদারদের আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

www.pathagar.com

ঈমান যে কয়টি বিষয়ের ওপর আনতে হয়, তাকদীরে বিশ্বাস তার মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ যার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তার অন্যথা হবে না কখনোই। 'পৃথিবীতে এবং তোমার ব্যক্তি সত্তার ওপর যেসব বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়, তার একটিও এমন নয় যে তা সংঘটিত হওয়ার আগে আমি একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। অবশ্যই এমনটি করা আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ। (সূরা হাদীদ : ২২)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায়, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এ কথা বিশ্বাস করে, আল্লাহ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক, যেকোনো বিপদ-মুসিবত তার অনুমোদনক্রমেই আসে এবং তিনি চাইলেই তা দূর করতে পারেন, সেই ব্যক্তি তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক লাভ করেন। এই বিশ্বাস তাকে কঠিন পরিস্থিতিতেও সবর অবলম্বন করার শক্তি জোগায়। এ ধারণাও তার মনে জাগ্রত থাকে যে, নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কল্যাণ সাধনের জন্যই আল্লাহ তাকে এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। সে হতাশাগ্রস্ত হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরও বলেন, 'এইসব এ জন্য, যাতে কোনো কিছু হারালে তোমরা ভেঙে না পড় এবং তিনি তোমাদের বড় কিছু দিলে তোমরা উল্লাসে ফেটে না পড়। আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা হাদীদ : ২৩)

দুনিয়াতে আনন্দিত ও বিমর্ষ হয় না এমন কেউ নেই, তবে মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে, আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে ধৈর্যে পরিণত করা। মুহাম্মদ (স) বলেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে নবী-রাসূলদের ওপর, এরপর তাদের নিকটবর্তীদের ওপর। এরপর তাদের নিকটবর্তীদের ওপর।'

সা'দ (রা) জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবত কাদের ওপর আপতিত হয়?' রাসূল (স) বলেন, আম্বিয়াগণের ওপর, অতঃপর তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের ওপর। আল্লাহ প্রত্যেক বান্দাকে তার দীনদারির মান অনুযায়ী পরীক্ষা করেন।'

মুহাম্মদ (স) বলেন, 'কষ্ট বেশি হলে বিনিময়ও বেশি। আল্লাহ যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি এই পরীক্ষায় অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' মুমিনের সকল কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, যদি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা সঠিক হয়। সূরা ইউনূসের ১০৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যদি তোমাদের কষ্টে ফেলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তা দূর করতে পারে, তিনি যদি

www.pathagar.com

তোমাদের কোনো কল্যাণ করতে চান, এমন কেউ নেই যে তা রুখে দিতে পারে। তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।'

সূরা আন'আমে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্টে ফেলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই তা দূর করতে পারে। আর তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ করতে চান, তাহলে তিনি তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

মানুষের ওপর বিপদ-মুসিবত আসে মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। সোনাকে জ্বালিয়ে যেমন খাদমুক্ত করা হয়, বিপদ-মুসিবত দিয়ে তেমনই খাঁটি মুমিনদের বাছাই করা হয়, তৈরি করা হয় বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের জন্য। আল্লাহ মুমিনদের জানিয়ে দেন না যে, কে খাঁটি আর কে মেকি। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষা হিসেবে বিপদ-মুসিবত পাঠান, যার মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদের কিছুতেই বর্তমান অবস্থায় থাকতে দেবেন না। তিনি অপবিত্র লোকদেরকে পবিত্র লোকদের থেকে আলাদা করবেনই।' (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

জামায়াতে ইসলামীর ওপর যে যুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে দুনিয়াবাসী তা প্রত্যক্ষ করছে। এ কথা আজ সবার কাছেই দিবালোকের মতোই পরিষ্কার যে, তারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এবং এটা শুধু বাংলাদেশেই নয় গোটা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন সংকটকাল অতিক্রম করছে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর জমিনে তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই, কাফিরদের জন্য তা যতই কষ্টকর হোক। এটা আল্লাহর ওয়াদা। বাস্তবতা বড়ই কঠিন, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনেক কিছুই বলা সহজ হলেও বাস্তবকে মোকাবেলা করা বড়ই কষ্টকর। আল্লাহ মুমিনদের এভাবেই পরীক্ষা করেন। হৃদয় ভেঙে যায়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারো কাছেই মাথানত করা নয়, করুণা ভিক্ষা নয়, বরং সত্যের এ সংগ্রামে আল্লাহই আমাদের অভিভাবক।

কত জঘন্য কথাই না এরা বলছে, অথচ যাদের সম্পর্কে বলছে তাদের পবিত্রতার বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তাই ইসলামী আন্দোলনের অভিভাবক আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দরবারে আমরা আমাদের সমস্ত দুঃখ-বেদনা পেশ করছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা : ৪ নভেম্বর, ২০১১

www.pathagar.com

জামায়াতের শীর্ষ নেতারা কেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই পত্র-পত্রিকা পড়া এবং সংবাদ দেখা আমার অভ্যাস। হলুদ সাংবাদিকতার কথা আমার জানা আছে। গোয়েবলসের কথাও আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হই, মানুষ কতটা অন্ধ এবং বিদ্বেষপরায়ণ হলে এভাবে মিথ্যা প্রচারণা অবিরত চালিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, জামায়াতে ইসলামীর কথাই বলছিলাম। দেশে এখন সংস্কারের হাওয়া বইছে। জরুরি অবস্থার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও রাজনৈতিক আলোচনা পর্যালোচনাই এখন খবরের মুখ্য বিষয়। সব দলই সংস্কারের ইস্যুতে কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে বড় অনেক দলের নেতাকর্মীই বিভিন্ন অন্যায় অপকর্মের দায় মাথায় নিয়ে কারাভোগ করছেন। অনেক শীর্ষ নেতারাও এর মধ্যে রয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী এমপিও বাদ যাননি। এখন অনেকেরই মাথা ব্যথা জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে। জামায়াতের শীর্ষ নেতাগণ/ সাবেক মন্ত্রীরা নাকি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলেন। যেকোনো উপায়ে তাদেরকে ধরাতেই হবে। নইলে কেয়ারটেকার সরকারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। অথচ জামায়াতে ইসলামীর বেশ কয়েকজন এখনো কারাবদ্ধ আছেন। যদিও তাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। আমি অবাক হই জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য কোনো দলের নেতা-নেত্রীকে তো কেন ধরা হলো না একথা বলে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয় না। বরং দেখা যায়, যখন শেখ হাসিনা গ্রেফতার হন তখন খালেদা জিয়া তার প্রতিবাদ করেন। আসলে কি আমার মনে হয় অনেক রাজনীতিবিদ রাজনীতিকে একটা ব্যবসা মনে করেন। কোনো অসৎ ব্যবসায়ী যেমন সৎ ব্যবসায়ীকে ব্যবসা চালাতে দিতে চায় না তেমনি অসৎ রাজনীতিবিদগণও সৎ রাজনীতিবিদদের বরদাশ্‌ত করতে চায় না। কারণ একটাই সেটা হলো, সৎ ব্যবসায়ীদের সততা যদি সাধারণ মানুষ একবার বুঝে যায় এবং এর কল্যাণকারিতা টের পায়, তবে অসৎ ব্যবসায়ীদের আর ঠাঁই হবে না। তেমনি রাজনীতি করেও সৎ থাকা যায় এবং এটা যদি সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে এবং দেশের কল্যাণের জন্য সৎ রাজনীতিবিদ দরকার– এটা টের পায়, তবে অসৎ রাজনীতিবিদদের এ সমাজ থেকে বিতাড়িত হতে হবে। আর যেহেতু কুরআনি শিক্ষা ছাড়া নীতি-নৈতিকতার উপর টিকে থাকা যায় না– আল্লাহর ভয় ছাড়া

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত থাকা সম্ভব নয়, আর যেহেতু জামায়াতে ইসলামী কুরআনের শিক্ষা ও আল্লাহর ভয় মেনে জীবনযাপনের চেষ্টা করে। তাই জামায়াত বিষয়ে এদের এত গাত্র দাহ, এত আক্রোশ– কুরআনের উপর ইসলামের উপর। সমাজকে কুরআনমুক্ত করতে পারলেই যেন এরা বাঁচে। এ ক্ষেত্রে মুসলমান নামধারী ইসলাম বিদ্বেষীগণ অমুসলিমদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। যেনতেনভাবে ইসলামকে মসজিদের মধ্যে বন্দী করতে পারলেই যেন তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বন্দী হলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম তার স্বকীয়তা এবং কার্যকারিতা হারাবে।

একটা কথা প্রচলিত আছে 'আপন ভালো পাগলেও বোঝে।' আমার দেশের ভালোমন্দ আমরা বুঝি না– আমরা কি পাগলের চেয়েও নিকৃষ্ট? কারা সৎ মানুষ কারা অসৎ এটা তো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়ানোর ব্যাপার নয়। মানুষ এটা এমনিতেই বোঝে। জামায়াতে ইসলামীর দুইজন মন্ত্রী যে তিনটি মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন সেটা তো বিগত দশ বছর আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মন্ত্রীরাও চালিয়েছিল। সেখানে সচিব থেকে শুরু করে কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ তো জামায়াতে ইসলামীর নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল না। এরা তাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে যেয়ে কোনো অনিয়ম পেলে কি এমনিতেই ছেড়ে দিত? এরপরও এসব মন্ত্রণালয় আছে। তাদের সমস্ত কাজের রেকর্ড আছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন সেসব মন্ত্রণালয় চালাচ্ছে তারাও নিশ্চয়ই অন্ধ নন? কাজেই বাতাসে তলোয়ার না ঘুরিয়ে বাস্তবে যদি কিছু থাকেই সেটা দেখানো দরকার। কিন্তু সেটা কেউই পারছেন না। আর যা নেই তা কী করে তারা খুঁজে পাবেন।

জামায়াতের মাননীয় সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী তো এক সাক্ষাৎকারে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, 'আমাদের মন্ত্রণালয়ে কোনো দুর্নীতি কেউ খুঁজে পাবে না।'

আসলে জামায়াতে ইসলামীর পরিচয় দেশবাসীর সঠিকভাবে জানা দরকার। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে। এ দলের সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র আছে। এ গঠনতন্ত্রে মৌলিক আকিদা বিশ্বাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধারা উপধারায় অত্যন্ত পরিষ্কার করে সবকিছু বর্ণনা করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে বই আকারে এ গঠনতন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়। এটা শুধু বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং গঠনতন্ত্রের প্রতিটি নিয়ম-কানুন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ সংগঠনে পালন করা হয়। অভ্যন্তরীণ নির্বাচন থেকে শুরু করে সবকিছুই

www.pathagar.com

অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক এবং সুশৃঙ্খলভাবে পালন করা হয়। এ সংগঠনের নির্বাচন পদ্ধতিও অত্যন্ত চমৎকার। এখানে কোনো পর্যায়েই কেউ প্রার্থী থাকে না। সদস্যদের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে নেতা নির্বাচিত হন। নেতৃত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট করে গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে। এটা একটা আমানত। এ আমানতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সদস্য থেকে শুরু করে প্রতি পর্যায়ের দায়িত্বশীলেরই শপথের ব্যবস্থা আছে। এ শপথ মেনে চলার তাগিদও দায়িত্বশীলগণ অন্তরে অনুভব করেন।

যেহেতু কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক চলাই এ সংগঠনের মূলমন্ত্র, এজন্যে কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী 'আল্লাহ মুমিনের জান-মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন'– এ ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্যে জামায়াতের সর্ব পর্যায়ের নেতা-কর্মীগণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয় বরং পকেটের টাকা দিয়ে সংগঠন করে। নিজের উপার্জন লব্ধ অর্থের কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ প্রত্যেক সদস্য বাধ্যতামূলকভাবে বায়তুলমালে দেয়। এটা জোর জবরদস্তি করে নেওয়া হয় না বরং ঈমানের দাবিতে তারা এ অর্থ দেয়। এটাও কুরআনের শিক্ষার ফল। এখানে চাঁদাবাজি নির্বাচন (মনোনয়ন) বাণিজ্য নেই।

আমি জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এতগুলো কথা বললাম এজন্যে যে, প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় এবং অন্যান্য মিডিয়াতে এ সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। জামায়াতের গায়ে নাকি সংস্কারের হাওয়া লাগেনি। আপনারাই বিবেচনা করুন যে, এরপর কী সংস্কার জাতি তাদের কাছে চায়?

জামায়াতে ইসলামী সৎ মানুষ তৈরির একটা সংগঠন। ইউনিট বৈঠক থেকে শুরু করে সর্ব পর্যায়ে যেভাবে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক মানুষের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা হয় তা আমার দৃষ্টিতে অনন্য। এ সংগঠনে যে ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখার পদ্ধতি রয়েছে যার বিকল্প কিছুতেই খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যদি কেউ উন্মুক্ত মন নিয়ে এ রিপোর্ট বইয়ের পুরাটা পড়েন তাহলে অবশ্যই আমার কথার সত্যতা খুঁজে পাবেন। ব্যক্তিগতভাবে কুরআন হাদীস পড়ার সাথে সাথে আত্মসমালোচনার যে শিক্ষা এতে রয়েছে এতে মানুষের সংশোধন না হয়ে কোনো উপায় নেই। মানুষের অনেক খারাপ কর্মই হয়ত লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু যার বিষয় সে জানে আর জানেন গোটা বিশ্বের মালিক যিনি অন্তরের অন্তঃস্তলের সব কথা জানেন, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোনো মানুষ যদি একান্তে আল্লাহকে হাজের নাজের জেনে প্রতিদিন নিজের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে তবে সে কি খারাপ থাকতে পারে?

www.pathagar.com

এটাই আত্মসমালোচনা। যা জামায়াতের কর্মীদেরকে নিয়মিত করতে হয়। এখন বলুন, এভাবে যারা তিলে তিলে গড়ে উঠে তারা কেমন করে অসৎ হতে পারে বা অসৎ থাকে? যে যতবড় দায়িত্বশীল তার রিপোর্ট তত ভালো এটাই নিয়ম। এ সংগঠনে আমীরে জামায়াত থেকে শুরু করে সবারই নির্দিষ্ট ফোরামে রিপোর্ট নিয়মিত পেশ করতে হয়। রিপোর্ট মানের নিচে গেলে জবাবদিহি করতে হয়। এভাবেই জামায়াতে ইসলামীতে তৈরি হয়েছে একদল সৎ ঈমানদার মানুষ। যারা শুধু কুরআন হাদীসেই দক্ষ নয় বরং দুনিয়ার কাজ-কর্মে তারা সমান দক্ষ। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনায়ও। যার সাক্ষ্য তারা রেখেছেন বিগত জোট সরকারের আমলে তিনটি মন্ত্রণালয়ে। নিন্দুকেরা যাই বলুক না কেন, বাস্তবে যে এ মন্ত্রণালয়গুলো দুর্নীতিমুক্ত ছিল এবং দেশের অনেক কল্যাণ বয়ে এনেছে– একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। বিশেষ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে জোট সরকারের প্রথম ৩ বছরে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে দেশবাসী এটা প্রত্যক্ষ করেছে। বিস্তারিত বলার দরকার নেই। বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের একজন মাননীয় উপদেষ্টা, সে সময়ের সচিব, তিনিও এ ব্যাপারে প্রশংসার দাবিদার। আমি এটা বলছি না যে একজন সৎ মন্ত্রীই সব করেছেন বরং মন্ত্রীর সততার কারণে সবাই তাদের সততা এবং দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পেয়েছেন। ফলে মন্ত্রণালয় ভালো চলেছে এবং দেশ ও জাতি উপকৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে শিল্পমন্ত্রণালয়ও সাফল্যের মুখ দেখেছিল। দেশের রুগ্ন শিল্প বিশেষ করে চিনি কলগুলো স্বল্পতম সময়ে যে অবস্থায় পৌঁছেছিল তা অবশ্যই বিরাট সফলতা। এভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ও দুর্নীতিমুক্ত ছিল। আমি এ ব্যাপারে ব্যক্তির সফলতার চেয়ে আল্লাহর রহমতের কথাই বেশি করে স্মরণ করতে চাই। আল্লাহর রহমত থাকলে অল্প প্রচেষ্টায় অনেক সফলতা পেতে পারে। অনুরূপভাবে আল্লাহর রহমত বঞ্চিতগণ অনেক কাজ করেও ব্যর্থ হয়ে যায়। যাই হোক, সৎ মানুষেরা দেশের সম্পদ। সৎ কাজ দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে– একথা কেন আমরা ভুলে যাই। আমরা দেশকে ভালোবাসি, দেশপ্রেমিক একথা জোরেশোরে প্রচার করি। কিন্তু এটা কোন ধরনের দেশপ্রেম? একটা প্রশ্ন তোলা হয় '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। সে সময়ের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। কে অন্যায় করেছে আর কে করেনি এটা প্রমাণসাপেক্ষ। তবে একথা তো সত্য যে, মানুষের স্বভাব বদলায় না। এ সম্পর্কে গুণীজনের মন্তব্য 'একটা পাহাড় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে গেছে এটা সম্ভব হলেও মানুষের স্বভাব বদলানো সম্ভব নয়।' অত্যাচারী, মিথ্যুক, লোভী, অর্থলিপ্সু মানুষ খুব কমই সৎ সুন্দর হতে

www.pathagar.com

পারে। হ্যাঁ পারে! যদি সে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাওবা করে ভালো থাকার চেষ্টা করে। জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী যারা যেখানে যে অঞ্চলে যে মহল্লায়ই থাকেন তারা ভালো মানুষ হিসেবেই সেখানে পরিচিত। তবে কেন এই কুৎসা? সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে করুন। বিচার হোক শাস্তি হোক। কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করা তো কখনোই জাতির জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। যারা এখন জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষে কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছেন তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে বৃহৎ ২টি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। বিগত ১০ বছর তারা ক্ষমতায় ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তারা বাধ্য হয়েছেন নিজেদের দলের লোকদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। অবশ্য অনেককে আমরা দেখেছি গডফাদারদেরকে নিয়ে নির্লজ্জের মতো গর্ব করতে। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু কোনোভাবেই জামায়াতের কারো গায়ে আঁচড় লাগেনি। এটা কি ম্যাজিক? হ্যাঁ। আমি সেই ম্যাজিকের সিক্রেটটাই আউট করতে চাই। সেটা হলো জামায়াতের সিস্টেম। সৎ লোক গড়ার কৌশল– মানুষের ভয়ে নয়; আল্লাহর ভয়ে, ভালো থাকার সৎ কাজ করার প্রবণতা। সর্বোপরি জান্নাত লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দুনিয়াতে মানুষ শান্তিতে থাকার জন্য মার্বেল দিয়ে বাতি তৈরি করে। দামি আসবাবপত্রে সেসব বাড়ি সজ্জিত করে। সেটা মাত্র কয়দিনের জন্য। কিন্তু সৎ কর্মশীলদের জন্য এর চাইতেও অনেকগুণ বেশি ভোগের সামগ্রী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তৈরি করে রেখেছেন, যা কোনো চোখ দুনিয়াতে দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো হৃদয় অনুভব করেনি এবং তা হবে চিরস্থায়ী। একবার কেউ সেখানে প্রবেশ করলে আর সেখান থেকে বের হবে না। সে সম্পদ হারানোর ভয়ও কারো থাকবে না। আর সেগুলো ভোগ করার জন্য তারা হবে চির যৌবনা। জান্নাতে জরা, বৃদ্ধের কোনো ভয় নেই কোনো কষ্ট নেই। সৎ এবং সত্যপন্থিদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখে সূরা ইউসুফে বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা মনে পড়ল। ইউসুফ (আ) ছিলেন একজন সৎ যুবক। ঘটনা চক্রে সৎ ভাইদের চক্রান্তে তিনি কিশোর বয়সে তার পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কাছ থেকে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হলেন। সেখান থেকে একদল বণিক তাকে তুলে নিয়ে মিসরের আজিজের কাছে বিক্রি করল। সেখানে তিনি আদর যত্নে লালিত-পালিত হলেন। হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন। মিসরের আজিজের স্ত্রী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে খারাপ কাজের আহ্বান জানালে তিনি সচ্চরিত্র থেকে খারাপ কাজের পরিবর্তে কারাগারকেই বেছে নিলেন। দীর্ঘ কারাভোগের পর তিনি সসম্মানে শুধু মুক্তিই পেলেন না বরং রাষ্ট্রের পুরা কর্তৃত্বের অধিকারীও হলেন। আমি ইউসুফ (আ)-এর পুরা ঘটনা

www.pathagar.com

এখানে বর্ণনা করছি না। কারণ এত স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়। কুরআনে সূরা ইউসুফে পুরা বর্ণনা এসেছে। আমি শুধু কতিপয় বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিষয়টি সামনে আনতে চাইছি।

ইউসুফ (আ)-এর বিষয়টি বুঝতে হলে যে সময়ে রাসূল (স)-এর উপর এই সূরাটি নাযিল হয়েছে, সে সময়ের অবস্থা বুঝতে হবে। এ সময়ে রাসূল (স)-এর সঙ্গে কুরাইশ সরদারদের দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ঘটনা উল্লেখ করে কুরাইশদেরকে একথা জানিয়ে দেন যে, আজ তোমরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করছ যেমন ইউসুফ (আ)-এর ভায়েরা তার সাথে করেছিল। কিন্তু তারা যেমন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত যাকে চরম নির্দয়ভাবে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল সেই ভাইয়ের পদতলেই নিজেদেরকে সঁপে দিতে হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি প্রয়োগ সফল হতে পারবে না। এটা ছিল একটা ভবিষ্যদ্বাণী। পরবর্তীকালের ঘটনাবলি তাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে।

কুরআন মাজীদ গল্প বলার গ্রন্থ নয়। এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে এবং রাসূল (স)-এর জীবনে যা ঘটেছে পরবর্তী যুগে উম্মতে মুহাম্মদীকে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতে হবে। সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা একদিকে ইয়াকুব ও ইউসুফের (আ) কর্মকাণ্ড ও চরিত্র এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আ) ভ্রাতৃবৃন্দ, বণিকদল, আযীযে মিসর তার স্ত্রী, মিসরের অভিজাত পরিবারের নারী সমাজ ও শাসকদের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র পরস্পরের মোকাবেলায় তুলে ধরেছেন এবং স্বীয় বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদের সামনে এ নীরব প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন যে, দেখ, তোমাদের সামনে ইসলাম একটি আদর্শ চরিত্র পেশ করছে। আল্লাহর বন্দেগী আখিরাতের জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কেবল এ চরিত্র গড়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে রয়েছে আরেকটি চরিত্র। কুফরী, জাহিলিয়াত, বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখিরাতের সাথে সম্পর্কহীনতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এ চরিত্র তৈরি হয়। এখন তোমরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞাসা কর যে এর মধ্যে কোন চারিত্রিক আদর্শটি কল্যাণকর এবং পছন্দনীয়।

আল্লাহ যে কাজ করতে চান তা যেকোনো অবস্থায়ই হয়ে যায়। মানুষ নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা অথবা বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা বদলাতে পারে না। ইউসুফ (আ)-এর ভায়েরা তাকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে ভেবেছিল যে, তারা তাদের পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলল। কিন্তু আসলে তারা এর মাধ্যমে ইউসুফকে উন্নতির এমন এক সিঁড়িতে চড়িয়ে দিল, যা আল্লাহ

www.pathagar.com

চাচ্ছিলেন। পক্ষান্তরে এ কাজ করে তার ভায়েরা যে ফল পেল তা এই যে, ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাওয়ার পর তারা নিজের ভায়ের সাথে সসম্মানে দেখা করতে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জা ও অনুতাপের সাথে মাথা নত করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার মিসরের আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিল, সে প্রতিশোধ নিল। কিন্তু আসলে সে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করে দিল। আর নিজে শাসকের স্ত্রী হিসেবে সম্মান পাওয়ার বদলে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লজ্জিত হলো। এর মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, আল্লাহ যাকে উঠাতে চান সারা দুনিয়ার লোকেরা মিলেও তাকে নিচে ফেলে দিতে পারে না। আবার দুনিয়ার মানুষ যদি তাকে নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহ সেই কৌশলের মাধ্যমেই তাকে উপরে উঠার পথ করে দেন। আর যারা তাকে নামাতে চেয়েছিল তাদের জন্য লাঞ্ছনা আর অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করতে চান কোনো কৌশলেই তাকে বাঁচাতে পারে না। কাজেই মানুষের নিজের উদ্দেশ্য এবং কাজের ব্যাপারে সীমারেখা অতিক্রম করা উচিত নয়। সাফল্য ও ব্যর্থতা আল্লাহর হাতে। কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র উদ্দেশ্যে সরল সোজা ও বৈধ পথ অবলম্বন করে সে আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে গেলেও তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে না। আর যে খারাপ উদ্দেশ্যে বাঁকা পথ অবলম্বন করে তাহলে সে আখিরাতে তো লাঞ্ছিত হবেই দুনিয়াতেও তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কিছুমাত্র কম থাকবে না। উপরন্তু সত্য পথের পথিকদের থাকে দুর্লভ মানসিক প্রশান্তি। বিরোধীদের কলাকৌশল তাকে বিন্দুমাত্র দুর্বল করতে পারবে না বরং ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

মূলত একজন মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তার বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতাও থাকে তাহলে সে সারা দুনিয়া জয় করতে পারে। দুনিয়াবাসী যতই তার চরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টা করুক না কেন, সত্য একদিন প্রস্ফুটিত হবেই হবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ৫ আগস্ট, ২০০৭

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অনির্বাচিত সরকার বেশি দিন দেশ চালাতে পারে না। দেশে নির্বাচন দরকার। আর তাই জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে সীমিত আকারে হলেও বাংলাদেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন মিলেছে। কিন্তু যে রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করবেন তাদের প্রতি যদি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেন তাহলে কেমন করে জনগণ তাদেরকে শাসকের আসনে বসাবে? কেমন করেই বা তারা দেশ চালাবে? বর্তমানে রাজনীতিকদের চরিত্র হননের জন্য যেসব আয়োজন চলছে তাতে আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতে কোনো ভালো মানুষ রাজনীতিতে আসবে কি না। মানসম্মান বোধতো সবারই আছে। রাজনীতি একটি মহান কাজ। দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা দেশের কল্যাণ তথা সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাই দেশপ্রেমিক মাত্রই দেশকে নিয়ে চিন্তা করেন– দেশের মঙ্গলের চেষ্টা করেন। দেশকে নিয়ে চিন্তা করলেও সবাই রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারে না। যারা পারেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। তারা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্যে কাজ করেন। কবির ভাষায়, 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই/ কেহ অবনি পরে সকলে আমরা সকলের তরে/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' এই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের চরিত্র হওয়া উচিত উন্নত, নির্লোভ, নিষ্কলুষ। অর্থের জন্য তারা এ মহান পেশা বেছে নেয় না। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে তারা কি খেয়ে বাঁচে? জীবিকার কী উপায় তাদের হবে? এফবিসিসিআই-এর সভাপতি তো বলেই ফেললেন- 'রাজনীতিতে যদি মধু না থাকে তবে মাছি কেমন করে আকৃষ্ট হবে।' হ্যাঁ, যারা মধুর জন্যে আকৃষ্ট হয় তারা মধু সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে। কে কত মধু সংগ্রহ করতে পারে চলে তার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ন্যায়নীতির প্রশ্ন অবান্তর। দেশ জাতির স্বার্থ গৌণ। মধুটাই সেখানে মুখ্য হয়। আর সে ক্ষেত্রে মহৎ কিছু আশা করা সোনার পাথর বাটির মতো।

আমি এ ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক জীবনের ওপর আলোকপাত করতে চাই। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল একজন এতিম মানুষ হিসেবে। জন্মের আগেই তিনি পিতাকে হারান। শিশু বয়সে মাকে হারান। মা বাবার অবর্তমানে দাদা লালন-পালনের ভার নেন। কিছুদিন পর

www.pathagar.com

দাদাকেও তিনি হারান। এরপর চাচার কাছে তিনি লালিত-পালিত হন। ছোট বেলায় মেষ চরিয়েছেন। একটু বড় হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। যৌবনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। যার সচ্চরিত্র ও সফলতার খবর পেয়ে মক্কার ধনাঢ্য মহিলা বিবি খাজিদা (রা) তাঁর নিজের ব্যবসায়ের তদারকির ভার তুলে দেন মুহাম্মদ (স)-এর হাতে। সেখানেও তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। এরপর তাঁর চরিত্র মাধুর্য দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে খাদিজার (রা) মতো বয়স্কা ধনাঢ্য মহিলা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এসবই ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুপরিকল্পনার অংশ। যাকে তিনি নবী বানাবেন- যিনি হবেন সমস্ত বিশ্বের নেতা তাকে কেন তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী বানাবেন? বিয়ের পর বিবি খাজিদা (রা) তাঁর অঢেল সম্পদ দীনের প্রচার প্রসারে তথা রাসূল (স)-এর জন্য দিয়ে দিলেন। সেই সম্পদ তিনি ব্যয় করেছেন আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী। এটাই ছিল রাসূল (স)-এর অর্থনৈতিক জীবনের গোড়ার কথা। তিনি রাজনীতি করতে যেয়ে, সম্পদ গ্রহণ করেননি। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য সমস্ত রাজনীতিবিদের জন্য তিনি Example পেশ করে গেছেন। তাঁর ভাষায় 'যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদও আমার হস্তগত হয় তবে সূর্যাস্তের আগেই আমি তা বিলিয়ে দেব।' যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখনও তিনি কোনো সম্পদ রেখে যাননি। এরপর আসে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। তারাও রাজনীতি করেছেন। শাসক হিসেবে দেশ শাসন করেছেন। তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই, তাঁরা জীবিকার জন্য নিজেরা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। যাদের রাষ্ট্রীয় কাজের কারণে জীবিকা অর্জনের সময় হয়নি তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কতটা? এ সম্পর্কে একটা ঘটনা উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওমর (রা) একদিন দেখতে পেলেন বাসায় কিছু মিষ্টান্ন রান্না হয়েছে, যেটা তাঁর কাছে বিলাসিতা মনে হয়েছে। তিনি খোঁজ নিলেন। কোত্থেকে অর্থ সংগ্রহ হলো। পরে জানতে পারলেন যে, তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যে অর্থ গ্রহণ করেন তা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে সেই টাকায় এ মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়েছে। তিনি পরবর্তীতে সেই পরিমাণ অর্থ কম গ্রহণ করতেন। কারণ তিনি হিসাব করেছিলেন যে, বায়তুলমাল থেকে ততটুকুই গ্রহণ করার অধিকার তার আছে, যতটুকু তাঁর প্রয়োজন। বিলাসিতার জন্য বায়তুলমাল থেকে অর্থ গ্রহণের অধিকার তাঁর নেই।'

www.pathagar.com

আমি কথাগুলো এজন্যে আলোচনায় আনলাম যে, আজ জাতি হিসেবে আমরা বড় দুর্দশাগ্রস্ত। যেন আমরা অন্ধকারে হাতড়ে মরছি। কোনো পথই আমাদের সামনে নেই। অথচ কত সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কত সহজ সমাধান। রাসূল (স)-এর বাণী: 'আমি তোমাদের জন্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এক. আল্লাহর কিতাব, দুই. রাসূলের (স) সুন্নাহ। যতদিন তোমরা এ দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন কেউ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।' দুর্ভাগ্য আমাদের। কোথায় সে কুরআন-সুন্নাহ। মুসলিম অধ্যুষিত এ বাংলাদেশে- যে দেশে মানুষ কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে শহীদ হতে জানে সে দেশে কুরআন-সুন্নাহর চর্চা নেই। নেই সেখান থেকে পথ নির্দেশিকা পাওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ। বরং মুসলমান নামধারীগণই ইসলামী রাজনীতি বন্ধের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা ইসলামী রাজনীতি করে তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না। বরং তারা ধর্মের জন্য রাজনীতি করে। রাসূল (স)-এর উম্মত হতে হলে তিনি যে কাজ করে গেছেন তার অনুসারীগণকেও সেই কাজই করতে হবে। এ সম্পর্কে পরিষ্কার আল্লাহর নির্দেশ, 'রাসূল (স) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।' এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীস খুবই উল্লেখযোগ্য। 'কিয়ামতের দিনে ফেরেশতাগণ হাউজে কাউসার থেকে উম্মতে মুহাম্মদীদের পানি পান করাবেন (যা বিশেষভাবে রাসূল (স)-কে দান করা হয়েছে)। অনেকেই পানি পান করবেন; কিন্তু কিছু লোককে ফেরেশতাগণ তাড়িয়ে দেবেন। তাদের পানি পান করতে দেওয়া হবে না। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করবেন, কেন তাদেরকে পানি পান করতে দেওয়া হচ্ছে না। তখন ফেরেশতাগণ জানাবেন যে, এরা নামকা ওয়াস্তে রাসূল (স)-এর উম্মত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা দুনিয়াতে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করেনি বা সেই পথে চলেনি।' আজ মুসলমান নামধারীদের ইসলামের বিরোধিতা করা দেখে হাদীসটির কথা নতুন করে মনে পড়ল। প্রশ্ন থাকতে পারে, কার কাজ আল্লাহর কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য কে জানে? অবশ্যই আমরা কেউই তা জানি না। কিন্তু আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহ তো আমাদের কাছে অবিকৃত অবস্থায়ই আছে। তবে Confusion কোথায়? মিলিয়ে দেখলেই তো হলো।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন Hot Issue জামায়াতে ইসলামী। সব দলে দুর্নীতির দায়ে অনেক বড় বড় মাথা ধরা পড়লেও জামায়াতে ইসলামীর কাউকে ধরছে না কেন? আসলে কাউকে ধরছে না এটা ঠিক নয়। কয়েকজনকে

www.pathagar.com

তো ধরেছে। তদন্ত হচ্ছে। অপরাধী হলে শাস্তি পাবে। মানুষ তো আর ফেরেশতা নয়? এটাও নয় যে, জামায়াতে ইসলামী করলেই সবাই ফেরেশতা হয়ে যাবে। বরং জামায়াতে ইসলামী সেই দল, যে দল আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল (স) যে কাজ করেছেন তাই করে। এ দলের গঠনতন্ত্রের মৌলিক আকিদা যা ধারা (২) এ বর্ণিত হয়েছে এ দলের সদস্যগণ তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলে। এ দলের অভ্যন্তরে যেমন গণতন্ত্রের চর্চা আছে তেমনি আছে একজন মানুষকে সৎ, যোগ্য, দায়িত্বশীল বানানোর সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম। দলের ফান্ডের ব্যাপারেও আছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। বিরোধীরা প্রশ্ন করে জামায়াতে ইসলামী টাকা পায় কোথায়? ছোট বেলায় শুনতাম সৌদি আরব দেয়। এখন অনেক পত্রিকায় দেখি আমেরিকা দেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখি, সদস্য হওয়ার পর নিজের কষ্টার্জিত অর্থের কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ বায়তুল মালে জমা দিতে হয়। পাঠক এটাকে যাকাত ভাববেন না। কুরআনের নির্দেশনা 'আল্লাহ ঈমানদারদের মাল ও জান বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। কাজেই জামায়াতের সর্বস্তরে কর্মীবাহিনী সাধ্যানুযায়ী জান মাল ব্যয় করে। ৬ মাসের বেতন একযোগে বায়তুলমালে দিয়ে দেওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। যারা জামায়াতকে জানেন, তাদের কাছে এটা সাহাবায়ে কেরামের কাজের মতো মনে হয়। যারা ইসলামী আন্দোলন করেন তারা মধু (?) পাওয়ার জন্যে ইসলামী আন্দোলন করেন না। কিন্তু যখন দেখা যায়, কোনোভাবেই জামায়াতের সততা, নিষ্ঠার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা সম্ভব নয় তখন ইসলাম বিরোধীদের আবদার 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' নিষিদ্ধ করা।

আজকেই এটিএন-এ লিড নিউজে এডভোকেট সুলতানা কামালের একটা কথা ভালো লেগেছে। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা বেআইনি। তিনি আইনের মানুষ। আইন তার ভালো জানা আছে। তিনি এও বলেছেন যে, দেশে এক একজনের জন্য এক এক রকম আইন হতে পারে না। আইন সবার জন্যে সমান। তাহলে কথাটা আমি তাকেই ফিরিয়ে দিতে চাই। অপরাধ প্রমাণিত না হলে যদি কাউকে অপরাধী বলা না যায় সেটা কি জামায়াতে ইসলামীর জন্য প্রযোজ্য নয়? সুবিচার ইনসাফ পাওয়ার অধিকার কি জামায়াতে ইসলামী হারিয়ে ফেলেছে? ছোট্ট একটা কথা দিয়ে এ লেখার ইতি টানতে চাই 'জামায়াতে ইসলামী অন্যায় করেনি এটাই তার বড় অপরাধ।'

দৈনিক সংগ্রাম : ২৭ অক্টোবর, ২০০৭

www.pathagar.com

ইসলামের মিরাসি আইন ও নারী অধিকার

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। মানুষ এখন তার অধিকার আদায়ে সোচ্চার। নারীরাও পিছিয়ে নেই। এটা সত্য এবং সর্বজন স্বীকৃত যে, শুধু পুরুষের পক্ষে এ দুনিয়ার উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। নারীকেও পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে। কবির ভাষায় বলা যায়, 'কোনোকালে একা হয়নি জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।' এখন আর শুধু প্রেরণা দেওয়াই নয়; নারী এখন বাস্তবে ময়দানে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে এখন নারীর সরব পদচারণা। নারীরা এখন আর অবলা নয়। তারা এখন রীতিমতো প্রতিবাদী। কিন্তু তারা কি পাচ্ছে তাদের সঠিক মর্যাদা? বিশ্ব নারী দিবস প্রতি বছরই পালিত হয়। কিন্তু নারী নির্যাতন কি তাতে কিছু কমে? এসিড সন্ত্রাস, ধর্ষণ, অপহরণ দিন দিন তো বাড়ছেই। 'টেলিভিশনের একটি বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে। একটি নারী একটি পুরুষ। একজন আর একজনকে ভালোবাসে। ছবিতে দেখা যায়, তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সন্তান হওয়ার পর একদিন পুরুষটি নারীকে ঘরে ঢুকেই মারধর করল। এরপর বলছে, তাতে কী হয়েছে?' পরের প্রশ্ন আপনিই বলুন তাতে কী হয়েছে? এগুলোই তো আধুনিক নারীদের জীবনের দৈনন্দিন চিত্র। টেলিভিশনের বিভিন্ন নাটকেও এসব জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। অথচ এরাই ইসলামের বিরোধিতায় সোচ্চার। তাদের মতে, ইসলামই নারী নির্যাতনের হাতিয়ার। টুপি-দাড়িওয়ালাদেরকে নারী নির্যাতনকারী হিসেবেই তারা চিত্রিত করে। নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নামে সেখানে নারীরা চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার।

সম্প্রতি নারীর সমঅধিকারের নামে নারী উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের নীতিমালা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পুরুষ এবং নারী পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার পাবে। অথচ সূরা নিসার ১১নং আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন, 'পুরুষের অংশ দু'জন মেয়ের সমান।' এ নীতি সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন।

আল্লাহ মানুষের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ। নারী যেমন পিতার সম্পত্তির অংশ হিসেবে পুরুষের অর্ধেক পাবে তেমনি সে বিবাহের পূর্বে

www.pathagar.com

পিতা ও ভাইয়ের কাছ থেকে এবং বিবাহের পর স্বামী ও উপার্জনক্ষম পুত্রের কাছ থেকে এবং বিধবা বা অসহায় অবস্থায় ইসলামী সরকারের কাছ থেকে খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান তথা জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য অধিকার প্রাপ্ত। পিতার সম্পত্তিতে যেমন নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেওয়া হয়েছে তেমনি স্বামীর সম্পত্তিতে তার অংশ আছে। পুত্রের সম্পত্তিতেও তার অংশ আছে। এছাড়া পুরুষকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হয় এটা স্বামীর উপর ফরয আর স্ত্রীর আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নারীদেরকে তাদের দেনমোহর প্রদান কর' (সূরা নিসা : ৪)। হিসাব করলে দেখা যায়, নারী পুরুষের তুলনায় কম নয় বরং সবমিলিয়ে অধিক সম্পদ পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ইসলামেই একমাত্র নারীকে সম্পত্তির অংশীদার করা হয়েছে। অন্য কোনো ধর্মে নারীর সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই। সে একজন নারী, এটাই তার অপরাধ।

জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮-এর অধীনে নারীর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকারের প্রস্তাবটি একেবারেই অবান্তর। ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান যেখানে নারী এবং পুরুষের অধিকার সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষণ করেছে। ইসলামে যেমন একদিকে বিভিন্ন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিধান দিয়েছে আবার স্বামীর উপর তার ভরণ-পোষণের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অপরদিকে স্বেচ্ছায় দান করা ছাড়া স্ত্রীর উপার্জনে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। অন্যদিকে স্বামীর আয়ের উপর স্ত্রীর অধিকার আছে। যারা নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলে, তারা নারীদেরকে তাদেরকে ভরণপোষণসহ বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পুরুষের সাথে উপার্জনের অসম প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়ে নারীর জীবনকে পুরুষের উপর অধিকারবিহীন নির্ভরশীল করে দিতে চায়। এরা নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে তাদের জীবনকে অশান্তিময় করার চক্রান্তে লিপ্ত। বিশ্ব নারী দিবসের বিভিন্ন ছবি এর প্রমাণ। নারী শ্রমিক তার সন্তানকে পাশে নোংরা জায়গায় শুইয়ে নিজে ইট ভাঙছে, মাটি কাটার মতো কঠোর পরিশ্রম করছে। এ কাজগুলো আসলে নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া একান্ত সচিব এর অথবা অধীনস্থ নারী কর্মচারীদের সাথে তাদের বস-এর যে ব্যবহার সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এর মূলে রয়েছে তৌহিদ বা আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বে বিশ্বাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্বের শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন বরং তিনি 'রব' তিনি 'ইলাহ'। সমস্ত সৃষ্টি জগতের খোঁজখবর তিনি রাখেন।

www.pathagar.com

তাদের সর্ব প্রয়োজন তিনি পূরণ করেন। তাঁর ক্ষমতা অসীম। যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে তার ক্ষমতা ইখতিয়ারের উপর আস্থা রাখে, তাদের কখনও তাঁর আইন পরিবর্তনের স্পর্ধা হওয়ার কথা নয়। এ দুনিয়াকে তৈরি করে সেখানে মানুষকে পাঠিয়ে তাদের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান তিনি দিয়েছেন। যার নাম ইসলাম। যার প্রধান উৎস কুরআন। এ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ তথা বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে মানবতার সার্বিক কল্যাণ। একটা সুস্থ সুন্দর ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠনে যার কোনো বিকল্প নেই।

ইদানীং প্রায়ই সুশীল (?) সমাজের কাছে শোনা যায়, সৎ নেতৃত্বের কথা। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের কথা। কোথা থেকে আসবে সৎ নেতৃত্ব, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ? মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় না করে, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি যদি তার না থাকে, তবে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মানুষ কতক্ষণ মানুষকে পাহারা দিতে পারে? মানুষের চোখের আড়ালে অনেক কিছুই মানুষ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। সেই আল্লাহর প্রতি যার ঈমান নেই, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে আখিরাত বিশ্বাস, যা ঈমানেরই অংশ। এ দুনিয়ার জীবন একমাত্র জীবন নয়। এ জীবনের পরে এক অনন্ত জীবন রয়েছে। এখানে কেউ ভালো কাজ করলে আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সুখশান্তির জায়গা জান্নাত রয়েছে আর খারাপ কাজ করলে অনন্ত শাস্তির জায়গা জাহান্নাম অবধারিত। এ বিশ্বাস যার আছে, সে দুনিয়াতে খেয়াল-খুশিমতো চলে না, চলতে পারে না। আর পারে না বলেই তাকে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করতে হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা মিরাসি আইনসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় সমস্ত আইন-কানুন অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। রাসূল যে সময় জন্মেছেন, সে সময় ছিল মানবতার চরম দুর্দিন। যে দুর্দিন বোঝানোর জন্য সে সময়কে বলা হয় আইয়্যামে জাহিলিয়াত বা চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। রাসূল (স) আল কুরআনের বাস্তব অনুসরণ এবং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই আইয়্যামে জাহিলিয়াতের জায়গায় আলোকিত এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম ইসলামী সমাজ। সেখানে নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই তার ন্যায্য অধিকার পেয়েছে। প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়েছে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র। সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যারও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান হয়েছে। নৈতিকতার চরম শিখরে একটা জাতি কী করে উঠতে পারে তারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাহাবায়ে কেরামগণ (রা) পেশ করেছেন।

প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্যা যত গভীরই হোক না কেন আল কুরআনের মাধ্যমে তার সমাধান সম্ভব।

সেই কুরআনের ধারক-বাহক মুসলমান আমরা। আমরা কুরআনের আইন পরিবর্তন করার নীতি অনুমোদন করছি। অধঃপতনের কোন স্তরে আমরা এসে গেছি তা কি আমরা বুঝতে পারছি? এমনিতেই দেশের যে করুণ অবস্থা। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আবার নতুন করে কুরআনি আইন লঙ্ঘনের মতো আযাব যদি আমরা টেনে আনি তবে দুর্ভোগ্যের শেষ অংশটিও পূর্ণ হবে।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স) একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ উপহার দিয়ে গিয়েছেন। এর নির্দেশনা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এভাবে দিয়েছেন, 'আল্লাহ তাআলা সুবিচার-ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের (সিরাতুর রাহ্‌মি) নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায়, পাপ, নির্লজ্জতা ও যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে নসিহত করছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।' (সূরা নহল : ৯০)। এ আয়াতে সুবিচার ইনসাফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইনসাফ অর্থ যার যা পাওনা তাকে তাই দেওয়া; কমবেশি নয়। আমি আগেই আলোচনা করেছি যে, মেয়েরা যদিও পিতার সম্পত্তিতে ছেলেদের অর্ধেক পায় কিন্তু স্বামীর সম্পত্তির অধিকার, মোহরানা সব মিলিয়ে অনেক বেশি সে পেয়ে যায়। একথা সত্য যে, ইসলামপ্রদত্ত অধিকার নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পায় না। ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম না থাকার কারণেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কুরআনের মিরাসের আইন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। যা মানবসমাজে ইনসাফ কায়েমের জন্যই দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান ঈমানের তাগিদে কুরআনের নির্দেশনা (মিরাস বণ্টনসহ) মেনে চলছে। বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলেও এ আইন বদলানোর সাহস তারা পায়নি। বিষয়টি বর্তমান সরকারকে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে পুনর্বিবেচনা করার।

www.pathagar.com

মুসলিম নারীর দায়িত্ব

মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে। এ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করা। পবিত্র কুরআন মাজীদের ঘোষণা, 'আমি জিন এবং মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিনি।' অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজই ইবাদত। ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে বৃহত্তর অঙ্গনের যাবতীয় কাজ-কর্ম সবই ইবাদত। ইবাদত অর্থ গোলামি বা দাসত্ব। নিঃশর্তভাবে আল্লাহর দেওয়া বিধি নিষেধ আইন-কানুন মেনে চলার নামই ইবাদত বা গোলামি। একজন গোলাম যেমন সার্বক্ষণিকভাবে তার মালিকের হুকুম মেনে চলবে তেমনিভাবে আল্লাহর বান্দাহগণও সার্বক্ষণিক এবং সমস্ত কাজেই আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলবে। সেটা রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতি-সামাজিক যাই হোক না কেন।

আল্লাহ তাআলা এই গোলামি করার জন্য আমাদেরকে সীমিত কিছু স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। সেটা হলো ইচ্ছার স্বাধীনতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাধ্য করেননি তার আদেশ-নিষেধ মানতে। যদিও আমাদের দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর দাসত্ব করছে। কাজেই আমাদের দায়িত্ব এবং জ্ঞান বুদ্ধির দাবি আল্লাহর আইন মেনে চলা।

আল্লাহর আইন মেনে চলতে হলে মুসলমান হিসেবে প্রথম এবং প্রধান যে দায়িত্ব এসে যায় তা হলো আত্মগঠন। অন্যকথায়, নিজেকে পুরোপুরি মুসলমান বানানো। আর এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া আত্মগঠন কিছুতেই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে প্রথম নির্দেশই এসেছে, 'ইকরা' পড়! পড় তোমার রবের নামে। রাসূল (স)ও পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য এ নির্দেশ। 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নারী-পুরুষ সবার জন্য ফরয' (আল হাদীস)। শুধু জ্ঞানার্জন করলেই হবে না। অর্জিত জ্ঞান জীবনে কাজে লাগাতে হবে। জীবন থেকে খুঁটে খুঁটে যাবতীয় অন্যায় অসত্যকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে আর সেখানে প্রতিস্থাপিত করতে হবে কুরআন সুন্নাহ থেকে অর্জিত গুণাবলি। ন্যায়কে অন্যায় থেকে পৃথক করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

আত্মগঠনের পাশাপাশি পরিবার গঠনের ব্যাপারেও সচেষ্ট এবং সক্রিয় হতে হবে। একজন নারী হতে পারে পরিবারের মাতা, কন্যা, বধূ ইত্যাদি। পরিবারে তার অবস্থান যাই হোক না কেন, সব অবস্থাতেই সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন কুরআন সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান ও চরিত্র। একজন মাকে সন্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তার ইসলামী চরিত্র গঠনের দিকে মনোযোগী হতে হবে। বরং সন্তান গর্ভে আসার সময় থেকেই তাকে সতর্ক হতে হবে। কারণ মায়ের আচার-আচরণ গর্ভস্থ সন্তানের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। একজন মানুষ দুই ধরনের অবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠে। এক. Hereditary. দুই. Environmental. Hereditary চরিত্র সে পায় বাবা-মার চরিত্র থেকে। এরপর দুনিয়াতে আসার পর যে পরিবেশ পায় সে অনুযায়ীই সে গড়ে ওঠে।

বর্তমানে আমাদের পরিবারগুলোতে দু ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে। এক. পুরাতন আমলের জাহেলী রসম-রেওয়াজ, যার কোনোটা শিরক আবার কোনোটা বিদ'আত। ধর্মের নামে সওয়াবের আশায় এগুলো আমাদের পরিবারগুলোতে চালু আছে। দুই. পাশ্চাত্যের রসম-রেওয়াজ যা আধুনিকতার নামে চালু রয়েছে। এ দু' ধরনের অবস্থা থেকেই পরিবারগুলোকে মুক্ত করতে হবে। কোনো গোঁড়ামি যেমন নয় তেমনি কোনো উচ্ছৃঙ্খলতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। বরং কুরআন যে নির্দেশ দিচ্ছে- রাসূল (স)-যে পথ অনুসরণ করেছেন তারই বাস্তব অনুসারী হতে হবে। ইসলাম মানুষের উপর অবাস্তব অসম্ভব কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি। কুরআন-সুন্নাহর প্রতিটি নিয়ম-কানুনই অত্যন্ত সুন্দর এবং কল্যাণকর ও বাস্তবসম্মত। প্রয়োজন শুধু বুঝে এগুলোর সঠিক অনুসরণ।

আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতার ও মহব্বতের সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। একজন আরেকজনকে জানতে হবে। সবাই সবার সুখে-দুঃখে সাথী হতে হবে। পরিবারের সব সদস্য যেন অকপটে মনের কথা বাড়িতে প্রকাশ করতে পারে। সবাই তার ভালো চায় এ বিশ্বাস সবার মনে থাকতে হবে। এজন্যে মাঝে মধ্যে Family gathering যা পারিবারিক বৈঠক খুব ফলদায়ক। পরিবারের প্রধান বা যে কেউ এ উদ্যোগ নিতে পারে। নির্দিষ্ট একটি সময় ঠিক করে সবাইকে সে সময় উপস্থিত থাকতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর এ সম্পর্কে একটি ঘটনা যা হাদীস শরীফে এসেছে খুবই সুন্দরভাবে। একবার কিছু লোক হযরত আয়েশার (রা) কাছে আসলেন, রাসূল (স)-এর জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য। হযরত আয়েশা (রা) জানালেন

www.pathagar.com

সবকিছু। কিন্তু লোকদের কাছে রাসূল (স)-এর ইবাদত বন্দেগী যথেষ্ট মনে হলো না। তারা বলল, তিনি তো আল্লাহর রাসূল। তাই তাঁর কথা আলাদা। আমাদেরকে আরও অনেক বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। তাদের মধ্যে একজন বলল যে, আমি সারারাত নামায পড়ব, কখনো ঘুমাব না। আর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা রাখব, কখনো রোযা ভাঙব না। অন্যজন বলল যে, আমি কখনো বিয়ে-শাদি করব না তাহলে ইবাদতে বাধা হবে। এমন সময় রাসূল (স) আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি একথা বলছিলে।' তখন সবাই সত্যতা স্বীকার করল। তখন রাসূল (স) বললেন যে, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের সবার চেয়ে আল্লাহকে ভয় করি। আমি রাত্রে নামায পড়ি আবার ঘুমাই। আমি রোযা রাখি আবার ভাঙি। আমি বিয়ে-শাদি করেছি। যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করল না সে আমার উম্মত না।

এই হাদীসটিতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বাস্তবসম্মতভাবে মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা এসেছে, যা রাসূল (স) তার জীবনে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন।

উপরে আলোচনা সেখানে হতে পারে। এরপর খোলামেলাভাবে সবাই তাদের নিজ নিজ কথা তুলে ধরবেন। কেউ কারও উপর কোনো কথা চাপিয়ে দেবে না। স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ সবাই পাবে। যদি কেউ ভুল করে তবে মহব্বতের সাথে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে। এভাবে শত ব্যস্ততার মধ্যেও পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ করা সম্ভব।

পিতামাতাকে সন্তানদের যাবতীয় আচার-আচরণ, চলাফেরা বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির দিকে সজাগ থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা এবং বয়স কম হওয়ার কারণে তারা ভুল করতেই পারে। মুরুব্বিরা সজাগ হলে এ ভুল শুরুতেই শুধরানো সম্ভব। এক্ষেত্রে মা-বড়বোন সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। কোন বন্ধুর সাথে সে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে এগুলো monitoring করতে হবে– গোয়েন্দাগিরি নয়।

মানুষ বাইরে যে কাজেই যাক বা যেখানেই থাকুক, পারিবারিক শিক্ষার একটা স্থায়ী ছাপ মানুষের উপর পড়তে বাধ্য। যে পরিবারের যারা সুশিক্ষিত, উন্নত চরিত্রের অধিকারী সে পরিবারের মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই দায়িত্বশীল আমানতদার এবং এসব আমানতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে একটি হাদীসের বর্ণনা:

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তোমরা দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর জনগণের নেতা জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর পুরুষ তার ঘরের বাসিন্দাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর মহিলা তার স্বামীর গৃহ এবং সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ব্যক্তির দাস তার মনিবের মালের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা সকলেই দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সন্তানেরা নষ্ট হয় না। দুনিয়াতে যারা অনেক বড় হয়েছে– বড় কৃতকর্মের স্বাক্ষর দুনিয়াতে রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের মায়েরা ছিলেন মহীয়সী নারী।

আজ পাশ্চাত্য শক্তি ইসলামের নীতি নৈতিকতাকে ধ্বংস করার জন্যে পরিবার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে নৈতিকতার ধস নামার প্রধান কারণ তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবার। লেজকাটা শৃগালের মতো এখন তারা আমাদেরও পরিবার ধ্বংসের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এ লক্ষ্যে তারা টার্গেট নিয়েছে মহিলাদেরকে। বাইরের চাকচিক্যের প্রলোভন দেখিয়ে নারীমুক্তি-নারী প্রগতি-নারী স্বাধীনতার নামে তাদেরকে ঘর থেকে রাস্তায় বের করে ঘরগুলোকে তারা insecured করে দিতে চাচ্ছে। একটি শিক্ষিত মা যদি বাইরে যায় আর তার আদরের সন্তান যদি আয়ার হাতে মানুষ হয় তাহলে সেই সন্তানের উপর মায়ের চাইতে অশিক্ষিত আয়ার চরিত্রের প্রভাবই পড়বে। পরিণতিতে যে চরিত্র নিয়ে সে বেড়ে উঠবে তার বিষফল ইতোমধ্যেই সমাজ ভোগ করতে শুরু করেছে। কাজেই যেকোনো মূল্যে পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

পরিবারগুলোকে যদি আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাহলে সেসব পরিবারের সদস্যরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। আর সমাজ যেহেতু পরিবারেরই সমষ্টি সেহেতু সমাজও ভালো হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবেই।

www.pathagar.com

সমাজকে ভালো রাখার জন্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ, 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে উত্তম জাতি হিসেবে। তোমরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে আর অন্যায় প্রতিরোধ করবে।' প্রতিটি মানুষকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ জন্য অবশ্যই সাহসিকতার প্রয়োজন। ঈমানই মানুষকে এই সাহস জোগায়। আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে যেয়ে যদি বিপদ মুসিবত আসে তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং এগুলো আসে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, 'তোমরা কি মনে করেছ যে এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও পরীক্ষা করেননি যে, কে ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী।' এছাড়া আল্লাহ আরও বলেছেন, 'আমরা তোমাদের ভয়, সম্পদের ক্ষতি, ক্ষুধা ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করব।' কাজেই সত্য কথা বলতে, সত্যের পথের থাকতে ঈমানদার কখনো ভয় পাবে না।

মুসলমানদেরকে এ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তাকে রঞ্জিত হতে হবে আল্লাহর রঙে। আল্লাহ ইনসাফ করেন, কাজেই তাকেও ইনসাফের ধারক বাহক হতে হবে।

আর কায়েম করতে হবে সুবিচার। আল্লাহর নির্দেশ, 'আল্লাহ তাআলা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের (সেলাহ রহমীর) নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যায়, পাপ, নির্লজ্জতা ও যুলুম অত্যাচার করতে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।'

মানুষ হিসেবে এ সকল দায়িত্বের সবটাই যেমন পুরুষের তেমনই নারীরও। একজন নারী কন্যা, মাতা, গৃহিণী, চাকরিজীবী বিভিন্ন ভূমিকায় থাকতে পারেন। যে দায়িত্বই তার থাক না কেন অথবা যে ভূমিকাই তিনি পালন করুন না কেন, তিনি প্রথমে মুসলিম তারপর নারী। নারী হিসেবে স্বাভাবিক দায়িত্বের পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। যেমন মাতৃত্বের দায়িত্ব। এটার কোনো অংশই সে কারো সাথে ভাগ করে নিতে পারে না। এ জন্যে তাকে হতে হয় বিবেচক এবং কৌশলী। মুসলিম হিসেবে খিলাফতের দায়িত্ব তথা সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাকে চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী হলে সে দায়িত্ব এবং পাশাপাশি সন্তান পালন, সংসার সবটাই তাকে দেখতে হয়। এ জন্যে তাকে সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। আগে থেকেই তাকে পরিকল্পনা করে নিতে হবে, পরিবেশ এবং কাজের অবস্থাকে সামনে রেখে। বেশি

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ এবং কম জরুরি কাজকে বাছাই করতে হবে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। অলসতা বর্জন করতে হবে। শান্ত এবং সুন্দর সতেজ মন মানসিকতার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, হীনম্মন্যতা পরিহার করে উদার মনের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

শরীরকে সুস্থ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটাকে অবহেলা করা যাবে না। নিয়মিত এবং পরিমিত খাদ্যগ্রহণ, ব্যায়াম, বিশ্রাম, পরিচ্ছন্নতা সবই পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে। অকারণে গল্পগুজব করে, অলসতা করে বা রেডিও টিভি দেখে সময় নষ্ট করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে মুমিনের গুণাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।' (সূরা মুমিনুন)

যখন যে কাজ প্রয়োজন তখন সেটা করতে হবে। পরিবারের সব সদস্যকেই নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস করতে হবে। মনে রাখতে হবে Self help is the best help. সমস্যা সামনে আসলে আল্লাহর উপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বিষয়টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যদি এ conception পরিষ্কার হয় যে, সব কাজই আল্লাহর ইবাদত, তাহলে সব কাজই আমরা গুরুত্ব দিয়ে করব এবং একথা মনে রাখব যে, আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব আমি সাধ্যমতো পালনের চেষ্টা করছি, কাজেই এ কাজে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাব। যে আল্লাহর পথে হেঁটে অগ্রসর হয় আল্লাহ তার প্রতি দৌড়ে অগ্রসর হন। কাজেই আমাদেরকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত পথের চলার।

www.pathagar.com

সমসাময়িক বিষয় : একটি পর্যালোচনা

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আগ্রহের শেষ নেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় Positive-Negative লেখালেখিও হচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তো মাঝে মাঝে কিছু উপদেশ নির্দেশনাও দিচ্ছে। আসলে এসবই হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণার কারণে। শুধু জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞানের অভাব নয় বরং ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই এ রকম হচ্ছে। আমি কাউকেই দোষারোপ করতে চাই না। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের সুযোগ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই। এমনকি মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্রগণও নির্দিষ্ট সিলেবাস শুধু পাস করার জন্যে পড়ে আসে। ইসলাম যে শুধু ধর্মমাত্র নয় বরং এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান-এ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ইসলামে যেমন রয়েছে ধর্মীয় বিধিবিধান তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ। এ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে বুঝতেও অনেকের কষ্ট হয়। কেউ এটাকে ধর্মীয় দল মনে করে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার আবিষ্কার করেন। কেউবা এটাকে নিছক রাজনৈতিক দল ভেবে এখানে ধর্মের ব্যবহারের আপত্তি তোলেন। আসলে জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন। যেখানে রয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক। মানুষের জীবনে যত দিক এবং বিভাগ রয়েছে সব দিকেই রয়েছে এর পদচারণা। একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে দুনিয়ার জীবনে চলার জন্যে যাকিছু দরকার তার সবকিছুই রয়েছে কুরআন এবং সুন্নাহতে। জামায়াতে ইসলামী কুরআন এবং সুন্নাহভিত্তিক একটি দল। জামায়াতে ইসলামীর তিন দফা দাওয়াত এবং চার দফা কর্মসূচি এ পথে চলারই আহ্বান জানায়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? এদের কাজ তো এই যে, মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ বানানোর মাধ্যমে দেশকে একটি সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী 'আমি মানুষকে এবং জিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে তৈরি করেছি।' মানুষের সমস্ত কাজই ইবাদত। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজই সততা, ন্যায়নিষ্ঠা

www.pathagar.com

আমানতদারিতার অনুভূতি নিয়ে করতে হবে। না দেখা আল্লাহকে ভয় করে পরকালীন জীবনে তাঁর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়েই করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক স্ট্যাটেজি পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এরা ইসলামকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবেও ব্যবহার করে না। ববং ইসলাম মানবতার ধর্ম। একমাত্র প্রকৃত ইসলামের অনুসারীদের পক্ষেই সম্ভব দুর্নীতিমুক্ত, এফিসিয়ন্ট, জনকল্যাণকামী মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি। বাংলাদেশে চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতে ইসলামীর দুইজন মন্ত্রীর যে সাফল্যের কথা বলা হয় এটার অন্যতম কারণ হচ্ছে এরা প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। এরা নিজেদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না মনে করে মনে করে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ দায়িত্বের বোঝা তাদের কাছে আমানতস্বরূপ। এ আমানতের জন্যে যেমন তাদেরকে সরকার প্রধানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে তেমনই আল্লাহ তাআলার দরবারেও তাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। এদের মডেল স্বয়ং রাসূল (স)। খোলাফায়ে রাশেদার পদাংক অনুসরণ করাই এদের কাজ। নিজেদেরকে দুর্নীতিমুক্ত, তদবিরমুক্ত রাখতে পেরেছেন তারা Practicing Muslim হওয়ার কারণেই। কাজেই জামায়াতকে নতুন কোনো স্ট্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে না।

জোট সরকার গঠনের পর বাংলাদেশকে অনেক দুর্নাম সইতে হচ্ছে। বিশেষ করে বিদেশী কিছু পত্র-পত্রিকা অহরহ জামায়াতের দুইজন মন্ত্রীর ইঙ্গিত করছে। এসব অপপ্রচারে বাংলাদেশের আসলেই কি ক্ষতি হয়? কারণ এই দুটি মন্ত্রণালয়ই সবচেয়ে ভালো, দুর্নীতিমুক্ত, তদবিরমুক্ত বলে সর্বমহল স্বীকৃতি দিচ্ছে। দেশের যদি কল্যাণই হয় তাহলে দুর্নামে কি কিছু আসে যায়? কল্যাণকর কাজের পরেও যারা বিরোধিতা করে তারা কতবড় কল্যাণকামী তা বোঝার দরকার আছে এবং এ ধরনের বিরোধিতার ফলে বর্তমান সরকারপ্রধান যদি অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হন তাহলে তাকে তো বটেই গোটা জাতিকে এর জন্য খেসারত দিতে হবে।

জামায়াতে ইসলামী কারও জন্যেই বোঝা নয়। বরং জামায়াতকে বাদ দিলে কী পরিমাণ খেসারত দিতে হয় তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। এ খেসারত যেমন ক্ষমতাসীন দলের দিতে হয় ক্ষমতা হারিয়ে তেমনি দেশ ও জাতিকেও দিতে হয়।

আসলে ক্ষমতায় থাকা না থাকা জামায়াতে ইসলামীর জন্যে কোনো বিষয় নয়। তারা যে Theory-তে বিশ্বাসী তাতে ক্ষমতার স্বাদ উপলব্ধি তাদের জন্য কোনো

www.pathagar.com

সুখকর বিষয় নয়। বরং যত বড় ক্ষমতা দায়িত্ব তত বড়, জবাবদিহিতাও অনুরূপ। এ জন্যেই আমরা দেখি জামায়াতের সর্বোচ্চ পদ আমীর নির্বাচনে কোনো প্রার্থী নেই। নেই কোনো canvassing এর তৎপরতা। বরং দেখা যায়, এমারতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সবাই মিলে দু'আ করা হয় আল্লাহর রহমতের জন্য। এই শিক্ষা নিয়ে যারা দেশের ক্ষমতায় আসেন তারা সেই অনুযায়ীই দেশ পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। এমন মানুষই প্রয়োজন দেশকে উন্নত করার জন্য। আর দেশের যদি উন্নতি হয় তাহলে নিন্দুকের নিন্দায় কিছু আসে যায় না। বরং দেশের উন্নতি করতে পারলে দেখা যাবে, আজকের নিন্দুকই কাল বন্ধু হয়ে গেছে। চোরের ভয়ে মাটিতে ভাত ঢেলে খাওয়া কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : রাজনীতি

'রাজনীতি' সম্পর্কে ঘেন্না ধরে গেছে মানুষের। ধরবে না কেন? আশির দশকে বাংলাদেশের মানুষ এরশাদের রাজনীতি দেখেছে। দেখেছে নববই এর দশকে দুটি বৃহৎ ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিও। আর বাকি থাকল কে? চুনোপুটি অন্যান্য দলকে গণনার মধ্যে আনার দরকার কেউ মনে করে না। গত কয়েক দিন আগে একটি সবচেয়ে প্রচারিত বলে দাবিদার বামপন্থি একটি পত্রিকায় একজন লেখক খুব আফসোস করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির শিরোনামে যদিও তিনি ক্ষমতাসীন দলের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভেতরের বিষয়বস্তুতে দুটি বড় দলেরই সদস্যদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যারা বর্তমানে এমপি, এদের অধিকাংশেরই কোনো রাজনৈতিক অতীত নেই। টাকা আছে, সেই টাকার জোরেই তারা দলীয় মনোনয়ন লাভ করেছেন এবং টাকার সাহায্যেই তারা এমপি হয়েছেন। কাজেই জনগণ, জনস্বার্থ এগুলো তাদের কাছে গৌন। টাকাটাই তাদের কাছে মুখ্য। তারা যেমন টাকার জোরে এমপি হয়েছেন তেমনি টাকা সুদে আসলে তুলে নেওয়ার ব্যাপারেও তারা আপসহীন। আর এজন্যে যেকোনো অন্যায় অপকর্ম নীতিহীন কাজ করতে তাদের বাধে না। জনসেবার জন্যে তারা জনপ্রতিনিধি হয়নি। তাদের ক্ষমতার মূল কথা হলো টাকা। এরা যখন তখন প্রশাসনকে ধমকায়। প্রভাব খাটিয়ে অন্যায় অপকর্ম সব হজম করায়। লেখক ভদ্রলোক আফসোস করে বলেছেন, 'এর কি কোনো প্রতিকার নেই?'

জানি না, লেখকের সামনে এর কোনো প্রতিকার আছে কি না! কিন্তু আমরা যারা কুরআন পড়েছি, যারা রাসূল (স)-এর জীবন নিয়ে চর্চা করি, আমাদের সামনে অবশ্যই এর প্রতিকার আছে। আর বলে রাখা ভালো যে, এ হতাশা তাদের জন্যেই যারা রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিদায় করেছে। কবি ইকবালের ভাষায়, 'রাজনীতি থেকে ধর্ম বাদ দিলে বাকি থাকে শুধু চেংগিজি।' এরাই আবার প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থের সময় রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করে। কখনো দেখা যায়, নামের পাশে 'আলহাজ্জ' মাথায় টুপি, কপালে নামাযের সিজদার কালো বড় দাগ। মাথায় পট্টি বাঁধা, হাতে তাসবীহ। ঘন ঘন মক্কা শরীফ গমন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

যাই হোক যা বলছিলাম, পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানুষের জীবনকে সহজ সুন্দর করার জন্য মানুষের উপর মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত যুলুম নির্যাতন তথা আধিপত্য নিরসনের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান পেশ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (স)-সহ সমস্ত নবী-রাসূলই সে পথে মানুষকে ডেকেছেন। যার মূলকথা হলো, এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি। কোনো মানুষ কোনো মানুষের অধীন নয়। মানুষ কোনো মানুষের হুকুম মানবে না। এ বিশ্বজাহানসহ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ। কাজেই মানুষ হুকুমও মানবে একমাত্র আল্লাহর। এই মূলমন্ত্রকে তথা কালেমা তাইয়্যেবার এই বাণীকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) কাজ শুরু করেছিলেন এমন এক সমাজে, যে সমাজে মানুষ ছিল চরমভাবে নিগৃহীত। প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব। সবল দ্বারা অত্যাচারিত হতো দুর্বলেরা। কথা বলার, প্রতিবাদ করার অধিকারও ছিল না দুর্বলের। মানুষ পশুর মতো কেনাবেচা হতো। নির্যাতনের ভয়ে পিতা হত্যা করত তার কন্যা সন্তানকে। এমন একটা পরিবেশে এসে মাত্র ২৩ বছরে আল্লাহর কিতাবকে হাতে নিয়ে রাসূল (স) বদলে ফেললেন একটা জাতিকে, একটা সমাজকে। বর্বর-অশিক্ষিত একটা জাতিকে তিনি গড়ে তুললেন সুসভ্য সুন্দর শিক্ষিত জাতি হিসেবে। পূর্বে যারা নিজের ভাইদের অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল না তারা খোদার রাহে নিজের জানমাল সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। চরম স্বার্থপরতা পরিণত হলো আত্মত্যাগে। রাসূল (স) নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন একজন সফল রাজনীতিক হিসেবে। কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের মাধ্যমেই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত। সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইসলামের এই অনুপস্থিতির কারণেই আজ সর্বক্ষেত্রে হতাশা। রাজনীতিতে কোনো আদর্শ নেই। ব্যক্তির কোনো জবাবদিহিতা নেই। আইন যাদের হাতে তারাই আইন ভাঙার যম। কাজেই জনগণ শান্তি কোথায় পাবে?

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভার রদবদল

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় কিছু ছাঁটাই এবং দফতর রদবদল হয়ে গেল। অনেক দিন থেকেই মন্ত্রিসভা ছোট করার চাপ ছিল। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনাও ছিল। শেষ পর্যন্ত ছাঁটাই এবং রদবদলের কাজ সম্পন্ন হলো। এই রদবদলে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর বিষয়টি। এ বিষয়টি যেমন ঝড় তুলেছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামের সংগঠনটির অভ্যন্তরে তেমনি পত্র-পত্রিকাগুলোতেও।

আসলে যাকে অন্য একটা মন্ত্রণালয় দেওয়া হলো তিনি কিছুই জানতেন না। স্বাভাবিক নিয়মে জনাব নিজামী তাঁর দফতরের কাজ শেষ করে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছেন অন্যান্য কাজে। হঠাৎই রাত আটটার বিটিভির খবরে তিনি শুনতে পান তার দফতর পরিবর্তনের কথা। এর আগে আভাস ইঙ্গিতেও তিনি কখনো বুঝতে পারেননি। যাই হোক, এ দফতরকে তিনি অনেক পরিশ্রম করে গুছিয়ে এনেছিলেন কিছুটা। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতিমুক্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে সুনামও পেতে শুরু করেছিলেন। আর একজন সৎ নিবেদিতপ্রাণ মানুষ যখন কোনো কাজ করেন তখন তিনি দেশ এবং জাতির কল্যাণের জন্য সর্বান্তকরণেই কাজ করেন। এ কাজ করার সময় আরাম আয়েশ, ক্ষমতার স্বাদ উপলব্ধি বা ব্যক্তি স্বার্থের চিন্তা কখনোই স্থান পায় না। সর্বোপরি, এরা কাজ করেন একটা স্বপ্ন নিয়ে, কাজকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়ে। তাই হঠাৎ পরিবর্তন একটা আকস্মিক ধাক্কার মতোই। যাই হোক, যখন নিজামী সাহেব জোট সরকারের অংশ হিসেবে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন তখনও তিনি পছন্দ করে এ মন্ত্রণালয় নেননি। দায়িত্ব পাওয়ার পর সফলভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র।

এতো গেল ব্যক্তির কথা। নিজামী সাহেব শুধু ব্যক্তি নন। তিনি একটি দলের নির্বাচিত আমীর। যে দলটি বরাবরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে Balance of Power হিসেবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। দেখা গেছে, ভোটের সংখ্যা কম হলেও এ দলটি যাদের সমর্থন দিয়েছে তারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই যারা ক্ষমতার রাজনীতি করে তাদের এ দলটির বড়ই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এখন দেখা যাক দলটি কেমন। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন এ দলটির স্লোগান। Grass root level পর্যন্ত রয়েছে এ দলটির মযবুত সংগঠন এবং সর্বপর্যায়েই এর রয়েছে শক্তিশালী নেতৃত্ব। এদের Conception হলো মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। আর এ কাজ নিজের মনগড়া পথে নয় বরং নবী-রাসূল প্রদর্শিত পথেই করতে হবে। আর এ কাজের মডেল হচ্ছেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হযরত মুহাম্মদ (স) এবং কুরআন মাজীদ হলো মূল সংবিধান যা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাসূল (স)। Conception-কে সামনে রেখেই জামায়াত তিন দফা দাওয়াত এবং চার দফা কর্মসূচির মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এখানে নেতা নির্বাচনটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নেতৃত্ব লাভের জন্যে এখানে কেউ প্রার্থী হয় না। সদস্যগণ সবাই এখানে প্রার্থী। সদস্যদের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে আমীর নির্বাচিত হয়। দায়িত্ব গ্রহণের সময় তাই দেখা যায়, খুশিতে ডগমগ হওয়ার পরিবর্তে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাজেই ক্ষমতার মসনদে বসে ক্ষমতার স্বাদ উপলব্ধি জামায়াত নেতারা করে না। নিজামী সাহেবও এর ব্যতিক্রম নন। জামায়াত এ ধারণাকে সামনে রেখেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী না বলে বরং বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। দায়িত্ববোধ এবং বোঝার অনুভূতি নিজামী সাহেবের আছে বলেই তিনি গত বিশ মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়কে গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এটাই ইসলাম। ইসলামের দুইটা বাহু। এক. হক্কুল্লাহ। দুই. হক্কুল ইবাদ। এটা হক্কুল ইবাদ। জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করা।

কৃষিনির্ভর এ দেশ। জনগণের ভাগ্যের উন্নতি তথা ভাত-কাপড় বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য কৃষির কোনো বিকল্প নেই। তাই একদিকে তিনি যেমন দৌড়েছেন ক্ষেত-খামারের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য অন্যদিকে আল্লাহর দরবারে ধর্না দিয়েছেন আল্লাহর রহমতের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত সার যাতে জমিতে না পড়ে এর জন্যেও তিনি সচেষ্ট থেকেছেন। মন্ত্রণালয়ে চালু করেছেন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা। এসবই ইসলাম, তিনি করেছেন ইসলামের জন্য। আল্লাহর জমিনকে আল্লাহর বান্দাহর জন্যে সুন্দর বাসোপযোগী করার জন্য। এ কাজকে যারা সেকুলার ওয়ার্ক বলে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও তাদের নেই। নামায, রোযা, তসবীহ তাহলীলের মধ্যে তারা

www.pathagar.com

ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করে। অথচ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'দুনিয়া পরকালের কৃষি ক্ষেত।' একটা মানুষ সারাদিন রোযা থাকল- সারারাত নামায পড়ল অথচ তার আচার-আচরণে অন্যায় করল বা মানুষের কষ্টের কারণ হলো। এ লোক জান্নাতে যেতে পারবে না।

যাই হোক, যারা ইসলাম বোঝে না, তারা জামায়াতে ইসলামীকে বুঝবে এ আশা বাতুলতা মাত্র। এরাই বলে জামায়াতের দুই নেতা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপে সন্তুষ্ট হয়ে এসেছে। কারণ তা না হলে মন্ত্রিত্ব হারানোর ভয় রয়েছে। আসলে জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার রাজনীতি করে না। ৫ম জাতীয় সংসদে এরা BNP-কে সরকার গঠনে সমর্থন দিলেও তারা সরকারে যোগ দেয়নি। ৮ম জাতীয় সংসদে পূর্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী 'একসাথে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের' চুক্তির কারণেই সরকারে যোগ দিয়েছে। দেশের কল্যাণের জন্যে সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যেই সরকারে যোগ দেওয়া। মন্ত্রিত্বের স্বাদ গ্রহণের জন্যে নয়। ইসলামকে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে মসজিদে পুরে দুনিয়াটা শয়তানের জন্যে যারা ফ্রি করে দিতে চায় এটা তাদেরই কথা। অনেকে বলে জামায়াত সেকুলার হতে শুরু করেছে। কারণ তারা শহীদ মিনারে যায়, স্মৃতিসৌধে যায় ইত্যাদি। আসলে জামায়াত প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এটা ইসলামেরই নির্দেশ। আইন একটা বানিয়ে রাখা হয়েছে। না মানলে দেশের নাগরিক থাকা যাবে না। কিন্তু তারা ক্ষমতায় যেয়ে সম্পত্তি অর্জনে মেনে উঠেছে এটার প্রমাণ কেউই দিতে পারবে না। জামায়াত নেতারা ক্ষমতায় গিয়েছে কিন্তু অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে এর কোনো প্রমাণ নেই। স্বজনপ্রীতিরও কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। প্রথম আলোয় একটা খবর ছাপা হয়েছিল।

জনৈক শাহীন খান নাকি মন্ত্রীর সুপারিশ নিয়ে টেন্ডার ছাড়াই স্বল্পমূল্যে বনবিভাগের গাছ কিনেছে। মন্ত্রী তো সুপারিশ করেন 'আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার' জন্য। বনবিভাগের কর্মকর্তাকে কি টেন্ডার ছাড়া গাছ বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আসলে মন্ত্রী কাউকে অন্যায় কাজের নির্দেশ দেন না। আসল ঘটনা খুঁজতে গেলে হয়তো বনবিভাগের কর্মকর্তাই বিপদে পড়বেন। আসলে আমাদের দেশের সাংবাদিকতা সততার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অহরহ সংবাদপত্রে অসত্য খবর ছাপা হচ্ছে। অথচ এ ধরনের একটা বাজে খবরকে কেন্দ্র করে যদি একজন পরীক্ষিত সৎ মানুষ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয় তা দুঃখজনক। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে সঠিক খোঁজ-খবর নিয়েই কথা বলা উচিত। তা না হলে মানুষ দুনিয়াতে সৎ থাকার স্পৃহা হারিয়ে ফেলবে। যারা অসৎ তাদের কিছু

www.pathagar.com

আসবে যাবে না। কিন্তু সৎ মানুষ দুনিয়াতে যে এখনো আছে এবং মন্ত্রী এমপি হয়েও সৎ নির্লোভ থাকা যায় এর কিছু উদাহরণ আগামী প্রজন্মের বড় প্রয়োজন।

জামায়াতে ইসলামীর BNP-র ঘাড়ে বসে অথবা সরকারের মন্ত্রী হয়ে সংগঠন গোছানোর কোনো দরকার পড়ে না। জামায়াতে ইসলামী একটি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল দল। দেশের সর্বত্র এর রয়েছে শক্তিশালী সংগঠন। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত এর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত। আর এ বিস্তৃতি ঘটেছে আল্লাহর প্রতি মহব্বতের কারণেই। আমাদের দেশের মানুষ ধর্মভীরু। আল্লাহকে ভালোবাসে। তাই আল্লাহর দীন কায়েমের জামায়াতের এ কর্মসূচি সবার কাছেই প্রিয়। শুধু গ্রামে-গঞ্জে কেন? অনেক বড় বড় নেতাকে আফসোস করে বলতে শোনা গেছে– 'নিজামী সাহেব আপনাদের দল সত্যিই ভালো, কিন্তু আমরা তো আর আসতে পারি না।' আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তারা যেন আসার সুযোগ পান। তারা যদি এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারেন, আর পারেন পরকালের অসীমতার কথা ভাবতে তবে অবশ্যই তারা এ দলে শরীক হতে পারবেন।

যা বলছিলাম– সরকারের কারণে জামায়াত লাভবান হয়নি। বরং জামায়াতের কারণে সরকার লাভবান হয়েছে। সরকারি মন্ত্রীরা সফরে যান। তাদের আপ্যায়ন খাতে সরকারের কোনো কোটা নেই। জেলার কর্মকর্তারা চাঁদা তুলে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। কত চাঁদা তোলা হলো আর কত খরচ হলো তার হিসাব নেই। জামায়াতের মন্ত্রীরা এ অবস্থা দেখে বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন। তারা সফরে গেলে হয় নিজের পয়সায় খান অথবা সংগঠনের ভাইয়েরা তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। এখানে কোনো চাঁদার দরকার হয় না। সরকারি কর্মকর্তাদেরও চাঁদা তোলার মতো বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করতে হয় না। আমীরে জামায়াত বা সেক্রেটারি জেনারেল সফরে গেলে যে মহব্বতের সাথে কর্মীরা আতিথেয়তা করে তা তুলনাহীন।

যাই হোক, 'সদা সত্য কথা বলিবে' 'মিথ্যা বলা মহাপাপ।' এটা সবার কাছেই স্বীকৃত। কাজেই জামায়াতে ইসলামী যে সৎ কাজ করছে। সত্য পথে চলছে তা একদিন সবার কাছে প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ। আর সেদিন সবাই দলে দলে এদিকে ছুটে আসবে। আমরা সেই মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় রইলাম।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

১. সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত) –অধ্যাপক গোলাম আযম [পৃষ্ঠা ১৪৩৪; মূল্য ৬৬০]
২. কুরআনের পরিভাষা –ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ১২০]
৩. কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ –অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম [পৃষ্ঠা ১৬৮; মূল্য ৮০]
৪. মহানবী (স)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য –ড. কাজী দীন মুহম্মদ [পৃষ্ঠা ১২০; মূল্য ৭০]
৫. মহানবী (স)-এর উপদেশ –ড. কাজী দীন মুহম্মদ [পৃষ্ঠা ৮০; মূল্য ৪৫]
৬. নাস্তিকতা ও আস্তিকতা –ড. কাজী দীন মুহম্মদ [পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ৪০]
৭. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত –প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী [পৃষ্ঠা ১৯২; মূল্য ১২০]
৮. মহানবী (স)-এর দাওয়াত: পর্যায়ক্রমিক কৌশল ও মাধ্যম –প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী [পৃষ্ঠা ৩৯২; মূল্য ২২০]
৯. সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন প্রথম খণ্ড –মূল: ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম [পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ১৫০]
১০. সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন দ্বিতীয় খণ্ড –মূল: ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম [পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ১৫০]
১১. সহজ তাওহীদ –মূল: আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আল হুয়াইল [পৃষ্ঠা ১২০; মূল্য ৬০]।
১২. আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি –আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
১৩. পরকাল ও তার প্রমাণ –মূল: সৈয়দ হামিদ আলী (ভারত), অনু: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস [পৃষ্ঠা ৪৮; মূল্য ৩০]
১৪. আদর্শ মুসলিম (প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ রূপরেখা) –মূল: ড. মুহাম্মদ 'আলী আল হাশিমী, অনু: মাসউদুর রহমান নূর [পৃষ্ঠা ৩৯২; মূল্য ১৮০]
১৫. আদর্শ মুসলিম নারী (প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ রূপরেখা) –মূল: ড. মুহাম্মদ 'আলী আল হাশিমী, অনু: মাসউদুর রহমান নূর [পৃষ্ঠা ৫৬০; মূল্য ২৮০]
১৬. মাসাইল সংকলন (কিতাবুত তাহারাত) –মুহাম্মদ হিফযুর রহমান [পৃষ্ঠা ৩৪৪; মূল্য ১৬০]
১৭. আমার নামায আমার জীবন –এসএম আবদুচ ছালাম আজাদ [পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ৫০]
১৮. মাসাইলে সাহূ সিজদাহ –মূল: মুফতী হাবিবুর রহমান খয়রাবাদী (ভারত) অনু: মুফতী মুহাম্মাদ ওমর ফারুক [পৃষ্ঠা ৬৪; মূল্য ২৫]
১৯. ইসলামে হজ্জ ও ওমরা –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ৫৪৪; মূল্য ২৮০]
২০. ইবাদাতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আত– হাফেয মাহমুদুল হাসান [পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য ৪৫]

www.pathagar.com

২১. জীবনে যা দেখলাম (৯ম খণ্ডে সমাপ্ত) –অধ্যাপক গোলাম আযম [পৃষ্ঠা ২৭২৮; মূল্য ১২০০]
২২. বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস (১৯৭৮-২০০৫) –অধ্যাপক গোলাম আযম [পৃষ্ঠা ১৪৪; মূল্য ৬০]
২৩. আমার কাল আমার চিন্তা –শাহ আবদুল হান্নান [পৃষ্ঠা ২৩২; মূল্য ১২০]
২৪. দেশ সমাজ রাজনীতি –শাহ আবদুল হান্নান [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ১২০]
২৫. বুদ্ধির ফসল: আত্মার আশিস –অধ্যাপক শাহেদ আলী [পৃষ্ঠা ২৪৮; মূল্য ১৪০]
২৬. প্র্যাকটিস অব হারবাল মেডিসিন –আ স ম শামুন অর রশীদ [পৃষ্ঠা ২৪০; মূল্য ১৬০]
২৭. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েজন মুসলিম দিশারী –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ১৪০]
২৮. মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা ১৪২; মূল্য ৭০]
২৯. নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ৬০]
৩০. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা –মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ১৬০]
৩১. ইসলামী ব্যাংকিং –মূল: ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী (মিসর) [পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ৫০]
৩২. ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন, পদ্ধতি, প্রয়োগ পদ্ধতি –মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান ও বি এম হাবিবুর রহমান [পৃষ্ঠা ২০৮; মূল্য ১২০]
৩৩. মানুষের শেষ ঠিকানা –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ৩৬৮; মূল্য ১৬০]
৩৪. মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ৩৩৮; মূল্য ২২০]
৩৫. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ফযীলত ও কৃতপণতার পরিণাম –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ৪০]
৩৬. যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা, যালিমের পরিণতি ও আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ১২০]
৩৭. ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানি ব্যস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ১৬৮; মূল্য ৭০]
৩৮. আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম –মূল: ড. অহীদুদ্দীন খান (ভারত) [পৃষ্ঠা ২০৮; মূল্য ১৬০]
৩৯. মহিলা মাসাইল –মূল: সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি অনুবাদ: মাসউদু রহমান নূর [পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ১০০]
৪০. ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ –ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান [পৃষ্ঠা ১৪৪; মূল্য ৮০]
৪১. ইবনে বতুতার সফরনামা –অনু: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ১২০]
৪২. কথোপকথন : আল মাহমুদ –ওমর বিশ্বাস সম্পাদিত [পৃষ্ঠা ১৭৬; মূল্য ১০০]
৪৩. বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি –ড. শেখ মোঃ ইউসুফ [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য]

বি. দ্র. পরবর্তী মুদ্রণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য পরিবর্তন হতে পারে।

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com